আগমনকাল

১ম রবিবার

ক বর্ষ - মথি ২৪:৩৭-৪৪

সেসময় যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, 'নোয়ার সেই দিনগুলিতে যেমন ঘটেছিল, মানবপুত্রের আগমনেও সেইমত ঘটবে; কারণ জলপ্লাবনের আগের দিনগুলিতে, জাহাজে নোয়ার প্রবেশ দিন পর্যন্ত লোকদের যেমন খাওয়া-দাওয়া ও বিয়ে করা-বিয়ে দেওয়া চলছিল, ও তারা কিছুরই আঁচ পেল না যতক্ষণ না বন্যা এসে সকলকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল, মানবপুত্রের আগমনে সেইমত ঘটবে। তখন দু'জন লোক মাঠে থাকবে: একজনকে নিয়ে যাওয়া হবে আর একজনকে ফেলে রাখা হবে; দু'জন স্ত্রীলোক জাঁতা ঘোরাবে: একজনকে নিয়ে যাওয়া হবে আর একজনকে ফেলে রাখা হবে।

অতএব জেগে থাক, কেননা তোমাদের প্রভু কোন্ দিন আসবেন, তা তোমরা জান না। কিন্তু এবিষয়ে নিশ্চিত হও যে, চোর রাতের কোন্ প্রহরে আসবে, গৃহকর্তা যদি তা জানত, তবে জেগে থাকত, নিজের ঘরে সিঁধ কাটতে দিত না। এজন্য তোমরাও প্রস্তুত থাক, কেননা যে ক্ষণ তোমরা কল্পনা করবে না, সেই ক্ষণে মানবপুত্র আসবেন।'

মথি-রচিত সুসমাচারে সাধু পাস্কাসিউসের ব্যাখ্যা **২য় পুস্তক ২৪**

জেগে থাক, যাতে প্রস্তুত হতে পার

জেগে থাক, কেননা তোমরা সেই দিন বা সেই ক্ষণ জান না। শাস্ত্রের অন্যত্রও যেমন বারবার ঘটে, তেমনি এখানেও মনে হয়, খ্রীষ্ট সেকালের মানুষকেই মাত্র উদ্দেশ করে একথা বলেন, অথচ তিনি সকলকেই উদ্দেশ করে একথা বলেন। একথা সকলকেই সমানভাবে লক্ষ করে, কেননা প্রতিটি মানুষ আপন মৃত্যুতেই সেই শেষ দিন ও শেষ ক্ষণ পাবে। প্রতিটি মানুষ যেভাবে সেই দিনটিতে বিচারিত হবে, সেইভাবে এজগৎ ছেড়ে চলে যাবে, এ অনিবার্য।

সুতরাং সৎপথে চলা ও অবিরত জেগে থাকা, মানুষের পক্ষে তেমন সতর্কতা প্রয়োজন, যাতে প্রভুর আগমনের দিন তাকে অপ্রস্তুত না পায়। সেই দিন তাকেই অপ্রস্তুত পাবে, জীবনের শেষ দিনে যে অপ্রস্তুত ছিল।

আমি মনে করি, প্রেরিতদূতেরা জানতেন, শেষ বিচারের জন্য প্রভু তাঁদের জীবনকালে আসবেন না; অথচ প্রভু যেন তাঁদের অপ্রস্তুত না পান, তাঁরা প্রবঞ্চিত না হবার জন্য নিঃসন্দেহেই সতর্ক থাকতেন, জেগে থাকতেন ও সেই সব কিছু পালন করতেন যা সকলের জন্য আদিষ্ট।

আমাদের সবসময় খ্রীষ্টের দ্বিবিধ আগমনের কথা স্মরণ করতে হয়: সেই প্রথম আগমনের কথা, যখন তিনি আবির্ভূত হবেন আর আমাদের সমস্ত কাজকর্মের কৈফিয়ত দিতে হবে; প্রতিদিনের সেই দ্বিতীয় আগমনেরও কথা, যখন তিনি আমাদের বিবেক অবিরত লক্ষ করতে আসেন ও আমাদের কাছে আসেন যেন তাঁর আগমনে আমাদের প্রস্তুত পান।

যতক্ষণ আমি তত পাপের বিষয়ে সচেতন, ততক্ষণ বিচারের দিনের কথা জানা আমার কী প্রয়োজন? তিনি প্রথমে আমার আত্মায় না এলে, আমার প্রাণে ফিরে না এলে, আমার অন্তরে তিনিই জীবন যাপন না করলে, তিনি আমার সঙ্গে কথা না বললে, তবে প্রভু আসবেন কিনা বা

কখন আসবেন এসব জানাও কীবা প্রয়োজন? খ্রীষ্ট আমার মধ্যে আর আমি তাঁর মধ্যে জীবন যাপন করতে থাকলে, তবেই তাঁর আগমন আমার পক্ষে মঙ্গলকর, এমনকি আমার পক্ষে তাঁর দ্বিতীয় আগমনের ক্ষণও প্রায় উপস্থিত, যে ক্ষণে এই জগতে যা কিছু মূল্যবান তা আমার চোখে মিলিয়ে যায় আর আমি একপ্রকারে বলতে পারি, *আমার কাছে জগৎ, ও জগতের কাছে আমি ক্রুশবিদ্ধ।*

খ্রীষ্টের এই বাণীও ভাব: *আমার নামে অনেকেই আসবে।* এই প্রবঞ্চকই হল সেই খ্রীষ্টবৈরী ও তার অনুগামীদের নামান্তর, যারা খ্রীষ্টের কাজকর্ম, সত্যবাণী ও প্রজ্ঞা ধারণ না করে তাঁর নাম ধারণ করে। শাস্ত্রের এমন স্থান নেই যেখানে প্রভু নিজের বেলায় বলেছেন, আমিই খ্রীষ্ট। তিনি যে প্রকৃতই খ্রীষ্ট, তাঁর পক্ষে উপদেশ ও অলৌকিক কাজের মাধ্যমেই তা প্রমাণ করা যথেষ্ট ছিল, কেননা তাঁর মধ্যে পিতার কাজ, তাঁর দেওয়া শিক্ষা ও তাঁর প্রতাপ 'আমিই খ্রীষ্ট' একথা এমন উদাত্ত কণ্ঠে বলছিল যে, হাজার কণ্ঠ চিৎকার করলেও তত জোরে পারত না।

তিনি কথায় তা ঘোষণা করেছেন কিনা, আমি তা জানি না, তবু তিনি যে খ্রীষ্ট, পিতার কাজ সাধন করায় ও ভালবাসা শেখানোতেই তা প্রমাণ করলেন; এসব কিছুর অভাবের ফলে খ্রীষ্টবৈরীরা মুখে তা-ই ঘোষণা করত যা আসলে তারা ছিল না।

খ বর্ষ - মার্ক ১৩:৩৩-৩৭

> সেসময় যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, 'সাবধান থাক, জেগে থাক, কেননা সে সময় কবে হবে, তা জান না। এমনটি হবে, বিদেশ যাত্রা করতে যাচ্ছেন ঠিক যেন এমন লোকের মত, যিনি নিজের দাসদের হাতে সবকিছুর ভার দিয়ে গেছেন, প্রত্যেককে তার নিজ নিজ কাজ দিয়েছেন, ও দারোয়ানকে জেগে থাকতে আদেশ করেছেন। তাই তোমরা জেগে থাক, কেননা গৃহকর্তা যে কবে এসে পড়বেন—সন্ধ্যাকালে বা রাতদুপুরে বা মোরগ ডাকবার সময়ে কিংবা সকালবেলায়—তোমরা তা জান না; তিনি হঠাৎ এসে যেন তোমাদের ঘুমন্ত অবস্থায় না পান। আর আমি তোমাদের যা বলছি, তা সকলকেই বলছি: জেগে থাক।'

সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি **উপদেশ ১৮, ১-২**

ঈশ্বর দণ্ড দিতে নয়, ত্রাণ করতেই প্রীত

আমাদের পরমেশ্বর আসছেন, নীরব থাকবেন না। ঈশ্বরপুত্র আমাদের ঈশ্বর সেই খ্রীষ্ট প্রভু তাঁর প্রথম আগমনে আবৃত আকারেই নিজেকে উপস্থিত করলেন, কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় আগমন প্রকাশ্যই হবে। তিনি যখন আবৃত আকারে এলেন, তখন শুধু তাঁর সেবকদের দ্বারাই তাঁকে চেনা হল; তিনি যখন প্রকাশমান আকারে আসবেন, তখন ধার্মিক দুর্জন সকলেই তাঁকে দেখতে পাবে।

তিনি যখন তাঁর মানবতার আবরণে এলেন, তখন বিচারিত হবার জন্য এলেন; তিনি যখন প্রকাশ্যে আসবেন, তখন বিচার সম্পাদন করার জন্যই আসবেন। তিনি যখন বিচারিত হলেন, তখন নীরব থাকলেন, আর তাঁর এ নীরবতা সম্বন্ধে নবী বলেছিলেন, *তিনি ছিলেন জবাইখানায় চালিত মেষশাবকেরই মত, লোমকাটিয়ের সামনে নীরব মেষেরই মত—তবু খুললেন না মুখ।*

কিন্তু *আমাদের পরমেশ্বর আসছেন, নীরব থাকবেন না।* বিচারিত হওয়ার সময়ে তিনি নীরব থাকলেন, কিন্তু যখন তিনিই বিচার করবেন, তখন সেইভাবে নীরব থাকবেন না। যদি কেউ থাকে যে তাঁকে শোনে, তবে এখনও তিনি নীরব নন; কিন্তু যখন তারাও তাঁর কণ্ঠ চিনতে পারবে যারা

এখন তাঁকে অবজ্ঞা করে, তখন, যেমন লেখা আছে, *তিনি নীরব থাকবেন না।* বর্তমানে ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলি ঘোষণা করার সময়ে কেউ কেউ তা নিয়ে হাসে। ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত জিনিস এখনও দৃষ্টিগোচর নয়, তাঁর ভয়প্রদর্শনের বাণীগুলির বাস্তবায়নও এখনও স্পর্শযোগ্য নয় বিধায় মানুষ তাঁর আজ্ঞাগুলি তাচ্ছিল্যের বস্তু মনে করে। যা এ সংসারের মঙ্গল বলে, এখনকার মত দুর্জনেরাও তা ভোগ করে; আর যা অমঙ্গল বলে, ধার্মিকেরাও তা ভোগ করে।

যারা বর্তমান বাস্তবতায় বিশ্বাসী ও ভাবী বাস্তবতায় অবিশ্বাসী, তারা লক্ষ করে এ সংসারের ভাল-মন্দ ধার্মিক-দুর্জন নির্বিশেষে সকলেরই ভাগ্য। ধন-ঐশ্বর্যই তাদের কামনার বস্তু হলে, তারা দেখে, খারাপ লোক ভাল লোক সকলেই তা পাচ্ছে; এ সংসারের দরিদ্রতা ও হীনতাই তাদের ঘৃণার বস্তু হলে, তারা দেখে, ভাল লোক শুধু নয়, খারাপ লোকও তাতে ভুগছে; ফলে তারা মনে মনে বলে, ঈশ্বর মানবীয় ব্যাপারের দিকে তাকান না, তা নিয়ন্ত্রণও করেন না; তিনি বরং ভাগ্যের হাতেই এ সংসারের গভীর তলদেশে আমাদের সম্পূর্ণ রূপে ছেড়ে দিলেন ও আমাদের বিষয়ে তাঁর চিন্তাটুকুও নেই; আর তাঁর বিচারের কোন লক্ষণ না পাওয়ায় তারা তাঁর আজ্ঞাগুলি অবজ্ঞা করে চলে।

তবু এখনও এক একজনের চিন্তা করা দরকার যে, ঈশ্বর যখন ইচ্ছা করেন, তখন তিনি বিলম্ব না করে দেখেন ও শাস্তি দেন, আবার যখন ইচ্ছা করেন, তখন ধৈর্য রাখেন। কোন কারণে? কারণ বর্তমানকালে তিনি যদি আপন বিচার কখনও প্রকাশ না করতেন, তাহলে লোকে ভাবত, ঈশ্বর নেই; আর তিনি যদি আপন বিচার সবসময়ই প্রকাশিত করতেন, তাহলে শেষ বিচারের জন্য আর কিছুই বাকি থাকত না। অনেক কিছু স্থগিত রয়েছে দণ্ডের জন্য, অন্য কিছুর জন্য সঙ্গে সঙ্গেই শাস্তি উপস্থিত, যাদের কাছে দণ্ড-বিরতি মঞ্জুর করা হয়, তারা যেন ভয় পেয়ে মনপরিবর্তন করে। কেননা ঈশ্বর দণ্ড দিতে প্রীত নন, তিনি বরং ত্রাণ করতে ইচ্ছা করেন, আর তিনি এজন্যই দুর্জনদের প্রতি ধৈর্যশীল, যাতে দুর্জন থেকে তাদের ধার্মিক করে তুলতে পারেন।

প্রেরিতদূত বলেন, *ঈশ্বরের ক্রোধ স্বর্গ থেকে যত অভক্তির উপরে প্রকাশিত হচ্ছে,* এবং *ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষকে তার কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেবেন।* কিন্তু যে মানুষ ঈশ্বরের কথা চিন্তা করে না, তাকে ভর্ৎসনা ক'রে তিনি সতর্কবাণী দিয়ে বলেন, *তুমি কি তাঁর মহা মঙ্গলময়তা, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা তুচ্ছ মনে কর?* যেহেতু তিনি তোমার প্রতি মঙ্গলময়, সহিষ্ণু ও ধৈর্যশীল, যেহেতু তিনি তোমার অপেক্ষায় থাকেন ও জগৎ থেকে তোমাকে উচ্ছেদ করেন না, সেজন্যই তুমি কি তাঁকে অবজ্ঞা কর, তাঁর ঐশ বিচার শূন্যই মনে কর আর অস্বীকার কর যে *ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা তোমাকে মনপরিবর্তনের দিকেই নিয়ে যেতে চায়? কিন্তু তোমার জেদ ও মনপরিবর্তন-বিহীন হৃদয়কে প্রশ্রয় দিয়ে তুমি ক্রোধের দিনের জন্য, ঈশ্বরের ন্যায়বিচার-প্রকাশেরই সেই দিনের জন্য নিজের উপরে ক্রোধ জমিয়ে তুলছ: তিনি তো প্রত্যেক মানুষকে তার কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেবেন।*

গ বর্ষ - লুক ২১:২৫-২৮,৩৪-৩৬

সেসময় যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, 'সূর্যে, চাঁদে ও আকাশের তারায় নানা চিহ্ন দেখা দেবে, এবং পৃথিবী জুড়ে জাতিগুলো দুঃখক্লিষ্ট হবে, সমুদ্র ও তরঙ্গের গর্জনে উদ্বিগ্ন হবে। লোকে ভয়ে, ও বিশ্বজগতে যা যা ঘটবে তার আশঙ্কায় ম্রিয়মাণ হয়ে যাবে; কেননা নভোমণ্ডলের পরাক্রমগুলো আলোড়িত হবে। আর তখন তারা দেখতে পাবে, মানবপুত্র সপরাক্রমে ও মহাগৌরবে মেঘবাহনে আসছেন। কিন্তু এই

সকল ঘটনা শুরু হলে তোমরা সোজা হয়ে দাঁড়াও, মাথা উচ্চ কর, কেননা তোমাদের মুক্তি কাছে এসে গেছে।'

কিন্তু নিজেদের সম্বন্ধে সাবধান থাক, যেন তোমাদের হৃদয় ভোজনে অমিতাচারে ও মাতলামিতে এবং জীবনের চিন্তা-ভাবনায় স্থূল হয়ে না পড়ে; আবার যেন সেই দিনটা হঠাৎ ফাঁদের মত তোমাদের উপরে না এসে পড়ে; কেননা সেই দিনটা সারা পৃথিবীর সকল মানুষের উপরে নেমে আসবে। তোমরা জেগে থাক, সবসময় মিনতি জানাও, যেন যা শীঘ্রই ঘটবার কথা তা এড়াবার, ও মানবপুত্রের সামনে দাঁড়াবার শক্তি পেতে পার।'

সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি **প্রভুর আগমন, উপদেশ ৪:১,৩,৪**

আগমনকালের দান

ভ্রাতৃগণ, যথাযোগ্য ভাবেই, আত্মার উজ্জ্বল ভক্তিতেই প্রভুর আগমনকাল উদ্‌যাপন কর; যে মহাদান তোমাদের দেওয়া হচ্ছে, তার জন্য উৎফুল্ল অন্তর নিয়ে; যে মহাপ্রেম তোমাদের দেখানো হচ্ছে, তার জন্য গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গেই একাল উদ্‌যাপন কর।

তবু তোমরা প্রভুর সেই প্রথম আগমনেরই কথা শুধু ধ্যান করো না, যখন তিনি হারানো যত কিছু খোঁজ করতে ও ত্রাণ করতে জগতে প্রবেশ করলেন, বরং তাঁর সেই দ্বিতীয় আগমনেরও কথা ধ্যান কর, যখন তিনি নিজের সঙ্গে চিরকালের মত আমাদের মিলিত করতে আগমন করবেন।

তোমাদের ধ্যানের বিষয় হোক খ্রীষ্টের দ্বিবিধ আগমন; তাঁর প্রথম আগমনে তিনি যে কী দান করলেন ও দ্বিতীয় আগমনের জন্য যে কী প্রতিশ্রুত হয়েছেন, তা নিয়েই চিন্তামগ্ন থাক।

কেননা, ভ্রাতৃগণ, *সেই ক্ষণ এসে গেছে যখন বিচার ঈশ্বরের গৃহ থেকেই শুরু হয়।* কিন্তু যারা তাঁর এই বিচার মানে না, তাদের কী দশা হবে? যে কেউ এ বর্তমান বিচার এড়ায়, যে বিচারে এ সংসারের অধিপতি বহিষ্কৃত হয়, সে সেই ভাবী বিচারককে অপেক্ষা করুক, এমনকি ভয়ই করুক, কেননা তখন তাঁর দ্বারা তার অধিপতির সঙ্গে সেও বহিষ্কৃত হবে। আমরা কিন্তু যদি এখন থেকে ন্যায়বিচারে নিজেদের বিচারিত হতে দিই, তবে নিশ্চিত আছি, ও *পরিত্রাতারূপে প্রভু যীশুখ্রীষ্টেরই প্রতীক্ষায় রয়েছি। যে শক্তিগুণে তিনি সমস্ত কিছুই নিজের অধীনে আনতে পারেন, তিনি সেই শক্তি দিয়েই আমাদের হীনাবস্থার এই দেহটি রূপান্তরিত ক'রে তাঁর আপন গৌরবময় দেহের সমরূপ করবেন। তখন ধার্মিকেরা নিজেদের পিতার রাজ্যে সূর্যের মত দীপ্তিমান হয়ে উঠবে।*

আপন আগমনে *পরিত্রাতা আমাদের হীনাবস্থার এই দেহটি রূপান্তরিত ক'রে তাঁর আপন গৌরবময় দেহের সমরূপ করবেন,* কিন্তু তাই করবেন যদি আগে থেকে তিনি আমাদের হৃদয়কে বিনম্রতায় তাঁর আপন হৃদয়ের অনুরূপে নবীভূত ও রূপান্তরিত পান—শুধু এই শর্তে। এজন্য তিনি বলেন, *আমার কাছে শিখে নাও, কারণ আমি কোমল ও নম্রহৃদয়।* এ বাক্যে বিনম্রতার দ্বিগুণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ কর: জ্ঞানের ও ইচ্ছার বিনম্রতা।

দ্বিতীয়টা এখানে হৃদয়ের বিনম্রতা বলে উপস্থাপিত। প্রথমটা অনুসারে আমরা আমাদের শূন্যতা চিনি, যেইভাবে আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা ও দুর্বলতা থেকে তা অনুমান করতে পারি। দ্বিতীয়টা অনুসারে আমরা এ সংসারের অসার মায়া প্রত্যাখ্যান করি। আমরা হৃদয়ের বিনম্রতা তাঁরই কাছে শিখি, যিনি *নিজেকে রিক্ত করে দাসের স্বরূপ ধারণ করলেন,* অর্থাৎ তাঁরই কাছে যিনি পালিয়ে গেছিলেন যখন লোকে তাঁকে রাজা করবার জন্য খুঁজছিল; কিন্তু যখন লোকে অপমানে

পরিবৃত ও ক্রুশের লজ্জায় ও যন্ত্রণায় দণ্ডিত করার জন্য তাঁকে খোঁজ করেছিল, তখন স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেছিলেন।

২য় রবিবার

ক বর্ষ - মথি ৩:১-১২

নির্ধারিত সময়ে দীক্ষাগুরু যোহন আবির্ভূত হলেন; তিনি যুদেয়ার মরুপ্রান্তরে প্রচার করতেন; তিনি বলতেন: 'মনপরিবর্তন কর, কেননা স্বর্গরাজ্য কাছে এসে গেছে।' ইনিই সেই ব্যক্তি যাঁর বিষয়ে নবী ইসাইয়া বলেছিলেন,

এমন একজনের কণ্ঠস্বর
যে মরুপ্রান্তরে চিৎকার করে বলে,
প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর,
তাঁর রাস্তা সমতল কর।

এই যোহন উটের লোমের এক কাপড় পরতেন, তাঁর কোমরে চামড়ার বন্ধনী, ও তাঁর খাদ্য পঙ্গপাল ও বনের মধু ছিল। তখন যেরুসালেম, সমস্ত যুদেয়া ও যর্দনের নিকটবর্তী সমস্ত অঞ্চলের লোক তাঁর কাছে যেতে লাগল, ও নিজেদের পাপ স্বীকার করে যর্দন নদীতে তাঁর হাতে দীক্ষাস্নাত হতে লাগল।

কিন্তু অনেক ফরিসি ও সাদুকি দীক্ষাস্নানের জন্য আসছে দেখে তিনি তাদের বললেন, 'হে সাপের বংশ, আসন্ন ক্রোধ থেকে পালাতে তোমাদের কে চেতনা দিল? অতএব এমন এক ফল দেখাও, যা তোমাদের মনপরিবর্তনের যোগ্য ফল। আর এমনটি ভাববে না যে তোমরা মনে মনে বলতে পার, আব্রাহাম আমাদের পিতা; কেননা আমি তোমাদের বলছি, ঈশ্বর এ সমস্ত পাথর থেকে আব্রাহামের জন্য সন্তানদের উদ্ভব ঘটাতে পারেন। আর এখনই তো গাছগুলোর শিকড়ে কুড়ালটা লাগানো রয়েছে; অতএব, যে কোন গাছে উত্তম ফল ধরে না, তা কেটে আগুনে ফেলে দেওয়া হবে।

আমি মনপরিবর্তনের উদ্দেশে জলে তোমাদের দীক্ষাস্নাত করি বটে, কিন্তু আমার পরে যিনি আসছেন, তিনি আমার চেয়ে শক্তিশালী; আমি তাঁর জুতো খুলবার যোগ্য নই; তিনি পবিত্র আত্মা ও আগুনেই তোমাদের দীক্ষাস্নাত করবেন। তাঁর কুলা তাঁর হাতে রয়েছে, আর তিনি নিজ খামার পরিষ্কার করবেন, ও নিজ গম গোলায় সংগ্রহ করবেন, কিন্তু তুষ অনির্বাণ আগুনে পুড়িয়ে দেবেন।'

সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি **উপদেশ ১০৯:১**

মনপরিবর্তন কর, কেননা স্বর্গরাজ্য কাছে এসে গেছে

আমরা সুসমাচারের কথা শুনেছি; হ্যাঁ, শুনেছি যে, প্রভু তাদের ভর্ৎসনা করেন, যারা আকাশের চেহারা বুঝতে পারে, কিন্তু কাছে এসে যাওয়া স্বর্গরাজ্যে বিশ্বাস করার সময়টিকে চিনতে পারে না। তিনি একথা ইহুদীদের বলছিলেন, তাঁর বাণী কিন্তু আমাদেরও কাছে আসে। আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট এভাবেই আপন প্রচারকর্ম শুরু করেছিলেন: *মনপরিবর্তন কর, কেননা স্বর্গরাজ্য কাছে এসে গেছে।* তাঁর অগ্রদূত সেই দীক্ষাগুরু যোহনও একই কথা বলে শুরু করেছিলেন, *মনপরিবর্তন কর, কেননা স্বর্গরাজ্য কাছে এসে গেছে।* আজও প্রভু তাদের ভর্ৎসনা করেন, স্বর্গরাজ্য কাছে আসতে আসতে যারা মন ফেরাতে চায় না। তিনি বলেন, *স্বর্গরাজ্য এমনভাবে আসে না, যা মনোযোগ আকর্ষণ করবে;* এর পর তিনি বলে চলেন, *স্বর্গরাজ্য তোমাদের মাঝেই উপস্থিত।*

সুতরাং প্রত্যেকে চিন্তা-ভাবনা করেই প্রভুর সাবধান বাণী গ্রহণ করুক, যাতে সে ত্রাণকর্তার দয়া সক্রিয় হওয়ার ক্ষণ না হারায়, সেই যে দয়া ততদিন দান করা হয় যতদিন মানবজাতিকে সময় দেওয়া হয়। মানুষ যেন মন ফেরায়, কেউই যেন বিনাশে পতিত না হয়, এজন্যই মানুষকে সময় দেওয়া হয়। ঈশ্বর তো জানেন কবে জগতের সমাপ্তি ঘটবে: এখন বিশ্বাসের সময়। জগতের সমাপ্তি তোমাদের কাউকে জীবিত পাবে কিনা, আমি তা জানি না; হয় তো পাবে না। তবু যেহেতু আমরা মরণশীল, সেজন্য সেই ক্ষণ প্রত্যেকেরই সন্নিকট। আমরা তো বহু বিপদের মধ্যে পথ চলি। কাঁচের তৈরী হলে আমরা পতন তত ভয় করতাম না; একটা কাঁচের পাত্রের চেয়ে ভঙ্গুর কিছু আছে কি? তবু তা অক্ষুণ্নই থাকে ও শতাব্দীর পর শতাব্দী থেকে যায়; আর যদিও ভয় করা যায়, কাঁচের পাত্র পড়তে পারে, তার জন্য বার্ধক্যকাল বা জ্বর ভয় করা যায় না।

আমরা কাঁচের চেয়েও ভঙ্গুর ও দুর্বল; মানবজীবনে যত অপ্রত্যাশিত বিপদ পরপর ঘটে, আমাদের ভঙ্গুরতা প্রতিদিন সেই সবকিছুর জন্য আমাদের উদ্বিগ্ন করে; আর যদিও এসব কিছু আমাদের স্পর্শ না করে, তবু সময় তো যায়: মানুষ একটা আঘাত এড়াতে পারে বটে, কিন্তু সে কি মৃত্যু এড়াতে পারে? বাইরে থেকে আগত যত বিপদ সে এড়াতে পারে, কিন্তু দেহে নিহিত যে অসুখ, সে কি তা এড়াতে পারে? তাছাড়া, একবার সামান্য জীবাণু তোমাকে হুমকি দেয়, একবার পুরো অসুস্থতা হঠাৎ তোমার উপর এসে পড়ে; শেষে একজন এসব কিছু থেকে যতই না নিজেকে বাঁচায় না কেন, যখন বার্ধক্যকাল উপস্থিত হয়, তখন কোন বিরতি আর থাকেই না।

খ বর্ষ - মার্ক ১:১-৮

ঈশ্বরপুত্র যীশুখ্রীষ্টের সুসমাচারের আরম্ভ। নবী ইসাইয়ার পুস্তকে যেমনটি লেখা আছে,

দেখ, আমি আমার দূত তোমার সামনে প্রেরণ করছি;
সে তোমার জন্য পথ প্রস্তুত করবে;

এমন একজনের কণ্ঠস্বর
যে মরুপ্রান্তরে চিৎকার করে বলে,
প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর,
তাঁর রাস্তা সমতল কর,

সেই অনুসারে দীক্ষাদাতা যোহন মরুপ্রান্তরে আবির্ভূত হলেন; তিনি পাপমোচনের উদ্দেশে মনপরিবর্তনের দীক্ষাস্নান প্রচার করতেন। সমস্ত যুদেয়া অঞ্চল ও যেরুসালেম-বাসী সকলে তাঁর কাছে যেতে লাগল, ও নিজেদের পাপ স্বীকার করে যর্দনে তাঁর হাতে দীক্ষাস্নাত হতে লাগল। এই যোহন উটের লোমের এক কাপড় পরতেন, তাঁর কোমরে চামড়ার বন্ধনী ছিল, ও তিনি পঙ্গপাল ও বনের মধু খেতেন। তিনি প্রচার করে বলতেন, 'আমার পরে এমন একজন আসছেন, যিনি আমার চেয়ে শক্তিশালী; আমি নিচু হয়ে তাঁর জুতোর বাঁধন খুলবার যোগ্য নই। আমি তোমাদের জলে দীক্ষাস্নাত করলাম, তিনি কিন্তু পবিত্র আত্মায়ই তোমাদের দীক্ষাস্নাত করবেন।'

লুক-রচিত সুসমাচারে অরিজেনের উপদেশাবলি **উপদেশ ২২:১-৪**

প্রভুর পথ সোজা করে তোল

এসো, আমরা তন্ন তন্ন করে দেখি খ্রীষ্টের আগমন সম্বন্ধে কী সংবাদ দেওয়া হয়। প্রথমত

যোহনের বিষয়ে লেখা আছে, *এমন একজনের কণ্ঠস্বর যে মরুপ্রান্তরে চিৎকার করে বলে: প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর, তাঁর জন্য রাস্তা সমতল কর।* পরবর্তীতে যা লেখা আছে, তা স্পষ্টভাবে প্রভু ও ত্রাণকর্তাকেই নির্দেশ করে। যিনি *সমস্ত উপত্যকা ভরাট করেছেন,* তিনি তো যোহন নন, বরং আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা। প্রত্যেকে লক্ষ করুক, বিশ্বাস পাবার আগে সে কী ছিল: অনুভব করবে, সে গভীর একটা উপত্যকাই ছিল, সে নিচমুখী এমন উপত্যকাই ছিল যা তলদেশের তলায় নিমজ্জিত। কিন্তু যখন প্রভু যীশু এলেন ও তাঁর প্রতিনিধি রূপে পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ করলেন, তখন *সমস্ত উপত্যকা ভরাট করা হল।* উপত্যকাটা পবিত্র আত্মার শুভকর্ম ও ফলগুলি দিয়েই ভরাট করা হল। ভালবাসা তো চায় না, তোমার মধ্যে একটা উপত্যকা থাকবে, কেননা তোমার যদি শান্তি, সহিষ্ণুতা ও মঙ্গলানুভবতা থাকে, তাহলে যে আর উপত্যকা হবে না, তা শুধু নয়, তুমি বরং ঈশ্বরের 'পর্বত' হতে শুরু করবে।

আমরা লক্ষ করি, একদিকে এ সমস্ত বাণী প্রতিদিন বিধর্মীদের বেলায় পূর্ণতা লাভ করে: *সমস্ত উপত্যকা ভরাট করা হয়;* অন্যদিকে মাহাত্ম্য থেকে যাদের নামানো হল, সেই ইস্রায়েলের বেলায় এবাণী পূর্ণতা লাভ করে, *সমস্ত পর্বত ও উপপর্বত নিচু করা হবে।* এই জাতি একসময় একটা পর্বত ও উপপর্বত ছিল, কিন্তু তাকে নামানো ও টুকরো টুকরো করা হল। কিন্তু *তাদের প্রায়-পতনের ফলে বিজাতীয়দের কাছে পরিত্রাণ এসেছে, যেন তাদের অন্তরে ঈর্ষার ভাব জেগে ওঠে।*

অপরদিকে তুমি যদি বল, সেই নামানো পর্বত ও উপপর্বত হল সেই বিরোধী শক্তি যা মানুষের সামনে রুখে দাঁড়াত, তখন ভুল করবে না। কেননা যার কথা বলি, সেই উপত্যকা যাতে ভরাট করা হয়, পর্বত ও উপপর্বত তথা বিরোধী শক্তিকে নামানো দরকার হবে।

এসো, এবার দেখি খ্রীষ্টের আগমন সংক্রান্ত সেই পরবর্তী ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করেছে কিনা। লেখা আছে, *বাঁকা পথ সোজা করা হবে।* আমরা প্রত্যেকেই বাঁকা ছিলাম—আশা রাখি কেবল সেসময়ই বাঁকা ছিলাম, এখন আর নয়!—কিন্তু আমাদের আত্মায় খ্রীষ্টের আগমনের ফলে যা কিছু বাঁকা ছিল সোজা হয়ে গেছে। বস্তুত খ্রীষ্ট তোমার আত্মায়ও যদি না এসে থাকেন, তাহলে তিনি যে একসময় মাংসে এলেন, তাতে তোমার কী লাভ? তবে এসো, প্রার্থনা করি যেন প্রতিদিন তাঁর আগমন আমাদের অন্তরে পূর্ণতা লাভ করে, ফলে আমরা যেন বলতে পারি, *আমি এখনও জীবিত আছি; কিন্তু সে তো আর আমি নয়, আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রীষ্টই জীবনযাপন করেন।*

আমার প্রভু যীশু এসেছেন ও তোমার সমস্ত অসমতল স্থান সমতল করেছেন, তোমার সমস্ত বিশৃঙ্খলা সোজা পথে পরিণত করেছেন তোমার মধ্যে এমন বাধাশূন্য পথ গড়ার জন্য যা দিয়ে পিতা ঈশ্বর মধুর ও শুচিতম পথ ধরে তোমার কাছে আসতে পারেন ও খ্রীষ্ট প্রভু তোমার মধ্যে তাঁর আপন তাঁবু বেঁধে বলতে পারেন: *আমার পিতা ও আমি আসব আর তার কাছে বাস করব।*

গ বর্ষ - লুক ৩:১-৬

তিবেরিউস সীজারের রাজত্বকালের পঞ্চদশ বর্ষে যখন পোন্তিয় পিলাত যুদেয়ার প্রদেশপাল, হেরোদ গালিলেয়ার সামন্তরাজ, তাঁর ভাই ফিলিপ ইতুরিয়া ও ত্রাখোনিতিস প্রদেশের সামন্তরাজ, এবং লিসানিয়াস আবিলেনের সামন্তরাজ ছিলেন, তখন, আন্না ও কাইয়াফার মহাযাজকত্ব-কালে, ঈশ্বরের আহ্বান মরুপ্রান্তরে জাখারিয়ার সন্তান যোহনের কাছে উপস্থিত হল।

তিনি যর্দনের সমস্ত অঞ্চলে এসে পাপমোচনের উদ্দেশে মনপরিবর্তনের দীক্ষাস্নান প্রচার করতে লাগলেন, যেমনটি নবী ইসাইয়ার বাণীগ্রন্থে লেখা আছে: এমন একজনের কণ্ঠস্বর যে মরুপ্রান্তরে চিৎকার করে বলে, প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর, তাঁর রাস্তা সমতল কর। উঁচু করা হোক সকল উপত্যকা, নিচু করা হোক সকল পর্বত, সকল উপপর্বত। অসমতল ভূমি হোক সমতল, শৈলশিরা হয়ে উঠুক সমভূমি; এবং সমস্ত মানবকুল প্রভুর পরিত্রাণ দেখতে পাবে।'

তুরিনের বিশপ সাধু মাক্সিমের উপদেশাবলি **উপদেশ ৮৮:১-৩**

আজও যোহনের কণ্ঠস্বর
আমাদের কাছে চিৎকার করে কথা বলে

ঐশশাস্ত্র সবসময়ই কথা বলে ও চিৎকার করে, যেইভাবে যোহনের বেলায় লেখা আছে, *আমি এমন একজনের কণ্ঠস্বর, যে মরুপ্রান্তরে চিৎকার করে।* যোহন যে সময় ফরিসিদের কাছে প্রভু ও তাঁর পরিত্রাণের সংবাদ দিতেন, তখনই মাত্র যে তিনি চিৎকার করেছেন এমন নয়; আজও তিনি আমাদের মাঝে চিৎকার করেন, আর তাঁর কণ্ঠস্বর বজ্রনাদের মত আমাদের পাপময় মরুপ্রান্তর কম্পিত করে। তিনি পুণ্য সাক্ষ্যমরণে নিদ্রা গেলেন, কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বর এখনও জীবন্ত। সেই কণ্ঠস্বর আজও আমাদের বলে, *প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর, তাঁর জন্য রাস্তা সমতল কর।* অতএব শাস্ত্র সবসময়ই চিৎকার করে ও কথা বলে।

যোহন আজ আমাদের কানে সেই একই চিৎকার ধ্বনিত করেন, এবং প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত করতে আদেশ করেন।

এ পথ ভূমিতে পাতা নয়, পথটা বরং নিখুঁত বিশ্বাসেই অবস্থিত। প্রভু পৃথিবীর পথগুলির মধ্যে নয়, আত্মার অন্তঃস্থলেই নিজের জন্য একটা পথ খুলতে চান।

যিনি আমাদের বলেন প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত করতে, এসো, আমরা লক্ষ করি সেই যোহন নিজেই ত্রাণকর্তার জন্য কী ধরনের পথ খুলে দিলেন। তিনি আগমনকারী খ্রীষ্টকে উদ্দেশ্য করেই তাঁর সমস্ত গমনপথ প্রস্তুত ও নিরূপণ করলেন, তথা, দীর্ঘ উপবাস, বিনম্রতা, দরিদ্রতা, কৌমার্য। এসব গুণ বর্ণনা করে সুসমাচার-রচয়িতা বলেন, *যোহন উটের লোমের কাপড় পরতেন, তাঁর কোমরে চামড়ার এক বন্ধনী ছিল, ও তিনি পঙ্গপাল ও বনের মধু খেতেন।*

শক্ত লোমের কাপড় পরিধান করার চেয়ে মহত্তর বিনম্রতা নবীর কী থাকতে পারে? কোমর বেঁধে যত সেবাকর্ম পালন করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখার চেয়ে অধিক ভক্তিময় বিশ্বস্ততা কী থাকতে পারে? পঙ্গপাল ও বনের মধু নিয়ে খুশি হয়ে জীবনের যত আরাম তুচ্ছ করার চেয়ে আদর্শবান সংযম কী থাকতে পারে?

আমি মনে করি, এসব কিছু যা নবীর বেলায় সাধারণ ব্যাপার ছিল, তা প্রকৃতপক্ষে ভবিষ্যদ্বাণীই ছিল। খ্রীষ্টের অগ্রদূত উটের লোম দিয়ে তৈরী একটা পোশাক ব্যবহার করতেন, কেননা তিনি একপ্রকারে ইঙ্গিত দিতে চাইতেন, স্বয়ং খ্রীষ্ট এসে মানবদেহ পরিধান করবেন, সেই যে মানবদেহ আমাদের পাপের শক্ত সুতো দিয়ে বোনা। আর সেই চামড়ার কটিবন্ধনী কি আমাদের এ ভঙ্গুর মাংসের প্রতীক নয়, যে মাংস খ্রীষ্টের আগমনের আগে রিপুর প্রভুত্বের অধীন ছিল, কিন্তু পরে সদ্‌গুণাবলির বল্গায় নিয়ন্ত্রণাধীন হল?

৩য় রবিবার

ক বর্ষ - মথি ১১:২-১১

সেসময় যোহন কারাগারে থেকে খ্রীষ্টের কর্মের কথা শুনে নিজের শিষ্যদের মধ্য দিয়ে তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন, 'যিনি আসছেন, আপনিই কি সেই ব্যক্তি? না আমরা অন্যের অপেক্ষায় থাকব?' উত্তরে যীশু তাদের বললেন, 'তোমরা যা কিছু শুনতে ও দেখতে পাচ্ছ, তা যোহনকে গিয়ে জানাও: অন্ধ আবার দেখতে পায় ও খোঁড়া হেঁটে বেড়ায়, সংক্রামক চর্মরোগে আক্রান্ত মানুষ শুচীকৃত হয় ও বধির শুনতে পায়, এবং মৃত পুনরুত্থিত হয় ও দীনদরিদ্রদের কাছে শুভসংবাদ প্রচার করা হয়; আর সুখী সেই জন, আমার বিষয়ে যার পদস্খলন না হয়।' তারা চলে যাচ্ছে, সেসময় যীশু লোকদের কাছে যোহন বিষয়ে কথা বলতে লাগলেন: 'তোমরা প্রান্তরে কী দেখতে গিয়েছিলে? বাতাসে দোলা একটা নলগাছ? তবে কি দেখতে গিয়েছিলে? মোলায়েম পোশাক-পরা কোন ব্যক্তিকে? দেখ, যারা মোলায়েম পোশাক পরে, তারা তো রাজপ্রাসাদেই থাকে। তবে কী দেখতে গিয়েছিলে? একজন নবীকে? হ্যাঁ, আমি তোমাদের বলছি, নবীর চেয়েও শ্রেষ্ঠই এক মানুষকে দেখতে গিয়েছিলে। ইনিই সেই ব্যক্তি, যাঁর বিষয়ে লেখা আছে:

> দেখ, আমি আমার দূত তোমার সামনে প্রেরণ করছি;
> তোমার সামনে সে তোমার পথ প্রস্তুত করবে।

আমি তোমাদের সত্যি বলছি, নারী-গর্ভজাতদের মধ্যে দীক্ষাগুরু যোহনের চেয়ে মহান কেউই কখনও আবির্ভূত হয়নি; তবু স্বর্গরাজ্যে যে ক্ষুদ্রতম, সে তাঁর চেয়ে মহান।'

লুক-রচিত সুসমাচারে সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা **৫ম পুস্তক**

যাঁর আসবার কথা আছে, আপনিই কি সেই ব্যক্তি? নাকি, আমরা আর একজনের অপেক্ষায় থাকব?

যোহন দু'জন শিষ্যকে ডেকে প্রভুর কাছে একথা জিজ্ঞাসা করতে পাঠালেন, *যিনি আসছেন, আপনিই কি সেই ব্যক্তি? না আমরা অন্যের অপেক্ষায় থাকব?* এ সাধারণ কথা সাধারণ ও আক্ষরিক অর্থ বহন করে না, নইলে সুসমাচারে যা ইতিমধ্যে বলা হয়েছে তার সঙ্গে পরস্পর-বিরুদ্ধ অর্থ দাঁড়াত। যিনি আগে পিতা ঈশ্বরের ঐশপ্রকাশ গুণে যীশুকে চিনেছিলেন, সেই যোহন কেমন করে এখন বোঝাতে পারেন, তিনি তাঁকে চেনেন না? তিনি যাঁকে চিনতেন না, যদি আগেই তাঁকে চিনতেন, তাহলে এখন কেমন করে তাঁর পরিচয় নাই জেনে পারেন? তিনি বলেছিলেন, *আমি তাঁকে চিনতাম না, কিন্তু যিনি মানুষকে দীক্ষাস্নাত করতে আমাকে পাঠিয়েছিলেন, তিনি আমাকে বলেছিলেন, তুমি যাঁর উপরে পবিত্র আত্মাকে নেমে আসতে ও অধিষ্ঠান করতে দেখবে, তিনিই তো পবিত্র আত্মায় মানুষকে দীক্ষাস্নাত করেন।* যোহন সেই বাণী বিশ্বাস করলেন, যাঁর পরিচয় তাঁকে প্রকাশ করা হয়েছিল তিনি তাঁকে চিনলেন, তাঁকে দীক্ষাস্নাত করার পর তাঁকে আরাধনা করলেন ও তাঁরই বর্তমান আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী দিলেন যিনি ইতিমধ্যে উপস্থিত। এজন্য তিনি বললেন, *আমি দেখেছি ও সাক্ষ্য দিয়েছি, ইনি ঈশ্বরের পুত্র।* তাহলে কী করে তেমন মহানবী এতই প্রবঞ্চিত হবেন যে, তিনি তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বলে বিশ্বাস করবেন না যাঁর বিষয়ে আগে বলেছিলেন, *ওই দেখ, ইনি জগতের পাপ হরণ করেন।* সুতরাং আক্ষরিক অর্থ যখন পরস্পর-বিরুদ্ধ মনে হয়, তখন এসো, তার আধ্যাত্মিক অর্থের অনুসন্ধান করি।

আমরা আগেও বলেছি, যোহন ছিলেন খ্রীষ্টের অগ্রগামী বিধানের প্রতীক, যে বিধানকে যথার্থই

বিধান বলা হত, কারণ তা ছিল বিশ্বাসহীন হৃদয়ের মধ্যে কারারুদ্ধ, সনাতন আলোয় বঞ্চিত ও কেমন যেন অমঙ্গল ও নির্বুদ্ধিতায় উর্বর গর্ভের মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ। সুসমাচারের সাক্ষ্যদানের জামিন ছাড়া বিধান ঐশপরিকল্পনার বিষয়ে আপন সাক্ষ্যদানের পূর্ণতা সম্পূর্ণরূপে এনে দিতে পারেনি। যেহেতু খ্রীষ্টই বিধানের পূর্ণতা, সেজন্য যোহন খ্রীষ্টের কাছে আপন শিষ্যদের পাঠালেন, তারা যেন তাঁর কাছ থেকে অতিরিক্ত জ্ঞান পেতে পারে।

বিশ্বাসের সূত্রপাত প্রাক্তন সন্ধিতেই বটে, কিন্তু তার পূর্ণতা নবসন্ধিতেই সাধিত, ফলে সুসমাচার বাদ দিয়ে কেউই সম্পূর্ণ রূপে বিশ্বাস করতে পারে না, একথা জানতেন বিধায় প্রভু, যখন সেই লোকেরা তাঁর পরিচয় সম্বন্ধে প্রশ্ন রাখল, তখন কথায় নয়, কাজেই তিনি নিজের বিষয় প্রমাণ করলেন: *তোমরা যা কিছু শুনতে ও দেখতে পাচ্ছ, তা যোহনকে গিয়ে জানাও: অন্ধ আবার দেখতে পায় ও খোঁড়া হেঁটে বেড়ায়, চর্মরোগী শুচীকৃত হয় ও বধির শুনতে পায়, এবং মৃত পুনরুত্থিত হয় ও দীনদরিদ্রদের কাছে শুভসংবাদ প্রচার করা হয়।* তবু প্রভুর সাক্ষ্যদানের এ উদাহরণগুলি এখনও যথেষ্ট নয়: বিশ্বাসের পূর্ণতা হল প্রভুর ক্রুশ, তাঁর মৃত্যু ও তাঁর সমাধি। এজন্য তিনি বলে চললেন, *সুখী সেই জন, আমার বিষয়ে যার পদস্খলন না হয়।* ক্রুশ মনোনীতদের পক্ষেও পদস্খলনের কারণ হতে পারত, অথচ ঐশব্যক্তিত্বের বেলায় ক্রুশের চেয়ে যথার্থ সাক্ষ্যদান আর থাকতে পারে না, সম্পূর্ণ ও স্বেচ্ছাকৃত আত্মোৎসর্গের মত মানবীয় ব্যাপার অতিক্রম করবে আর তেমন কিছুই নেই: এই একমাত্র কাজের মধ্য দিয়ে তিনি পূর্ণমাত্রায় প্রমাণ দেন, তিনিই প্রভু।

এজন্য যোহন একথায় তাঁকে অঙুলি দিয়ে নির্দেশ করেন, *ওই দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, জগতের পাপ যিনি হরণ করেন।* এমন কথা যা সেই দু'জন শিষ্যের প্রতি শুধু নয়, আমাদের সকলের প্রতিও উদ্দেশ করা হয়, যাতে বাস্তব ঘটনাগুলির সাক্ষ্যদানের উপর নির্ভর করে বিশ্বাস করি।

তবে তোমরা কী দেখতে গিয়েছিলে? একজন নবীকে? হ্যাঁ, আমি তোমাদের বলছি, নবীর চেয়েও শ্রেষ্ঠই এক মানুষকে দেখতে গিয়েছিলে। যিনি দেহগত জন্মে তাঁর অগ্রদূত হয়ে ও বিশ্বাস-স্বীকৃতিতে তাঁর প্রচারক হয়ে শুধু নয়, বরং গৌরবময় সাক্ষ্যমরণেও তাঁর অগ্রদূত হয়ে তাঁর পথ প্রস্তুত করেছিলেন, প্রভু তাঁকেই অনুকরণযোগ্য আদর্শরূপে তুলে ধরেন। তিনি অবশ্যই নবীদের চেয়ে মহান, যিনি নবী-ধারার সমাপ্তিস্বরূপ। তিনি নবীর চেয়ে মহান, কেননা তিনি যাঁর কথা প্রচার করলেন, যাঁকে স্বচক্ষে দেখলেন ও নিজেই দীক্ষাস্নাত করলেন, অনেকেই সেই প্রভুকে দেখতে আকাঙ্ক্ষা করল।

খ বর্ষ - যোহন ১:৬-৮,১৯-২৮

ঈশ্বর-প্রেরিত একজন মানুষ আবির্ভূত হলেন; তাঁর নাম যোহন;

তিনি এলেন সাক্ষ্য দিতে, আলোরই বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে, যেন তাঁর দ্বারা সকলে বিশ্বাস করতে পারে।

তিনি তো সেই আলো ছিলেন না, আলোর বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেই তিনি ছিলেন।

এ হল যোহনের সাক্ষ্য, যখন যেরুসালেম থেকে ইহুদীরা তাঁর কাছে কয়েকজন যাজক ও লেবীয়কে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কে?' তিনি তখন স্বীকার করলেন, অস্বীকার করলেন না; বরং স্বীকার করলেন যে, 'আমি খ্রীষ্ট নই।' তাই তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তবে কী? আপনি কি এলিয়?' তিনি

বললেন, ‘না, আমি নই।’ ‘আপনি কি সেই নবী?’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘না।’ তাই তাঁরা তাঁকে বললেন, ‘আপনি কে? যাঁরা আমাদের পাঠিয়েছেন, তাঁদের কাছে আমাদের একটা উত্তর দিতে হবে। নিজের বিষয়ে আপনি কী বলেন?’ তিনি বললেন, ‘নবী ইসাইয়া যেমন বলেছিলেন,

আমি এমন একজনের কণ্ঠস্বর
যে মরুপ্রান্তরে চিৎকার করে বলে,
প্রভুর জন্য পথ সরল কর।’

যাঁদের পাঠানো হয়েছিল, তাঁরা ফরিসি ছিলেন। তাঁরা আরও প্রশ্ন করে তাঁকে বললেন, ‘আপনি যদি খ্রীষ্ট নন, এলিয় বা সেই নবীও নন, তবে কেন দীক্ষাস্নান সম্পাদন করেন?’ উত্তরে যোহন তাঁদের বললেন, ‘আমি জলে দীক্ষাস্নান সম্পাদন করি, কিন্তু আপনাদের মধ্যে এমন একজন আছেন যাঁকে আপনারা জানেন না, যিনি আমার পরেই আসছেন। আমি তাঁর জুতোর বাঁধন খুলবার যোগ্য নই।’ এই সমস্ত ঘটেছিল যর্দন নদীর ওপারে, বেথানিয়াতে; সেইখানে যোহন দীক্ষাস্নান সম্পাদন করতেন।

দৈত্জের মঠাধ্যক্ষ রুপার্ট-লিখিত ‘পবিত্র আত্মার কাজ’ ৩য় পুস্তক

তোমাদের মাঝে এমন একজন আছেন, তোমরা যাঁকে জান না

যোহনের দীক্ষাস্নান দাসেরই দীক্ষাস্নান, খ্রীষ্টের দীক্ষাস্নান প্রভুরই দীক্ষাস্নান। প্রথমটা মনপরিবর্তনের উদ্দেশে, দ্বিতীয়টা পাপের ক্ষমার উদ্দেশে।

খ্রীষ্ট যোহনের দীক্ষাস্নানে প্রকাশিত হলেন, কিন্তু তাঁর আপন দীক্ষাস্নানে তথা যন্ত্রণাভোগেই গৌরবান্বিত হলেন। বস্তুত যোহন নিজ দীক্ষাস্নানের বিষয়ে বলেন, *আমি তাঁকে জানতাম না, কিন্তু ইস্রায়েলের কাছে তিনি যেন প্রকাশিত হন, এজন্যই আমি এসে জলে দীক্ষাস্নান সম্পাদন করি।*

কিন্তু যোহন দ্বারা আগে থেকে দীক্ষাস্নাত হয়েও খ্রীষ্ট বলেন, *এমন দীক্ষাস্নান আছে, যে-দীক্ষাস্নানে আমাকে দীক্ষিত হতে হবে, আর তা সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত আমার কী সঙ্কোচ!* যোহনের দীক্ষাস্নান জনগণকে খ্রীষ্টের দীক্ষাস্নানের জন্য প্রস্তুত করছিল; আর খ্রীষ্টের দীক্ষাস্নান জনগণের জন্য ঈশ্বরের রাজ্য খুলে দিল।

যোহন যাদের আপন দীক্ষাস্নানে দীক্ষিত করতেন, তাদের সনির্বন্ধ আবেদন জানাতেন তারা যেন সেই গুরুকে বিশ্বাস করে, তাঁর পরে যাঁর আসার কথা ছিল; তাদের মধ্যে যারা খ্রীষ্টের যন্ত্রণাভোগের আগে মরল, তাঁর মৃত্যুতে তারা অবশ্যই তাদের যত গুরুতর পাপ থেকে পরিশুদ্ধ হয়ে তাঁর সঙ্গে স্বর্গধামে প্রবেশ করল ও তাঁর সঙ্গে ঈশ্বরের রাজ্য দেখতে পেল।

কিন্তু যারা মনে মনে ঐশপরিকল্পনা অবজ্ঞা ক’রে যোহনের দীক্ষাস্নানে দীক্ষিত না হয়ে খ্রীষ্ট যন্ত্রণাভোগে দীক্ষিত হবার আগে ইহলোক ত্যাগ করেছিল, তাদের পক্ষে পরিচ্ছেদন-ব্যবস্থায় কোন উপকার হয়নি, খ্রীষ্টের যন্ত্রণাভোগেও কোন উপকার হয়নি ও পাতাল থেকেও তাদের বের করা হয়নি, কেননা তারা সেই লোকদেরই নয় যাদের বিষয়ে খ্রীষ্ট বলেছিলেন, *তাদেরই খাতিরে আমি নিজেকে পবিত্রীকৃত করছি।*

তবু একথা জানা উচিত, যোহন দ্বারা দীক্ষিত সেই সকল মানুষ যারা যীশুর গৌরবপ্রকাশের পরেই শুভসংবাদ প্রচারিত হওয়ার সময়ে জীবনযাপন করল, তারা খ্রীষ্টকে গ্রহণ না করলে ও তাঁর দ্বারা দীক্ষাস্নাত হওয়া প্রয়োজন মনে না করলে তাদের পক্ষে যোহনের দীক্ষাস্নানে কোন উপকার

হয়নি।

এসব কিছু জেনে প্রেরিতদূত পল *কয়েকটি শিষ্যকে পেয়ে তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, বিশ্বাসী হওয়ার সময়ে তোমরা কি পবিত্র আত্মাকে পেয়েছিলে?* আবার তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, *তোমরা কিসে দীক্ষাস্নাত হয়েছিলে?* তিনি বলতে চাচ্ছিলেন, পবিত্র আত্মা যে আছেন, তোমরা একথা শুনেছ কিনা। 'যোহনের দীক্ষাস্নানে' তাদের এ উত্তরে পল বললেন, *যোহন মনপরিবর্তনেরই দীক্ষাস্নানে দীক্ষাস্নান সম্পাদন করতেন; কিন্তু লোকদের বলতেন, যিনি তাঁর পরে আসবেন, তাঁতেই, অর্থাৎ যীশুতেই তাদের বিশ্বাস করতে হবে। একথা শুনে তারা প্রভু যীশু-নামের উদ্দেশে দীক্ষাস্নাত হল। আর পল তাদের উপর হাত রাখলেই পবিত্র আত্মা তাদের উপর নেমে এলেন।*

পবিত্র আত্মা যে আছেন, যে-দীক্ষাস্নান একথা পর্যন্তও উল্লেখ করত না, প্রভুর দীক্ষাস্নানের তুলনায় দাসের সেই দীক্ষাস্নান কত কমই না গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কেননা প্রভুর দীক্ষাস্নান পবিত্র আত্মাকে বাদ না দিয়ে পিতা ও পুত্রের নামে সম্পাদন করা হয়, এবং এ দীক্ষাস্নানে পাপের ক্ষমার জন্য পবিত্র আত্মাকে দান করা হয়।

গ বর্ষ - লুক ৩:১০-১৮

সেসময় লোকেরা যোহনকে জিজ্ঞাসা করত, 'তাহলে আমাদের কী করতে হবে?' তখন তিনি উত্তরে তাদের বলতেন, 'যার দু'টো জামা আছে, সে, যার নেই, তার সঙ্গে সহভাগিতা করুক; আর যার খাবার আছে, সেও তেমনি করুক।' দীক্ষাস্নাত হবার জন্য কর-আদায়কারীরাও এল; তাঁকে বলল, 'গুরু, আমাদের কী করতে হবে?' তিনি তাদের বললেন, 'যে কর ধার্য আছে, তার বেশি আদায় করো না।' সৈন্যরাও তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'আর আমরা? আমাদের কী করতে হবে?' তিনি তাদের বললেন, 'বলপ্রয়োগে কিছু দাবি করো না, অন্যায়ভাবে কিছু আদায়ও করো না, কিন্তু তোমাদের মাইনে নিয়ে সন্তুষ্ট থাক।'

আর যেহেতু জনগণ প্রতীক্ষায় ছিল, ও যোহনের বিষয়ে সকলে মনে মনে ভাবছিল তিনিই সেই খ্রীষ্ট কিনা, সেজন্য যোহন সকলকে উদ্দেশ করে বললেন, 'আমি তোমাদের জলে দীক্ষাস্নাত করি বটে, কিন্তু এমন একজন আসছেন, যিনি আমার চেয়ে শক্তিশালী; আমি তাঁর জুতোর বাঁধন খুলবার যোগ্য নই; তিনি পবিত্র আত্মা ও আগুনেই তোমাদের দীক্ষাস্নাত করবেন। তাঁর কুলা তাঁর হাতে রয়েছে: তিনি নিজ খামার পরিষ্কার করবেন, ও গম নিজের গোলায় সংগ্রহ করবেন, কিন্তু তুষ অনির্বাণ আগুনে পুড়িয়ে দেবেন।' এবং আরও অনেক উপদেশ দিয়ে তিনি জনগণের কাছে শুভসংবাদ প্রচার করতেন।

লুক-রচিত সুসমাচারে অরিজেনের উপদেশাবলি **উপদেশ ২৬:৩-৫**

এমন এক মজবুত বাড়ি হতে হবে
যা কোন ঝড় উল্টিয়ে ফেলতে পারে না

যীশুর দীক্ষাস্নান এমন যা *পবিত্র আত্মা ও আগুনেই* সাধিত দীক্ষাস্নান। তুমি পুণ্যবান হলে পবিত্র আত্মায় দীক্ষিত হবে; পাপী হলে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে; একই দীক্ষাস্নান অযোগ্য পাপীদের জন্য দন্ড ও আগুন হবে, কিন্তু যারা পূর্ণ বিশ্বাসে প্রভুর দিকে মন ফেরায়, সেই পুণ্যবানেরা পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ ও পরিত্রাণ লাভ করবে।

এখন, *যিনি তোমাদের পবিত্র আত্মা ও আগুনেই দীক্ষাস্নাত করবেন, তাঁর হাতে কুলা আছে: তিনি নিজ খামার পরিষ্কার করবেন, ও গম নিজের গোলায় সংগ্রহ করবেন, কিন্তু তুষ অনির্বাণ*

আগুনে পুড়িয়ে দেবেন। আমি আবিষ্কার করতে চাই, কোন্ উদ্দেশ্যে প্রভুর হাতে কুলা রয়েছে ও যখন গম ভারী হওয়ায় সবসময় একই স্থানে পড়ে, তখন কোন্ বাতাসে হালকা তুষগুলো এদিক ওদিক তাড়িত হয়; বস্তুত বাতাস বিনা গম তুষগুলো থেকে বাছাই করা যায় না। আমি মনে করি, বাতাস বলতে সেই সমস্ত প্রলোভন বুঝতে হবে, যেগুলো বিশ্বাসীদের এলোমেলো সংখ্যার মধ্যে প্রমাণিত করে কে কে তুষ ও কে কে গম; কেননা তোমার আত্মা যখন কোন প্রলোভন দ্বারা নিজেকে প্রভাবান্বিত হতে দিয়েছে, তখন এর কারণ এ নয় যে প্রলোভনটা তোমাকে তুষে পরিণত করেছে, বরং তুমি তুষ ছিলে বিধায়, অর্থাৎ তুমি হালকা ও অবিশ্বাসী ছিলে বিধায় প্রলোভন তোমার গোপন প্রকৃতি প্রকাশ করেছে। অপর পক্ষে তুমি যখন সাহসের সঙ্গে প্রলোভন আক্রমণ কর, তখন প্রলোভন যে তোমাকে বিশ্বস্ত ও সহিষ্ণু করে এমন নয়, বরং প্রলোভন স্পষ্ট করে তোলে সেই সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তার গুণ যা তোমার অন্তরে ছিল, কিন্তু গুপ্ত অবস্থায়। প্রভু বলছেন, তুমি কি মনে কর, তোমার কাছে কথা বলায় তোমার ধর্মময়তা প্রকাশ করা ছাড়া আমার অন্য উদ্দেশ্য ছিল? অন্যত্র তিনি বলে চলেন, *অন্তরে তোমার যা ছিল, তা প্রকাশ করতেই আমি তোমাকে নমিত করেছি, তোমাকে পরীক্ষিত করেছি।*

একই অর্থে, ঝড় বালির উপরে গড়া বাড়ি সোজা রাখে না; তুমি যদি চাও, বাড়ি টিকে থাকবে, শৈলের উপরেই তা গেঁথে তোল। একবার অবাধে বইতে লাগলে ঝড় শৈলের উপরে গড়া বাড়ি উল্টিয়ে ফেলতে পারবে না; কিন্তু বালিতে যা যা টলমল, ঝড় সেই বাড়ির ভিত যে কত দুর্বল, তা প্রকাশ করবে।

একারণে এসো, ঝড় ও দমকা বাতাস অবাধে বইবার আগে ও বন্যা আসার আগে, সবকিছু নিস্তব্ধ থাকতেই, বাড়ির ভিতের দিকে সযত্নে মন দিই, আমাদের বাড়িটাকে ঈশ্বরের আজ্ঞাবলির বহুবিধ ও শক্ত শৈল দিয়ে গেঁথে তুলি; তবেই যখন হিংস্রতম নির্যাতন দেখা দেবে, যখন দুর্ঘটনার ঝড় খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে অবাধে বইতে লাগবে, তখন আমরা দেখাতে পারব, আমাদের বাড়ি সেই শৈলের উপরেই স্থাপিত যা স্বয়ং খ্রীষ্টযীশু। কিন্তু যে কেউ তাঁকে অস্বীকার করবে—তেমন সর্বনাশ আমাদের কাছ থেকে দূরেই থাকুক!—সে জেনে নিক, লোকে যে মুহূর্তে তাকে খ্রীষ্টকে অস্বীকার করতে দেখবে তখনই যে সে তাঁকে অস্বীকার করবে এমন নয়, সে বরং বিশ্বাসঘাতকতার প্রাচীন মূলকাণ্ড ও শিকড় আগে থেকেই অন্তরে বহন করে আসছিল: সেই মুহূর্তে তা-ই প্রকাশ পেল ও তা-ই দিনের আলোয় ভেসে উঠল যা আগেও তার অন্তরে ছিল।

সুতরাং এসো, প্রভুর কাছে যাচনা করি, আমরা যেন এমন মজবুত বাড়ি হতে পারি যা কোন ঝড় উল্টিয়ে ফেলতে পারবে না, এমন বাড়ি যা সেই শৈলের উপরেই স্থাপিত যে শৈল হল আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট, *যাঁরই গৌরব ও পরাক্রম যুগে যুগান্তরে। আমেন।*

৪র্থ রবিবার

ক বর্ষ - মথি ১:১৮-২৪

যীশুখ্রীষ্টের জন্ম এভাবে হয়: তাঁর মা মারীয়া যোসেফের প্রতি বাগ্‌দত্তা হলে তাঁরা একসঙ্গে থাকার আগে দেখা গেল, তিনি গর্ভবতী—পবিত্র আত্মার প্রভাবে। তাঁর স্বামী যোসেফ যেহেতু ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন, আবার তাঁকে প্রকাশ্যে নিন্দার পাত্র করতে অনিচ্ছুক ছিলেন বিধায় তাঁকে গোপনেই ত্যাগ করার সঙ্কল্প

নিলেন। তিনি এ সমস্ত ভাবছেন, এমন সময় দেখ, প্রভুর দূত স্বপ্নে তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন, 'দাউদসন্তান যোসেফ, তোমার স্ত্রী মারীয়াকে গ্রহণ করে নিতে ভয় করো না, কেননা তার গর্ভে যা জন্মেছে, তা পবিত্র আত্মার প্রভাবেই হয়েছে; সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে আর তুমি তাঁর নাম যীশু রাখবে, কারণ তিনিই নিজ জনগণকে তাদের পাপ থেকে ত্রাণ করবেন।' এই সমস্ত ঘটল যেন নবীর মধ্য দিয়ে উচ্চারিত প্রভুর এই বচন পূর্ণ হয়:

দেখ, কুমারীটি গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে,
আর লোকে তাঁকে ইম্মানুয়েল বলে ডাকবে,

নামটির অর্থ হল, আমাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর। যোসেফ ঘুম থেকে জেগে উঠে, প্রভুর দূত তাঁকে যেমন আদেশ করেছিলেন, সেইমত করলেন: তিনি নিজ স্ত্রীকে গ্রহণ করে নিলেন। ইনি পুত্রকে প্রসব করার আগে তাঁর সঙ্গে যোসেফের কখনও মিলন হয়নি; তিনি তাঁর নাম যীশু রাখলেন।

মাননীয় সাধু বীডের উপদেশাবলি **জন্মোৎসবের পূর্বদিন, উপদেশ ৫**

গভীর ও মহা রহস্য

সুসমাচার-রচয়িতা মথি স্বল্প কথায় অথচ পূর্ণ সত্যের সঙ্গেই বর্ণনা করেন আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা সেই যীশুখ্রীষ্টের জন্ম-কাহিনী, যিনি সর্বযুগের আগে ঈশ্বরের সনাতন পুত্র হয়ে আব্রাহাম থেকে মারীয়ার স্বামী যোসেফ পর্যন্ত পিতৃগণের বংশধারা থেকে উদ্ভূত হয়ে মানবকালের মধ্যে মানবপুত্র রূপে আবির্ভূত হলেন। আর সবদিক দিয়ে এ সমুচিত ছিল যে, যিনি মানুষের প্রতি ভালবাসার খাতিরে মানুষ হতে অভিপ্রেত ছিলেন, সেই ঈশ্বর কুমারী-গর্ভে ছাড়া জন্ম নেবেন না, কেননা একটি কুমারী ঈশ্বরের পুত্রকে ছাড়া অন্যকে জীবন দান করবেন, তা হতে পারত না।

দেখ, কুমারীটি গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে, তাঁর নাম রাখবে ইম্মানুয়েল, যার অর্থ আমাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর।

'আমাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর' এই যে নামে নবী ত্রাণকর্তাকে অভিহিত করেন, সেই নাম ঈশ্বরপুত্রের অনন্য ব্যক্তিত্বে খ্রীষ্টের দু'টো স্বরূপ নির্দেশ করে। কালের আগে পিতা থেকে জাত হয়ে তিনি কালের পূর্ণতায় জননীর গর্ভে হলেন ইম্মানুয়েল, অর্থাৎ আমাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর; যখন *বাণী হলেন মাংস ও আমাদের মাঝে বাস করলেন,* তখন তিনি আপন স্বরূপের ঐক্যে আমাদের ভঙ্গুর স্বরূপ ধারণ করতে প্রসন্ন হলেন, অর্থাৎ তিনি যা ছিলেন তা হওয়া বন্ধ না করে, নিজের স্বরূপে বঞ্চিত না হওয়ার জন্য আমাদের স্বরূপ ধারণ ক'রে, আমরা যা আছি, তিনি অপরূপভাবে তা-ই হতে লাগলেন।

মারীয়া তাঁর প্রথমজাত পুত্রকে অর্থাৎ তাঁর আপন গর্ভের পুত্রকে জন্ম দিলেন; যিনি সৃষ্টির আগে ঈশ্বরসঞ্জাত-ঈশ্বর ছিলেন ও আপন সৃষ্ট মানবতায় সমস্ত সৃষ্টজীবদের ঊর্ধ্বে ছিলেন, মারীয়া তাঁকেই জন্ম দিলেন; *এবং তাঁর নাম রাখলেন যীশু।*

সুতরাং যীশু নাম হল কুমারীর পুত্রের নাম, সেই যে নাম দূতের সংবাদে উল্লিখিত হয়েছিল যাতে প্রকাশ পেতে পারত যে তিনি পাপ থেকে আপন জনগণকে পরিত্রাণ করবেন। যিনি পাপ থেকে ত্রাণ করেন, তিনি আত্মায় ও দেহে যত পাপসূচিত বিশৃঙ্খলা থেকেও ত্রাণ করবেন।

খ্রীষ্ট শব্দটা যাজকীয় বা রাজকীয় মর্যাদা নির্দেশ করে। বিধানে 'খ্রীস্মা' শব্দ থেকে যাজকদের ও রাজাদের 'খ্রীষ্ট' বলা হত, আর খ্রীস্মা শব্দের অর্থ পবিত্র তেলে অভিষেক: তাঁরা তাঁরই পূর্বচিহ্ন ছিলেন, জগতে সত্যকার রাজা ও মহাযাজক রূপে আবির্ভূত হয়ে *যিনি তাঁর সমকক্ষদের চেয়ে*

আনন্দ-তেলে অভিষিক্ত হলেন।

এ অভিষেক থেকে, অর্থাৎ খ্রীষ্মা থেকে খ্রীষ্ট শব্দ উদ্ভূত; আর যারা তাঁর অভিষেকের অংশীদার, অর্থাৎ তাঁর আত্মিক অনুগ্রহের অংশীদার, তাদের খ্রীষ্টান বলে।

পরিত্রাতা হওয়ায় আমাদের প্রভু সেই যীশুখ্রীষ্ট প্রসন্ন হয়ে পাপ থেকে আমাদের ত্রাণ করুন; মহাযাজক হওয়ায় তিনি পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের পুনর্মিলিত করুন; রাজা হওয়ায় তিনি আমাদের তাঁর পিতার শাশ্বত রাজ্য দান করুন, তিনি যে পিতা ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে বিশ্বরাজ ও জীবনেশ্বর রূপে যুগে যুগে বিরাজমান। আমেন।

খ বর্ষ - লুক ১:২৬-৩৮

ষষ্ঠ মাসে গাব্রিয়েল দূত ঈশ্বর দ্বারা গালিলেয়ার নাজারেথ নামে শহরে এমন একজন যুবতী কুমারীর কাছে প্রেরিত হলেন, যিনি দাউদকুলের যোসেফ বলে পরিচিত একজন পুরুষের বাগ্‌দত্তা বধূ ছিলেন—কুমারীটির নাম মারীয়া। প্রবেশ করে দূত তাঁর দিকে এগিয়ে এসে বললেন, 'আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা! প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।' এই কথায় তিনি অধিক বিচলিতা হলেন, ও ভাবতে লাগলেন তেমন অভিবাদনের অর্থ কী! কিন্তু দূত তাঁকে বললেন, 'ভয় করো না, মারীয়া; তুমি তো ঈশ্বরের কাছে অনুগ্রহই পেয়েছ। দেখ, গর্ভধারণ করে তুমি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে, ও তাঁর নাম যীশু রাখবে। তিনি মহান হবেন, ও পরাৎপরের পুত্র বলে অভিহিত হবেন; এবং প্রভু ঈশ্বর তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের সিংহাসন তাঁকে দান করবেন; তিনি যাকোবকুলের উপর চিরকাল রাজত্ব করবেন, ও তাঁর রাজ্য হবে অন্তহীন।' মারীয়া দূতকে বললেন, 'এ কেমন করে হতে পারবে, যখন আমি কোন পুরুষকে জানি না?' উত্তরে দূত তাঁকে বললেন, 'পবিত্র আত্মা তোমার উপরে নেমে আসবেন, এবং পরাৎপরের পরাক্রম তোমার উপর নিজের ছায়া বিস্তার করবে; আর এজন্য যাঁর জন্ম হবে, তিনি পবিত্র হবেন ও ঈশ্বরের পুত্র বলে অভিহিত হবেন। আর দেখ, তোমার আত্মীয়া এলিজাবেথ, সেও বৃদ্ধ বয়সে একটি পুত্রকে গর্ভে ধারণ করেছে; লোকে যাকে বন্ধ্যা বলে ডাকত, তার ছ'মাস চলছে; কারণ ঈশ্বরের পক্ষে অসাধ্য কিছুই নেই।' মারীয়া বললেন, 'এই যে! আমি প্রভুর দাসী; আপনি যা বলেছেন, আমার তা-ই হোক।' তখন দূত তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

মাননীয় সাধু বীডের উপদেশাবলি **আগমনকাল, উপদেশ ৩**

গর্ভধারণ ক'রে তুমি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে

প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, আজকের পবিত্র সুসমাচার পাঠ আমাদের কাছে আমাদের মুক্তির সূত্রপাত স্মরণ করিয়ে দেয়, যখন ঈশ্বর, আমরা যেন পুরাতন মানুষের ক্ষয়শীলতা থেকে মুক্ত হয়ে ও নবমানুষ হয়ে উঠে ঈশ্বরের সন্তানদের মধ্যে পরিগণিত হতে পারি, কুমারীর কাছে মানবস্বরূপে আপন পুত্রের নবজন্মের সংবাদ দিতে স্বর্গ থেকে দূত প্রেরণ করলেন। সুতরাং, প্রতিশ্রুত পরিত্রাণের দানগুলো পাবার যোগ্য হবার জন্য, এসো, এ সূত্রপাতের কথা মনোযোগের সঙ্গে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করি।

গাব্রিয়েল দূত ঈশ্বর দ্বারা গালিলেয়ার নাজারেথ নামে শহরে এমন একজন যুবতী কুমারীর কাছে প্রেরিত হলেন, যিনি দাউদকুলের যোসেফ বলে পরিচিত একজন পুরুষের বাগ্‌দত্তা বধূ ছিলেন—কুমারীটির নাম ছিল মারীয়া। দাউদ-বংশ বিষয়ে যা বলা হয়, তা যোসেফকে শুধু নয়, মারীয়াকেও লক্ষ করে, কেননা বিধান অনুসারে পুরুষ আপন বংশ বা গোষ্ঠীর মধ্য থেকেই বধূ

বেছে নেবার কথা, যেমনটি প্রেরিতদূতও তিমথির কাছে পত্র লিখে সপ্রমাণ করে বলেন, *মনে রেখ যে দাউদের বংশধর যীশুখ্রীষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন—আমার [প্রচারিত] সুসমাচার অনুসারে।* অতএব প্রভু সত্যিই দাউদ-বংশের মানুষ, কেননা তাঁর কুমারী জননী বাস্তবেই দাউদ-বংশ থেকে উদ্গত।

তাঁর ঘরে ঢুকে দূত বললেন, *ভয় করো না, মারীয়া; তুমি তো ঈশ্বরের কাছে অনুগ্রহই পেয়েছ। দেখ, গর্ভধারণ করে তুমি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে, ও তাঁর নাম যীশু রাখবে। তিনি মহান হবেন, ও পরাৎপরের পুত্র বলে অভিহিত হবেন; এবং প্রভু ঈশ্বর তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের সিংহাসন তাঁকে দান করবেন।* দাউদের সিংহাসন বলতে সেই ইস্রায়েল জাতির রাজ্য বোঝায়, যা একসময় দাউদ ঈশ্বরের আদেশে ও সহায়তায় বিশ্বস্ততা ও আত্মনিয়োগের সঙ্গে শাসন করেছিলেন। প্রভু আমাদের মুক্তিসাধককে তখনই তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের সিংহাসন দিলেন, যখন তিনি দাউদ-বংশের মধ্য থেকে তাঁর দেহধারণ নিরূপণ করেছিলেন, দাউদ যে জনগণকে লৌকিক কর্তৃত্বে শাসন করেছিলেন, তিনি যেন আত্মিক অনুগ্রহেই সেই জনগণকে শাশ্বত রাজ্যে চালিত করেন, প্রেরিতদূত যেমনটি বলেন, *তিনি অন্ধকারের কর্তৃত্ব থেকে আমাদের নিস্তার করে তাঁর সেই প্রিয়তম পুত্রের রাজ্যে স্থানান্তর করেছেন।* যাকোবকুল বলতে সেই গোটা মণ্ডলী বোঝায়, যা খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস ও যোগদানের গুণে কুলপতিদের অধিকারের অংশীদার—কুলপতিদের বংশধরদের বেলায়ও অংশীদার ও তাদেরই বেলায়ও অংশীদার, যারা অন্য দেশগুলি থেকে আগত বলে দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টে নবজন্ম লাভ করেছে। এ কুলে তিনি সর্বদাই রাজত্ব করবেন, *আর তাঁর রাজ্য হবে অন্তহীন।* তিনি তেমন মণ্ডলীতে বর্তমানকালে রাজত্ব করেন, কেননা পুণ্যজনদের অন্তরে বাস ক'রে বিশ্বাস ও তাঁর ভালবাসা গুণে তাদের হৃদয় সুস্থির করেন, এবং নিত্য সহায়তা গুণে শাশ্বত পুরস্কারের দানগুলি পাবার যোগ্যতায় তাদের চালিত করেন। তিনি আবার ভাবী জীবনেও সেখানে রাজত্ব করেন, যথা, এ মর্ত-প্রবাসের সমাপ্তিতে তিনি সেই স্বর্গীয় মাতৃভূমিতে তাদের চালিত করেন যেখানে তাঁর নিত্য উপস্থিতি দর্শনে আবদ্ধ হয়ে তারা তাঁর প্রশংসাগানেই রত থাকা ব্যতীত অন্য কিছু না ক'রেও খুশি।

গ বর্ষ - লুক ১:৩৯-৪৫

> সেসময়ে মারীয়া সঙ্গে সঙ্গে রওনা হয়ে পার্বত্য অঞ্চলে যুদার একটা শহরের দিকে যত শীঘ্রই যাত্রা করলেন।
>
> জাখারিয়ার বাড়িতে প্রবেশ করে এলিজাবেথকে অভিবাদন জানালেন। তখন এমনটি ঘটল যে, এলিজাবেথ মারীয়ার অভিবাদন শোনামাত্র তাঁর গর্ভে শিশুটি লাফিয়ে উঠল; এলিজাবেথ পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হলেন ও উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'নারীকুলে তুমি ধন্যা, এবং ধন্য তোমার গর্ভফল। আমি কে যে আমার প্রভুর মা আমার কাছে আসবে? দেখ, তোমার অভিবাদন আমার কানে ধ্বনিত হওয়ামাত্র শিশুটি আমার গর্ভে আনন্দে লাফিয়ে উঠল; আহা, সুখী সেই জন যে বিশ্বাস করেছে! কারণ প্রভু দ্বারা তাকে যা বলা হয়েছে, তা সিদ্ধিলাভ করবে।'

মঠাধ্যক্ষ ধন্য গেরিকের উপদেশাবলি **আগমনকাল, উপদেশ ২**

এই দেখ, রাজা আসছেন!

এই দেখ! রাজা আসছেন; এসো, আমাদের ত্রাণকর্তাকে বরণ করতে ছুটে যাই! সলোমন

ঠিকই বলেন, *পিপাসিত লোকের পক্ষে যেমন ঠান্ডা জল, তেমনি দূরদেশ থেকে পাওয়া শুভসংবাদ।* সেটাই শুভসংবাদ, যেটা ত্রাণকর্তার আগমন, জগতের পুনর্মিলন ও ভাবী জীবনের দানগুলির সংবাদ দেয়। ঈশ্বরের জন্য পিপাসিত আত্মার জন্য তেমন সংবাদ হল আরামদায়ী জল, ত্রাণদায়ী প্রজ্ঞার পানীয়: আর সত্যিই, যে কেউ কাউকে ত্রাণকর্তার আগমন বা অন্য রহস্যের সংবাদ দেয়, সে তার জন্য *জল তুলে আনে পরিত্রাতার উৎসধারা থেকে* আর সেই জল তাকে পান করতে দেয়। আর যে আত্মা ইসাইয়া বা অন্য কোন নবীর কাছ থেকে সংবাদ পেয়েছে, মনে হয় সে যেন এলিজাবেথের কথা দিয়ে উত্তর দেয়: আমার এমন সৌভাগ্য হল কী করে যে আমার প্রভু আমার কাছে আসবেন? দেখ, তোমার অভিবাদনের সুর আমার কানে আসা মাত্র, আপন ত্রাণকর্তাকে বরণ করতে ছুটে যাওয়ার ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষায় আমার প্রাণ উল্লাসে মেতে উঠল।

অতএব আমাদের প্রাণ উজ্জ্বল আনন্দে জেগে উঠুক, আপন ত্রাণকর্তাকে বরণ করতে ছুটে যাক: তিনি দূর থেকে আগমন করতেই সে তাঁকে আরাধনা করুক, আনন্দচিৎকারে তাঁকে প্রণাম করুক: এসো, প্রভু, *আমাকে ত্রাণ কর আর আমি ত্রাণ পাব;* এসো, *তোমার শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তোল, আর আমরা পাব পরিত্রাণ। আমরা তোমাতে আশা রাখি: সঙ্কটকালে হও তুমি আমাদের পরিত্রাণ।* এইভাবে নবীরা ও পুণ্যজনেরা আকাঙ্ক্ষায় ও ভালবাসায় আসন্ন খ্রীষ্টকে বরণ করতে বহুদিন আগে ছুটে যেতেন; তাঁদের গভীর বাসনা, আত্মায় যাঁর পূর্বদর্শন পাচ্ছিলেন, সম্ভব হলে তাঁরা স্বচক্ষেই তাঁকে দেখবেন। মনে হয় শাস্ত্র আমাদের কাছে এমন আনন্দ প্রত্যাশা করে, যার ফলে আমাদের প্রাণও নিজের ঊর্ধ্বেই নিজেকে উন্নীত ক'রে আসন্ন খ্রীষ্টকে কোন প্রকারে বরণ করতে আকাঙ্ক্ষা করবে, বাসনায় নিজেকে প্রসারিত করবে, ও কোন বিলম্ব না মেনে অঙ্গীকৃত ঘটনা আগেই দেখতে আপ্রাণ চেষ্টা করবে। আমি মনে করি, তাঁকে বরণ করার জন্য শাস্ত্রের বহু বাণীর আবেদন তাঁর দ্বিতীয় আগমন শুধু নয়, তাঁর প্রথম আগমনও নির্দেশ করে। কী করে? তাঁর দ্বিতীয় আগমনে যেমন আমরা উল্লাসের সঙ্গে, এমনকি আমাদের এ দেহেরই পদক্ষেপেও তাঁকে বরণ করতে যাব, তেমনি তাঁর প্রথম আগমনে হৃদয়েরই ভালবাসা ও উল্লাসের সঙ্গে আমাদের তাঁকে বরণ করতে যেতে হবে।

আর সত্যিই, প্রথম ও চরম আগমনের মধ্যে এই যে বর্তমানকাল রয়েছে, এই যে বর্তমানকাল আমাদের প্রথম আগমনের অনুরূপ করে ও চরমটার জন্য আমাদের প্রস্তুত করে, এই বর্তমানকালে প্রতিটি আত্মায় প্রভুর তেমন আগমন ততখানি বাস্তব, যোগ্যতা ও ভালবাসা যতখানি গভীর। তিনি এখন আমাদের অন্তরে আগমন করেন যেন তাঁর প্রথম আগমন আমাদের পক্ষে বৃথা না হয় ও তাঁর দ্বিতীয় আগমনে তাঁকে যেন আমাদের বিরুদ্ধে ক্রোধান্বিত হয়ে না ফিরতে হয়। আমাদের কাছে বারবার আগমন ক'রে তিনি আমাদের গর্বিত মনের পরিবর্তন ঘটিয়ে তা তাঁর আপন বিনম্রতার অনুরূপ করতে চান, সেই যে বিনম্রতা বিষয়ে তিনি প্রথমবার আগমন করায়ই আমাদের কাছে স্পষ্টভাবে প্রমাণ দিয়েছিলেন; আর তাই করেন, যাতে পরবর্তীতে তিনি *আমাদের দীন দেহকে রূপান্তরিত করতে পারেন ও তাঁর সেই গৌরবময় দেহেরই অনুরূপ করে তুলতে পারেন*—যে দেহ তিনি তাঁর পুনরাগমনেই আমাদের কাছে প্রকাশ করবেন।

ভ্রাতৃগণ, আমরা কিন্তু তেমন অপরূপ অভিজ্ঞতায় এখনও সান্ত্বনা পাইনি: আমরা যেন ধৈর্যের সঙ্গে প্রভুর আগমনের প্রতীক্ষায় থাকতে পারি, ইতিমধ্যে আমাদের সান্ত্বনা দিক এমন দৃঢ় বিশ্বাস

ও নির্মল বিবেক যা পলের সঙ্গে সানন্দে ও বিশ্বস্তভাবে বলতে পারে: *যাঁর উপর বিশ্বাস রেখেছি, তাঁকে জানি, আর এতে আমি নিশ্চিত যে, তাঁর হাতে যা গচ্ছিত রেখেছি, তিনি সেই দিন পর্যন্ত তা রক্ষা করতে সমর্থ,* অর্থাৎ *আমাদের মহান ঈশ্বর ও পরিত্রাতা সেই যীশুখ্রীষ্টেরই গৌরবপ্রকাশের দিনে,* যাঁর গৌরব হোক চিরকাল ধরে। আমেন।

জন্মোৎসবকাল

২৫শে ডিসেম্বর

প্রভুর জন্মোৎসব

পূর্বদিনে সুসমাচার - মথি ১:১-২৫

যীশুখ্রীষ্টের বংশাবলি-পুস্তক, যিনি দাউদসন্তান, আব্রাহামসন্তান।

আব্রাহাম ইসায়াকের পিতা, ইসায়াক যাকোবের পিতা, যাকোব যুদা ও তাঁর ভাইদের পিতা, যুদা পেরেস ও জেরাহ্‌র পিতা, যাঁদের মাতা তামার, পেরেস হেস্রোনের পিতা, হেস্রোন আরামের পিতা, আরাম আম্মিনাদাবের পিতা, আম্মিনাদাব নাহসোনের পিতা, নাহসোন সালমোনের পিতা, সালমোন বোয়াজের পিতা, যাঁর মাতা রাহাব, বোয়াজ ওবেদের পিতা, যাঁর মাতা রুথ, ওবেদ যেসের পিতা, যেসে দাউদ রাজার পিতা।

দাউদ সলোমনের পিতা, যাঁর মাতা উরিয়ার আগেকার স্ত্রী, সলোমন রেহোবোয়ামের পিতা, রেহোবোয়াম আবিয়ার পিতা, আবিয়া আসার পিতা, আসা যোসাফাতের পিতা, যোসাফাৎ যোরামের পিতা, যোরাম উজ্জিয়ার পিতা,

উজ্জিয়া যোথামের পিতা, যোথাম আহাজের পিতা, আহাজ হেজেকিয়ার পিতা, হেজেকিয়া মানাসের পিতা, মানাসে আমোনের পিতা, আমোন যোসিয়ার পিতা, যোসিয়া যেকোনিয়া ও তাঁর ভাইদের পিতা। সেসময়ে বাবিলনে নির্বাসন ঘটে।

বাবিলনে নির্বাসনের পরে: যেকোনিয়া শেয়াল্টিয়েলের পিতা, শেয়াল্টিয়েল জেরুব্বাবেলের পিতা, জেরুব্বাবেল আবিয়ুদের পিতা, আবিয়ুদ এলিয়াকিমের পিতা, এলিয়াকিম আজোরের পিতা, আজোর সাদোকের পিতা, সাদোক আখিমের পিতা, আখিম এলিয়ুদের পিতা, এলিয়ুদ এলেয়াজারের পিতা, এলেয়াজার মাথানের পিতা, মাথান যাকোবের পিতা, যাকোব মারীয়ার স্বামী যোসেফের পিতা। এই মারীয়ার গর্ভে খ্রীষ্ট বলে অভিহিত যীশুর জন্ম হয়।

সুতরাং আব্রাহাম থেকে দাউদ পর্যন্ত সবসমেত চৌদ্দ পুরুষ, দাউদ থেকে বাবিলনে নির্বাসন পর্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ, এবং বাবিলনে নির্বাসন থেকে খ্রীষ্ট পর্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ।

যীশুখ্রীষ্টের জন্ম এভাবে হয়: তাঁর মা মারীয়া যোসেফের প্রতি বাগ্‌দত্তা হলে তাঁরা একসঙ্গে থাকার আগে দেখা গেল, তিনি গর্ভবতী—পবিত্র আত্মার প্রভাবে। তাঁর স্বামী যোসেফ যেহেতু ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন, আবার তাঁকে প্রকাশ্যে নিন্দার পাত্র করতে অনিচ্ছুক ছিলেন বিধায় তাঁকে গোপনেই ত্যাগ করার সঙ্কল্প নিলেন। তিনি এ সমস্ত ভাবছেন, এমন সময় দেখ, প্রভুর দূত স্বপ্নে তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন, 'দাউদসন্তান যোসেফ, তোমার স্ত্রী মারীয়াকে গ্রহণ করে নিতে ভয় করো না, কেননা তার গর্ভে যা জন্মেছে, তা পবিত্র আত্মার প্রভাবেই হয়েছে; সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে আর তুমি তাঁর নাম যীশু রাখবে, কারণ তিনিই নিজ জনগণকে তাদের পাপ থেকে ত্রাণ করবেন।' এই সমস্ত ঘটল যেন নবীর মধ্য দিয়ে উচ্চারিত প্রভুর এই বচন পূর্ণ হয়: দেখ, কুমারীটি গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে, আর লোকে তাঁকে ইম্মানুয়েল বলে ডাকবে, নামটির অর্থ হল, আমাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর। যোসেফ ঘুম থেকে জেগে উঠে, প্রভুর দূত তাঁকে যেমন আদেশ করেছিলেন, সেইমত করলেন: তিনি নিজ স্ত্রীকে গ্রহণ করে নিলেন। ইনি পুত্রকে প্রসব করার আগে তাঁর সঙ্গে যোসেফের কখনও মিলন হয়নি; তিনি তাঁর নাম যীশু রাখলেন।

সাধু পিতর খ্রীসোলগের উপদেশাবলি **উপদেশ ১৪৫**

এই দেখ, কুমারী গর্ভধারণ করবেন ও একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবেন, তাঁর নাম ইম্মানুয়েল রাখবেন

ভ্রাতৃগণ, ধন্য সুসমাচার-রচয়িতা খ্রীষ্টের জন্ম-রহস্য সম্বন্ধে যা বলেছেন, আমি আজ তোমাদের কাছে সেই বিষয়েই কথা বলব। তিনি বলেন, *যীশুখ্রীষ্টের জন্ম এভাবে হয়: তাঁর মা মারীয়া যোসেফের প্রতি বাগ্‌দত্তা হলে তাঁরা একসঙ্গে থাকার আগে দেখা গেল, তিনি গর্ভবতী—পবিত্র আত্মার প্রভাবে। তাঁর স্বামী যোসেফ যেহেতু ধর্মনিষ্ঠ মানুষ ছিলেন, আবার তাঁকে প্রকাশ্যে নিন্দার পাত্র করতে অনিচ্ছুক ছিলেন বিধায় তাঁকে গোপনেই ত্যাগ করার সঙ্কল্প নিলেন।* যোসেফ যখন বধূর গর্ভধারণ সম্বন্ধে কথা বলতে চাইলেন না, তখন তাঁকে কি ধর্মনিষ্ঠ বলা যায়? সদ্‌গুণের বেলায় একটা থেকে অন্যটাকে ছিন্ন করলে সেগুলি আর সদ্‌গুণ নয়: মমতা বিনা নিরপেক্ষতা থাকলে, তবে মানুষ নির্মম হয়, এবং দয়া বিনা ধর্মনিষ্ঠা হিংস্রতাই হয়। তাই যোসেফ সত্যিই ধর্মনিষ্ঠ হলেন, যেহেতু মমতাপূর্ণও হলেন, আবার তিনি মমতাপূর্ণ, যেহেতু ধর্মনিষ্ঠ। তিনি মমতাপূর্ণ হতে চাইলেন, ফলে নির্মম হলেন না; প্রসন্নতার সঙ্গেই বিচার করলেন বিধায় ধর্মনিষ্ঠা পালন করলেন; নিজেকে বিচারক করতে চাননি বিধায় বিচার থেকে বিরত থাকলেন। সেই ধর্মনিষ্ঠের প্রাণ ঘটনার নবীনতার আঘাতে জ্বলছিল: তিনি নিজের চোখের সামনে গর্ভবতী অথচ কুমারী কনেকে দেখছিলেন, এমন কনে যিনি পরমদানে শুধু নয় লজ্জাবোধেও পূর্ণা, গর্ভফলের জন্য উদ্বিগ্না তবু আপন শুচিতা সম্বন্ধে নিশ্চিত, মাতৃত্বে আর সেইসাথে কুমারীত্ব-সম্মানেও ভূষিতা।

তেমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে স্বামী আর কীবা করতে পারতেন? তাঁকে অবিশ্বস্ততার অভিযোগে অভিযুক্ত করবেন? কিন্তু তিনি নিজেই যে তাঁর নিরপরাধিতার সাক্ষী! তাঁর দোষ ঘোষণা করবেন? কিন্তু তিনি নিজেই যে তাঁর শুচিতার রক্ষক! ব্যভিচারের ভিত্তিতে তাঁকে ত্যাগ করবেন? কিন্তু তিনি নিজেই যে তাঁর কুমারী মর্যাদার সমর্থক! এসব কিছুর সম্মুখীন হয়ে তিনি কী করবেন? ঘটনাটির বিষয়ে কথা বলা যখন তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, নিজের মধ্যে তা গোপন রাখাও যখন সম্ভব নয়, তখন তিনি ভাবেন, তাঁকে ত্যাগ করব। তাঁকে ত্যাগ করার ব্যাপারে কোন মানুষের সঙ্গে আলোচনা করা সম্ভব নয় বিধায় তিনি কেবল ঈশ্বরের সঙ্গেই কথোপকথন করেন।

দাউদসন্তান যোসেফ, তোমার স্ত্রী মারীয়াকে গ্রহণ করে নিতে ভয় করো না, কেননা তার গর্ভে যা জন্মেছে, তা পবিত্র আত্মার প্রভাবেই হয়েছে; সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে আর তুমি তাঁর নাম যীশু রাখবে, কারণ তিনিই নিজ জনগণকে তাদের পাপ থেকে ত্রাণ করবেন। ভ্রাতৃগণ, একথা লক্ষ কর, যোসেফে দাউদের গোটা পুরুষ, কুল ও গোষ্ঠী প্রদর্শিত।

দাউদসন্তান যোসেফ—সাতাশ পুরুষ পর জন্মগ্রহণ ক'রে কোন্ কারণেই বা তাঁকে দাউদসন্তান বলে, একারণ ছাড়া যে যোসেফে একটি গোষ্ঠীর রহস্য উদ্ঘাটিত হয়, একটি প্রতিশ্রুতি পূর্ণতা লাভ করে, কুমারী-গর্ভে একটি ঐশশিশুর দিব্য গর্ভধারণ সিদ্ধি লাভ করে? দাউদের কাছে পিতা ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি একথায় ব্যক্ত করা হয়েছিল: *প্রভু দাউদের কাছে শপথ করলেন, ফিরিয়ে নেবেন না তাঁর সত্য কথা: তোমার ঔরসের এক ফল আমি তোমার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করব।* হ্যাঁ, সত্যিই তোমার ঔরসের ফল, তোমার গর্ভের ফল, কেননা সেই ঐশ অতিথি দেহের গণ্ডি দ্বারা নিজেকে সঙ্কুচিত হতে না দিয়েই স্বর্গ থেকে মাংস-আবাসে নেমে এলেন ও কুমারী-গর্ভ না খুলেই সেই দেহ থেকে বের হলেন; এভাবে পূর্ণতা লাভ করে সেই বাণী যা আমরা পরম গীতে পড়ি:

বোন আমার, কনে আমার, তুমি রুদ্ধ বাগান, তুমি রুদ্ধ জলাশয়, সীলমোহর-যুক্ত উৎস।

তাঁর গর্ভে যা জন্মেছে, তা পবিত্র আত্মার প্রভাবেই হয়েছে। একটি কুমারী গর্ভবতী হলেন, কিন্তু পবিত্র আত্মারই প্রভাবে; একটি কুমারী প্রসব করলেন, কিন্তু সেই একজনকে, যাঁর বিষয়ে ইসাইয়া পূর্বঘোষণা করেছিলেন, *এই দেখ, কুমারীটি গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে; সে তাঁর নাম ইম্মানুয়েল রাখবে;* নামটির অর্থ, আমাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর।

রাত্রে সুসমাচার - লুক ২:১-১৪

সেসময় আউগুস্তুস সীজারের একটা রাজাজ্ঞা জারি হল, যা অনুসারে সারা পৃথিবী জুড়ে লোকগণনা করা হবে। এই প্রথম লোকগণনা করা হয়েছিল যখন কুইরিনুস ছিলেন সিরিয়ার প্রদেশপাল। নাম লেখাবার জন্য সকলে নিজ নিজ শহরে গেল; তাই যোসেফও দাউদের কুল ও গোত্রের মানুষ হওয়ায় নিজের বাগ্‌দত্তা স্ত্রী মারীয়ার সঙ্গে নাম লেখাবার জন্য গালিলেয়ার নাজারেথ শহর থেকে যুদেয়ার সেই দাউদ-নগরীতে গেলেন যার নাম বেথলেহেম। মারীয়া তখন গর্ভবতী। তখন এমনটি ঘটল যে, তাঁরা সেখানে থাকতেই মারীয়ার প্রসবকাল পূর্ণ হল, আর তিনি নিজের প্রথমজাত পুত্রকে প্রসব করলেন। কাপড়ে জড়িয়ে তিনি তাঁকে একটা জাবপাত্রে শুইয়ে রাখলেন, কারণ সেই বাড়ির অতিথিশালায় তাঁদের জন্য স্থান ছিল না।

একই অঞ্চলে একদল রাখাল ছিল, যারা রাতের প্রহরে প্রহরে নিজ নিজ পাল পাহারা দিচ্ছিল। প্রভুর এক দূত তাদের কাছে এসে দাঁড়ালেন, এবং প্রভুর গৌরব তাদের চারপাশে ঘিরে রাখল। তারা ভীষণ ভয় পেল, কিন্তু সেই দূত তাদের বললেন, 'ভয় করো না, কেননা দেখ, আমি তোমাদের এমন মহা আনন্দের শুভসংবাদ জানাচ্ছি, যে আনন্দ সমস্ত জনগণেরই হবে: আজ দাউদ-নগরীতে তোমাদের জন্য এক ত্রাণকর্তা জন্মেছেন—তিনি খ্রীষ্ট প্রভু। তোমাদের জন্য চিহ্ন এ, তোমরা কাপড়ে জড়ানো ও জাবপাত্রে শোয়ানো একটি শিশুকে পাবে।' আর হঠাৎ ওই দূতের সঙ্গে স্বর্গীয় এক বিশাল দূতবাহিনী আবির্ভূত হয়ে এই বলে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে লাগল, 'ঊর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের গৌরব, ইহলোকে তাঁর প্রসন্নতার পাত্র মানুষের জন্য শান্তি!'

রিভোর মঠাধ্যক্ষ সাধু এল্‌রেডের উপদেশাবলি **প্রভুর জন্মোৎসব, উপদেশ ২**

আজ আমাদের জন্য এক ত্রাণকর্তা জন্মেছেন

আজ দাউদ-নগরীতে আমাদের জন্য এক ত্রাণকর্তা জন্মেছেন—তিনি খ্রীষ্ট প্রভু। নগরীটি হল বেথলেহেম, আর সেখানেই আমাদের ছুটে যেতে হবে, যেইভাবে সংবাদ শুনেই রাখালেরা ছুটে গেছিল। *আর তোমাদের জন্য চিহ্ন এ, তোমরা কাপড়ে জড়ানো ও জাবপাত্রে শোয়ানো একটি শিশুকে পাবে।*

এজন্যই আমি তোমাদের বলেছি, তাঁকে ভালবাসতে হবে: স্বর্গদূতদের প্রভুকে ভয় কর, কিন্তু নরম শিশুকে ভালইবাস; প্রতাপের প্রভুকে ভয় কর, কিন্তু কাপড়ে জড়ানো তাঁকে ভালইবাস; স্বর্গের রাজাকে ভয় কর, কিন্তু জাবপাত্রে শোয়ানো তাঁকে ভালইবাস। রাখালেরা কোন্ চিহ্ন পেয়েছিল? *তোমরা কাপড়ে জড়ানো ও জাবপাত্রে শোয়ানো একটি শিশুকে পাবে।* তিনি ত্রাণকর্তা, তিনি প্রভু: কাপড়ে জড়ানো ও জাবপাত্রে শোয়ানো থাকা কি আশ্চর্যের ব্যাপার? অন্য শিশুদেরও কি কাপড়ে জড়ানো হয় না? এ কী ধরনের চিহ্ন? বুঝতে পারলে তবেই চিহ্নটা মহান। আর আমরা তো বুঝতে পারবই, কিন্তু এ ভালবাসার সংবাদ শুনেই যদি না থেমে বরং স্বর্গদূতদের সঙ্গে

প্রকাশিত আলোকে হৃদয়ে গ্রহণও করি। সংবাদ দেওয়া মাত্রই হল সেই আলোর উদ্ভাস, যাতে আমরা শিখতে পারি যে যারা হৃদয়ে স্বর্গের আলো গ্রহণ করে, তারাই মাত্র সত্যিই শোনে।

এ রহস্য বিষয়ে অনেক কিছু বলতে পারতাম ; কিন্তু সময় হয়েই গেছে, সুতরাং সংক্ষেপে আরও অল্প কথা বলব। বেথলেহেম অর্থাৎ রুটির গৃহ হল সেই পবিত্র মণ্ডলী যেখানে সত্যকার রুটি সেই খ্রীষ্টের দেহ বিতরণ করা হয়। বেথলেহেমের জাবপাত্র হল গির্জার ভোজনপাট ; এইখানে খ্রীষ্টের সৃষ্টজীব পরিপুষ্ট হয়। এ ভোজনপাট সম্পর্কে লেখা আছে, *আমার সম্মুখে তুমি সাজাও ভোজনপাট।* এ জাবপাত্রে কাপড়ে জড়ানো যীশু রয়েছেন। কাপড় হল সাক্রামেন্তের পরদা। এখানে, রুটি ও আঙুররসের আকারে, খ্রীষ্টের প্রকৃত দেহ ও রক্ত আছে। আমরা বিশ্বাস করি, এ সাক্রামেন্তে প্রকৃত খ্রীষ্ট উপস্থিত, কিন্তু কাপড়ে জড়ানো অর্থাৎ অদৃষ্টিগোচরে। প্রতিদিন বেদিপ্রান্তে গিয়ে আমরা তাঁর দেহ খাই ও তাঁর রক্ত পান করি, এতই মহা ও প্রকাশ্য চিহ্নের মত খ্রীষ্টের জন্মের আর কোন চিহ্ন নেই: প্রতিদিন আমরা তাঁকেই আত্মোৎসর্গ করতে দেখি, যিনি আমাদের জন্য কুমারী মারীয়ার গর্ভে একবারই মাত্র জন্ম নিলেন। তবে ভ্রাতৃগণ, এসো, প্রভুর এ গোশালায় শীঘ্রই এগিয়ে যাই ; আগে কিন্তু, যতখানি সম্ভব হয়, তাঁর অনুগ্রহ দ্বারা নিজেদের প্রস্তুত করি, যাতে প্রতিদিন ও সমস্ত জীবন ধরে *শুদ্ধ হৃদয়ে, সত্যনিষ্ঠায় ও অকপট বিশ্বাসে* আমরা স্বর্গদূতদের সঙ্গে গান করতে পারি, *ঊর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের গৌরব, ইহলোকে সদিচ্ছার মানুষের জন্য শান্তি।* আমাদের প্রভু সেই খ্রীষ্টের দ্বারা, যাঁরই সম্মান ও গৌরব হোক চিরকাল ধরে। আমেন।

উষায় সুসমাচার - লুক ২:১৫-২০

> দূতেরা তাদের কাছ থেকে স্বর্গে চলে গেলেই রাখালেরা একে অপরকে বলল, 'চল, আমরা বেথলেহেম পর্যন্ত যাই, এবং এই যে ঘটনার কথা প্রভু আমাদের জানালেন, তা গিয়ে দেখি।' তাই তারা ইতস্তত না করেই গিয়ে মারীয়া ও যোসেফ ও জাবপাত্রে শোয়ানো শিশুটিকে খুঁজে পেল। দে'খে, বালকটির বিষয়ে তাদের যা বলা হয়েছিল তা তারা প্রকাশ করল ; এবং রাখালেরা যাদের কাছে কথাটা বলত, তারা সকলে তা শুনে আশ্চর্য হত।
>
> কিন্তু মারীয়া এই সকল ঘটনা গেঁথে রেখে হৃদয়গভীরে তার অর্থ বিবেচনা করতেন। আর রাখালদের যেভাবে বলা হয়েছিল, তারা সেভাবে সবই দেখতে ও শুনতে পেল বিধায় ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন ও তাঁর প্রশংসাবাদ করতে করতে ফিরে গেল।

আঙ্কিরার বিশপ থেওদতসের উপদেশাবলি **প্রভুর জন্মোৎসব, উপদেশ ৩,১,১৫৭-১৫৯**

নিখিল বিশ্বের প্রভু দাসরূপে আগমন করলেন

নিখিল বিশ্বের প্রভু দরিদ্রতায় পরিবৃত দাসরূপেই আগমন করলেন, যাতে তাঁর শিকার ভয়ে অভিভূত হয়ে তাঁর কাছ থেকে দূরে না পালায়। জন্মের জন্য অরক্ষিত একটা মাঠ বেছে নিয়ে তিনি দরিদ্র একটি কুমারীর কোলে সর্বাধিক দরিদ্রতায় জন্ম নেন, যাতে নীরবেই তিনি পরিত্রাণদানের জন্য মানুষ-শিকারে যেতে পারেন। তিনি যদি সমারোহের মধ্যে জন্ম নিতেন ও মহা ঐশ্বর্যে নিজেকে আবিষ্ট করতেন, তাহলে অবিশ্বাসীরা বলত, ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যই পৃথিবীর রূপান্তর ঘটিয়েছে। তিনি যদি সেকালের সবচেয়ে প্রভাবশালী নগরী সেই রোমকেই বেছে নিতেন, তাহলে তারা মনে করত, রোমের প্রভাবই জগতের পরিবর্তন এনেছে। তিনি যদি কোন সম্রাটের সন্তান হতেন,

তাহলে তারা সাধিত যত শুভকাজ রাজ-অধিকারের উপরেই আরোপ করত। তিনি যদি কোন বিধানকর্তার সন্তান হতেন, তাহলে তারা মঙ্গলকর যত কিছু তাঁর নিয়ম-ব্যবস্থার উপরেই আরোপ করত। তিনি বরং কী করেন? যা কিছু দীন ও মূল্যহীন, যা কিছু সাধারণের কাছে অর্থহীন ও অজ্ঞাত, তিনি তাই বেছে নেন, যাতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, কেবল ঈশ্বরত্বই জগৎকে রূপান্তরিত করল। ঠিক একারণে তিনি দরিদ্র একটি মাতাকে ও আরও দরিদ্রতর একটি মাতৃভূমি বেছে নেন, এমনকি তিনি নিজে নিজেকে দরিদ্রতম করেন।

একথাই গোশালা তোমাকে বলে: তাঁকে শোয়ানোর জন্য একটা খাট না থাকায়, প্রভুকে একটা জাবপাত্রে রাখা হয়, এবং অতি প্রয়োজনীয় জিনিস-সামগ্রীর অভাব আগেকার ভবিষ্যদ্বাণীগুলির সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ হয়ে ওঠে। তাঁকে একটা জাবপাত্রে রাখা হল, যাতে প্রতীয়মান হয় তিনি বাছবিচার না করে সকলেরই কাছে অর্পিত খাদ্য হবার জন্যই আগমন করতে যাচ্ছিলেন। দরিদ্রতা বেছে নিয়ে ও জাবপাত্রে শুয়ে ঈশ্বরের পুত্র সেই বাণী ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলকেই নিজের কাছে আকর্ষণ করেন।

সুতরাং তুমি দেখতে পাও সবকিছুর সেই অভাব কেমন করে ভবিষ্যদ্বাণীগুলিকে পূরণ করল, এবং দরিদ্রতা সকলের কাছে তাঁকে গম্য করল, যিনি আমাদের জন্য নিজেকে দরিদ্র করলেন। খ্রীষ্টের মহা মহা ঐশ্বর্যের সামনে কেউই অভিভূত হয়ে পড়েনি, তাঁর রাজ-অধিকারের প্রতাপের সামনে কেউই থামেনি: তিনি অন্য সকলের মত মানুষ বলে দেখা দিলেন, ও দরিদ্র হয়ে সকলের পরিত্রাণের জন্য নিজেকে অর্পণ করলেন।

তাঁর ধারণ-করা-মানবতার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের পুত্র একটা জাবপাত্রেই দেখা দেন, যাতে বিচারশক্তিসম্পন্ন হোক বা বিচারশক্তিহীন হোক সৃষ্টজীব সকলেরই পক্ষে পরিত্রাণদায়ী খাদ্যের অংশী হওয়া সম্ভব হতে পারে। আর আমি মনে করি, নবীও তখন একথা ইঙ্গিত করছিলেন, যখন এ জাবপাত্র রহস্য তুলে ধরেছিলেন: *বলদ তার মনিবকে জানে, গাধাও তার প্রভুর জাবপাত্র জানে, কিন্তু ইস্রায়েল জানে না; না, আমার জনগণ বোঝে না।*

ধনী তিনি আমাদের জন্য দরিদ্র হলেন, এভাবে আপন ঈশ্বরত্বের শক্তিতে পরিত্রাণ সকলের পক্ষে সহজলভ্য করলেন। একথা ইঙ্গিত করে পল বললেন, *ধনবান হয়েও তোমাদের জন্য তিনি নিজেকে দরিদ্র করেছিলেন, যেন তাঁর সেই দরিদ্রতায়ই তোমরা ধনবান হয়ে উঠতে পার।*

যিনি ধনবান করছিলেন, তিনি কেইবা ছিলেন? আর কাকেই বা তিনি ধনবান করছিলেন? আর কেমন করে তিনি নিজেকে দরিদ্র করলেন? তোমরাই আমাকে বল, আমার দরিদ্রতার খাতিরে কেইবা ধনবান হয়েও নিজেকে দরিদ্র করলেন? যিনি মানুষ বলে দেখা দিলেন, তিনি কি? তিনি তো যে কখনও ধনবান হননি! দরিদ্র একটা বংশে জন্ম নিয়ে তিনি তো সবসময়ের মতই দরিদ্র হয়ে থাকলেন। সুতরাং কেমন করে তিনি ধনবান ছিলেন? আর যিনি আমাদের জন্য নিজেকে দরিদ্র করলেন, তিনি কাকে ধনবান করছিলেন? তিনি বলেন, ঈশ্বর সৃষ্টজীবকে ধনবান করেন। অতএব, সৃষ্ট মানুষের দরিদ্রতা ধারণ ক'রে যিনি তার মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ ক'রে নিজেকে দরিদ্র করলেন, তিনি স্বয়ং ঈশ্বর: আপন ঈশ্বরত্বে ধনবান হয়ে তিনি আমাদের মানবতা ধারণ করায় নিজেকে দরিদ্র করলেন।

দিনে সুসমাচার - যোহন ১:১-১৮

আদিতে ছিলেন বাণী: বাণী ছিলেন ঈশ্বরমুখী, বাণী ছিলেন ঈশ্বর।

আদিতে তিনি ছিলেন ঈশ্বরমুখী।

সবই তাঁর দ্বারা হয়েছিল, আর যা কিছু হয়েছে,
তার কোন কিছুই তাঁকে ব্যতীত হয়নি।

তাঁর মধ্যে ছিল জীবন, আর সেই জীবন ছিল মানুষের আলো;

অন্ধকারে সেই আলোর উদ্ভাস, অথচ অন্ধকার তা ধারণ করেনি!

ঈশ্বর-প্রেরিত একজন মানুষ আবির্ভূত হলেন; তাঁর নাম যোহন;

তিনি এলেন সাক্ষ্য দিতে, আলোরই বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে, যেন তাঁর দ্বারা সকলে বিশ্বাস করতে পারে। তিনি তো সেই আলো ছিলেন না, আলোর বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেই তিনি ছিলেন।

বাণীই ছিলেন সেই সত্যকার আলো, যা জগতে এসে প্রত্যেক মানুষকে আলোকিত করে। তিনি জগতের মধ্যে ছিলেন, আর জগৎ তাঁরই দ্বারা হয়েছিল, অথচ জগৎ তাঁকে চিনল না। তিনি নিজের অধিকারের মধ্যে এলেন, অথচ তাঁর আপনজনেরা তাঁকে গ্রহণ করল না।

কিন্তু যারা তাঁকে গ্রহণ করল, সেই সকলকে, তাঁর নামে বিশ্বাসী যারা, তাদের তিনি ঈশ্বরসন্তান হওয়ার অধিকার দিলেন: তারা রক্তগত জন্মে নয়, মাংসের বাসনা থেকেও নয়, পুরুষের বাসনা থেকেও নয়, ঈশ্বর থেকেই সঞ্জাত।

এবং বাণী হলেন মাংস, ও আমাদের মাঝে তাঁবু খাটালেন। আর আমরা তাঁর গৌরব প্রত্যক্ষ করলাম: এমন গৌরব যা ঈশ্বরের সেই একমাত্র পুত্রেরই সমুচিত গৌরব, যিনি অনুগ্রহ ও সত্যে পরিপূর্ণ। তাঁর বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়ে যোহন উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'ইনিই সেই ব্যক্তি যাঁর সম্বন্ধে বলেছিলাম: যিনি আমার পরে আসছেন, তিনি আমার অগ্রগণ্য, কারণ ইনি আমার আগেও ছিলেন।'

সত্যিই আমরা সকলে তাঁর ঐশ্বর্য থেকে লাভবান হয়েছি: লাভ করেছি অনুগ্রহের পর অনুগ্রহ। মোশী দ্বারা বিধান দেওয়া হয়েছিল বটে, কিন্তু যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা অনুগ্রহ ও সত্যই আবির্ভূত হয়েছে। ঈশ্বরকে কেউ কখনও দেখেনি; সেই একমাত্র পুত্র যিনি পিতার কোলে বিরাজমান, তিনিই তাঁর প্রকৃত বর্ণনা দিয়েছেন।

মহাপ্রাণ সাধু বাসিলের উপদেশাবলি **উপদেশ ২:৬**

বাণী হলেন মাংস, ও আমাদের মাঝে তাঁবু খাটালেন

মর্তে ঈশ্বর, মানুষের মাঝেই ঈশ্বর: এমন ঈশ্বর নন, যিনি ধূমায়মান পর্বতে অগ্নি-ঝলক ও তূর্যধ্বনির মধ্যে, কিংবা যারা তাঁকে শুনছিল তাদের অন্তরে আতঙ্ক ছড়িয়ে ঘন মেঘে বিদ্যুৎ-ঝলক ও বজ্রনাদের মধ্যে বিধান দেন; বরং এমন মাংসধারী ঈশ্বর, যিনি শান্ত ও মাধুর্যপূর্ণ কণ্ঠে সেই সৃষ্টজীবদের কাছে কথা বলেন যারা তাঁর একই স্বরূপের অধিকারী; এমন মাংসধারী ঈশ্বর, যিনি, আমাদের সেই আপন মাংসে যা তিনি আপন করলেন, নিজের কাছে গোটা মানবজাতিকে ফিরিয়ে আনবার জন্য দূরে থেকে বা নবীদের মাধ্যমে নয়, বরং সেই মানবতারই মধ্য দিয়ে কাজ করেন, যে মানবতাকে নিজের ব্যক্তিত্ব পরিবৃত করার জন্য তিনি আপন বলেই ধারণ করলেন। কেমন করে জ্যোতি কেবল একজনেরই মধ্য দিয়ে সকলের কাছে পৌঁছল? কেমন করে ঈশ্বরত্ব মাংসে অবস্থান করে? যেমন আগুন লোহাতে, তেমনি: রূপান্তর অনুসারে নয়, অংশভাগিতাই অনুসারে। বস্তুত আগুন লোহাতে যায় না, বরং নিজের স্থানে থেকে লোহাকে নিজের গুণের অংশভাগী করে; এ অংশভাগিতার ফলে তার ঘাটতি পড়ে এমন নয়, বরং যা কিছু নিজের অংশভাগী করে, নিজেকে নিয়ে সেইসব কিছু প্রসারিত করে। তেমনি বাণী-ঈশ্বর নিজে থেকে নিজেকে কখনও বিচ্ছিন্ন না

করে *আমাদের মাঝে তাঁবু খাটালেন;* কোন পরিবর্তনের অধীন না হয়ে তিনি *মাংস হলেন:* পৃথিবী তাঁকে আপন বুকে গ্রহণ করলেও তাঁর আবাস সেই স্বর্গ তাঁর উপস্থিতিতে বঞ্চিত হয়নি।

রহস্যের মর্মকথায় প্রবেশ করতে চেষ্টা কর: ঈশ্বর একারণেই মাংস ধারণ করলেন, যাতে তিনি মাংসে নিহিত মৃত্যুকে ধ্বংস করতে পারেন। যেমন বিষের ঔষধ একবার খেলে বিষের ফল শেষ করে দেয়, যেমন ঘরের অন্ধকার সূর্যের আলোয় ঘুচে যায়, তেমনি মানবস্বরূপের উপর যা প্রভুত্ব করত, সেই মৃত্যু ঈশ্বরের উপস্থিতিতে ধ্বংসিত হল। আর যেমন রাত্রি যতক্ষণ থাকে ও অন্ধকার রাজত্ব করে ততক্ষণই বরফ জলে জমাই থাকে, কিন্তু সূর্যের তাপে সঙ্গে সঙ্গেই গলে যায়, তেমনি খ্রীষ্টের আগমন পর্যন্ত যে মৃত্যু রাজত্ব করে এসেছিল, ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের অনুগ্রহের আবির্ভাবে ও ধর্মময়তার সূর্যের উদয়েই সঙ্গে সঙ্গে সেই মৃত্যু, জীবনের সহবর্তমান হতে অক্ষম হওয়ায়, *বিজয় দ্বারা কবলিত হল।* আহা, মানুষের প্রতি ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা ও ভালবাসা কতই না মহান!

এসো, রাখালদের সঙ্গে তাঁর গৌরবকীর্তন করি, স্বর্গদূতদের সঙ্গে উল্লাস করি, *কেননা আজ আমাদের জন্য এক ত্রাণকর্তা জন্মেছেন—তিনি খ্রীষ্ট প্রভু।* আমাদের কাছেও প্রভু ঈশ্বররূপে আবির্ভূত হননি—তাতে আমাদের ভঙ্গুরতা আতঙ্কিতই হত—, তিনি বরং দাসরূপেই আবির্ভূত হলেন, যারা দাসত্বে ছিল, তিনি যেন তাদের মুক্তি দিতে পারেন। আনন্দ করবে না, উল্লাস করবে না, উপহার বহন করবে না, কেইবা তেমন উদাসীন, তেমন অকৃতজ্ঞ? আজ সকল সৃষ্টজীবদের জন্যই উৎসবের দিন। কিছুই উপহার দেবে না, তেমন কেউ যেন না থাকে, কৃতঘ্নতা দেখাবে, তেমন কেউ যেন না থাকে। এসো, আমরাও জয়ধ্বনি তুলে আনন্দে মেতে উঠি।

জন্মোৎসবের পরবর্তী রবিবার

পবিত্র পরিবার

ক বর্ষ - মথি ২:১৩-১৫,১৯-২৩

পন্ডিতেরা চলে গেলে পর প্রভুর দূত হঠাৎ স্বপ্নে যোসেফকে দেখা দিয়ে বললেন, 'ওঠ, শিশুটিকে ও তাঁর মাকে সঙ্গে নিয়ে মিশরে পালিয়ে যাও; আর আমি তোমাকে না বলা পর্যন্ত তুমি সেখানে থাক; কেননা হেরোদ শিশুটিকে হত্যা করার জন্য খোঁজ করতে যাচ্ছে।' তাই যোসেফ উঠে সেই রাতে শিশুটিকে ও তাঁর মাকে সঙ্গে নিয়ে মিশরে চলে গেলেন, এবং হেরোদের মৃত্যু পর্যন্ত সেখানে থাকলেন, যেন নবীর মধ্য দিয়ে উচ্চারিত প্রভুর এই বচন পূর্ণ হয়: আমি মিশর থেকে আমার পুত্রকে ডেকে আনলাম।

হেরোদের মৃত্যু হলে পর প্রভুর দূত মিশরে হঠাৎ যোসেফকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, 'ওঠ, শিশুটিকে ও তাঁর মাকে সঙ্গে নিয়ে ইস্রায়েল দেশে ফিরে যাও, কারণ যারা শিশুটির প্রাণনাশে সচেষ্ট ছিল, তারা মারা গেছে।' আর তিনি উঠে শিশুটিকে ও তাঁর মাকে সঙ্গে নিয়ে ইস্রায়েল দেশে ফিরে গেলেন। কিন্তু যখন শুনতে পেলেন যে, আর্খেলাওস নিজ পিতা হেরোদের স্থানে যুদেয়ায় রাজত্ব করছেন, তখন সেখানে যেতে ভয় করলেন; পরে স্বপ্নে আদেশ পেয়ে তিনি গালিলেয়া প্রদেশে চলে গেলেন; সেখানে নাজারেথ নামে এক শহরে বাস করতে গেলেন, যেন নবীর মধ্য দিয়ে উচ্চারিত এই বচন পূর্ণ হয়, তিনি নাজারীয় বলে অভিহিত হবেন।

খ্রীষ্টের জন্মোৎসবে সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশ

শিশু যীশুর পাশে মারীয়া ও যোসেফ আছেন

যীশু প্রাচীন দুঃখের কান্না বন্ধ করার জন্যই মিশরে প্রবেশ করলেন; আঘাতের স্থানে তিনি এনে

দিলেন আনন্দ, মৃত্যুর অন্ধকারের স্থানে পরিত্রাণের আলো বিতরণ করলেন।

নদীর জল নরম শিশুদের রক্তে কলুষিত হয়েছিল। তিনিই মিশরে প্রবেশ করলেন, যিনি একদিন জল রক্তলাল করবেন; জীবন্ত জলকে তিনি পরিত্রাণ জন্মাবার শক্তি দান করলেন; এবং আত্মার প্রভাবে সেই জলের যত কলুষ ও ময়লা নিঃশেষ করে দিলেন। মিশরীয়েরা দুঃখে আক্রান্ত ও রাগে উন্মাদ হয়ে ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য হতে অস্বীকার করেছিল; সুতরাং মিশরে প্রবেশ ক'রে ও যারা গ্রহণ করতে সম্মত ছিল, ঈশ্বরজ্ঞানের আলোয় সেই আত্মাদের প্লাবিত ক'রে তিনি জলকে সাক্ষ্যমরদের ফসলকে উর্বর করতে অধিকার দিলেন, এমন ফসল যা গমের ফসলের চেয়েও প্রচুর।

তবে আমি কী বলব? আমি একটি ছুতোরকে ও একটা জাবপাত্র দেখতে পাচ্ছি, একটি শিশুকে, কাপড় ও কাঁথাও দেখতে পাচ্ছি, কুমারী-জাতই একটি শিশুকে দেখতে পাচ্ছি যিনি সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসেরও অভাবী—এসব কিছু দরিদ্রতার বন্ধনে, মহত্তম দীনতায়! তুমি কি কখনও চরম দরিদ্রতার মধ্যে ঐশ্বর্য দেখতে পেয়েছ? কি করে ধনবান তিনি আমাদের জন্য নিজেকে ধনহীন করলেন? কেন তিনি একটা খাট বা একটা বিছানাও খুঁজে পাননি, বরং তাঁকে মূল্যহীন একটা জাবপাত্রে শোয়ানো হল?

আহা, দরিদ্রতার ছদ্মবেশে নিহিত অপরিসীম ঐশ্বর্য! তিনি একটা জাবপাত্রে শোয়ানো অথচ সমগ্র জগৎকে আলোড়িত করেন, কাপড়ে জড়ানো অথচ পাপের শেকল ছিন্ন করেন, এখনও মুখে কথা ফোটেনি অথচ পন্ডিতদের এমন শিক্ষা দেন যে তাঁরা তাঁকে বিশ্বাস করতে উদ্দীপিত। এর চেয়ে আর কী বলা যায়? দেখ, শিশুটি কাপড়ে জড়ানো ও জাবপাত্রে শোয়ানো, কিন্তু পাশে আছেন মারীয়া যিনি একইসময় কুমারী ও জননী; পাশে যোসেফও আছেন যিনি পিতা বলে পরিচিত।

মারীয়া এই যোসেফের কেবল বাগ্‌দত্তাই বধূ ছিলেন, কিন্তু পবিত্র আত্মা তাঁকে জননী করেছিলেন; ফলে যোসেফ আশ্চর্যান্বিত হয়ে জানতেন না শিশুকে কী নাম দেবেন। তিনি এচিন্তায় চিন্তামগ্ন রয়েছেন, এমন সময় একটি স্বর্গদূতের কণ্ঠ দিয়ে স্বর্গ থেকে তাঁকে সংবাদ দেওয়া হল, *যোসেফ, ভয় পেয়ো না, কেননা তাঁর গর্ভে যা জন্মেছে, তা পবিত্র আত্মার প্রভাবেই হয়েছে।* বস্তুতপক্ষে পবিত্র আত্মা কুমারীর উপর আপন ছায়া পেতে দিয়েছিলেন।

তাছাড়া কেন তিনি একটি কুমারী থেকে জন্ম নেন আর সেই কুমারী আপন কুমারীত্ব অক্ষুণ্ণ রাখেন? একদিন শয়তান কুমারী হবাকে প্রবঞ্চিত করেছিল বিধায়ই গাব্রিয়েল দূত কুমারী মারীয়াকে শুভসংবাদ দিতে গেলেন। কিন্তু সেই হবা প্রবঞ্চিতা হওয়ায় এমন বাণী প্রসব করেছিলেন যা মৃত্যুকেই অনুপ্রবেশ করিয়েছিল; অপর পক্ষে, শুভসংবাদ গ্রহণ করায় মারীয়া মাংসে সেই বাণী প্রসব করলেন যিনি আমাদের জন্য অনন্ত জীবন পুনরায় কিনে নেন।

খ বর্ষ - **লুক ২:২২-৪০**

> যখন মোশীর বিধান অনুসারে তাঁদের শুচীকরণ-কাল পূর্ণ হল, তখন তাঁরা যীশুকে যেরুসালেমে নিয়ে গেলেন যেন প্রভুর সামনে তাঁকে হাজির করেন,—যেমনটি প্রভুর বিধানে লেখা আছে, প্রথমজাত প্রত্যেক পুত্রসন্তানকে প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত করা হবে;—আর যেন প্রভুর বিধানের নির্দেশমত একজোড়া ঘুঘু কিংবা দু'টো পায়রার ছানা বলিরূপে উৎসর্গ করেন। সেসময়ে যেরুসালেমে সিমেয়োন নামে একজন ছিলেন, যিনি ধার্মিক ও ভক্তপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন; তিনি ইস্রায়েলের সান্ত্বনার প্রতীক্ষায় থাকতেন, ও পবিত্র আত্মা তাঁর উপরে ছিলেন। পবিত্র আত্মা তাঁকে একথা জানিয়েছিলেন যে, প্রভুর সেই খ্রীষ্টকে না দেখা

পর্যন্ত তিনি মৃত্যু দেখবেন না। সেই আত্মার আবেশে তিনি মন্দিরে এলেন, এবং যীশুর পিতামাতা যখন বিধানের নিয়ম-বিধি সম্পাদন করার জন্য শিশুটিকে ভিতরে নিয়ে আসছিলেন, তখন তিনি তাঁকে কোলে নিলেন, ও ঈশ্বরের স্তুতিবাদ করে বলে উঠলেন:

‘হে মহাপ্রভু, তোমার কথামত
এখন তোমার এই দাসকে শান্তিতে বিদায় দাও;
কারণ আমার চোখ দেখেছে তোমার সেই পরিত্রাণ
যা তুমি প্রস্তুত করেছ সকল জাতির সামনে:
ঐশপ্রকাশে বিজাতীয়দের উদ্বুদ্ধ করার আলো ও তোমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের গৌরব।’

শিশুটি সম্বন্ধে এই সমস্ত কথা শুনে তাঁর পিতামাতা আশ্চর্য হলেন। সিমেয়োন তাঁদের আশীর্বাদ করলেন, এবং তাঁর মা মারীয়াকে বললেন, ‘দেখ, ইনি ইস্রায়েলের মধ্যে অনেকের পতন ও উত্থানের জন্য নিরূপিত; ইনি হবেন অস্বীকৃত এমন এক চিহ্ন—হ্যাঁ, তোমার নিজের প্রাণও এক খড়্গের আঘাতে বিদীর্ণ হবে—যেন অনেক হৃদয়ের চিন্তা প্রকাশিত হয়।’

আন্না নামে এক নারী-নবীও ছিলেন: তিনি আসের গোষ্ঠীর ফানুয়েলের কন্যা। তাঁর অনেক বয়স হয়েছিল; কুমারী অবস্থার পর সাত বছর স্বামীর ঘর করে তিনি বিধবা হয়েছিলেন; এখন তাঁর বয়স চুরাশি বছর হয়েছে। তিনি মন্দির থেকে কখনও দূরে না গিয়ে উপবাস ও প্রার্থনায় রত থেকে রাত-দিন উপাসনা করে চলতেন। সেই ক্ষণে এসে উপস্থিত হয়ে তিনিও ঈশ্বরের বন্দনা করতে লাগলেন, এবং যত লোক যেরুসালেমের মুক্তিকর্মের প্রতীক্ষায় ছিল, তাদের কাছে যীশুর কথা বলতে লাগলেন।

প্রভুর বিধান অনুসারে সবকিছু সমাধা করার পর তাঁরা গালিলেয়ায়, তাঁদের নিজেদের শহর নাজারেথে ফিরে গেলেন। ইতিমধ্যে বালকটি বেড়ে উঠলেন ও বলবান হতে লাগলেন—প্রজ্ঞায় পূর্ণ হয়ে। এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাঁর উপর ছিল।

আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের উপদেশাবলি **উপদেশ ১২**

দাসের স্বরূপ গ্রহণ করায়
খ্রীষ্ট ক্রীতদাসের মধ্যেই যেন পরিগণিত হলেন

আমরা ইতিমধ্যে সেই ইম্মানুয়েলকে জাবপাত্রে শোয়ানো, প্রতিটি শিশুর মত কাঁথায় জড়ানো, কিন্তু স্বর্গদূতদের গায়কদল দ্বারা ঈশ্বর বলে বন্দিত দেখেছি। রাখালদের কাছে তাঁর জন্মের সংবাদ তাঁদেরই দেওয়ার কথা। কেননা পিতা ঈশ্বর দিব্য প্রাণীদেরই কাছে খ্রীষ্টের কথা প্রথম প্রচার করার উচ্চতম অধিকার দিলেন। আজ আমরা দেখেছি, বিধানের প্রণেতা মোশীর বিধানে নিজেকে অধীন করলেন; ঈশ্বর একটা মানুষের মত বিধানের অধীন! এজন্য প্রজ্ঞাপূর্ণ হয়ে পল বলেন, *আমরা যখন নাবালক ছিলাম, তখন জগতের আদিম শক্তির অধীনস্থ দাসের মত ছিলাম। কিন্তু যখন সময়ের পূর্ণতা এল, তখন ঈশ্বর তাঁর আপন পুত্রকে প্রেরণ করলেন, যিনি নারীগর্ভে জন্ম নিলেন, বিধানের অধীনে জন্ম নিলেন, যেন মূল্য দিয়ে তিনি বিধানের অধীনস্থ যত মানুষের মুক্তিকর্ম সাধন করতে পারেন।* সুতরাং যারা বিধানের রক্ষক নয়, বরং যারা বিধানের অধীনে ছিল, খ্রীষ্ট মূল্য দিয়ে বিধানের অভিশাপ থেকে তাদেরই মুক্তি সাধন করলেন। কেমন করে তিনি মূল্য দিয়ে তাদের মুক্তি সাধন করলেন? বিধান মেনে নেওয়ায়ই তিনি মুক্তিকর্ম সাধন করলেন; অন্য কথায়, আদমের অবাধ্যতা-পাপের প্রতিকার দেবার উদ্দেশ্যে আমাদের জন্য সবদিক দিয়ে নিজেকে বাধ্য ও পিতা ঈশ্বরের অধীন দেখিয়ে—এই মূল্যেই তিনি মুক্তি সাধন করলেন। কেননা লেখা আছে যে, *যেমন*

সেই একজনের অবাধ্যতার মধ্য দিয়ে বহুজনকে পাপী বলে প্রতিপন্ন করা হল, তেমনি সেই আর একজনের বাধ্যতার মধ্য দিয়ে বহুজনকে ধর্মময় বলে প্রতিপন্ন করা হবে।

তিনি আমাদের সঙ্গে বিধানের অধীনে মাথা পেতে দিলেন, ধর্মময়তার হিসাব মেটাবার জন্যই তাই করলেন।

আসলে এ প্রয়োজন ছিল, তিনি সমস্ত ধর্মময়তা পূরণ করবেন। তিনি দাসের দশা গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর আপন মানবতা নিয়ে প্রজাদের সংখ্যায় প্রবেশ করেছিলেন: ফলে, ঈশ্বরের পুত্র হওয়ায় স্বরূপে স্বাধীন ও যত কর থেকে মুক্ত হয়েও তিনি অন্যদের মত করের সেই এক টাকা, এমনকি দ্বিগুণ পরিমাণেই টাকা দিয়েছিলেন। তিনি বিধান পালন করছেন, তা দেখে পদস্খলিত হয়ো না; আর মনে করো না যে, যিনি স্বাধীন তিনি তা পালন করতে বাধ্য, বরং ঐশপরিকল্পনার গভীর মর্মে প্রবেশ করতে চেষ্টা কর। অতএব যেদিনে বিধানের বিধি অনুসারে পরিচ্ছেদন করার প্রথা, সেই অষ্টম দিন এসে উপস্থিত হলে তাঁকে একটি নাম দেওয়া হল, নামটি ছিল যীশু, যার অর্থ জাতির পরিত্রাতা।

কেননা পিতা ঈশ্বর চেয়েছিলেন, মাংস অনুসারে নারীগর্ভে জাত তাঁর আপন পুত্রকে এ নামই দেওয়া হবে। আর ঠিক তখনই জাতির পরিত্রাণ সাধিত হল: একজনের নয়, বরং অনেকের, এমনকি সমগ্র পৃথিবীর সমগ্র জাতির মানুষের। তাঁর পরিচ্ছেদন ও নামকরণ একইসময় অনুষ্ঠিত হল; সুতরাং সেসময় খ্রীষ্ট হয়ে উঠলেন সর্বজাতিকে আলোকিত করার জন্য আলো ও ইস্রায়েলের গৌরব। আর যদিও ইস্রায়েলে কেউ কেউ বিশ্বাস করল না এবং নির্বোধ ও জেদি হয়ে থাকল, তথাপি খ্রীষ্টের কাজের গুণে একটি 'অবশিষ্টাংশ' পরিত্রাণকৃত ও গৌরবান্বিত হল। এ অবশিষ্টাংশের প্রথমফসল হল প্রভুর শিষ্যেরা, যাঁদের গৌরব বিশ্বজুড়ে উজ্জ্বল। খ্রীষ্টই ইস্রায়েলের গৌরব, কেননা মাংসের দিক থেকে তিনি ইস্রায়েল জাতি থেকে জাত, যদিও ঈশ্বররূপে তিনি সকলের ঊর্ধ্বে ও যুগযুগ ধরে ধন্য বলে সঙ্কীর্তিত।

এ উদ্দেশ্যে আমাদের পক্ষে সেই সব কিছুই উপকারী, যা সুসমাচারের অনুপ্রাণিত রচয়িতা আমাদের শেখান, যথা, আমাদের ভঙ্গুরতা ধারণ করতে ঘৃণাবোধ না ক'রে মাংসধারী পুত্র কী কী করলেন, আমাদের কারণে ও আমাদের খাতিরে কী কী দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করলেন, যাতে আমরা তাঁকে মুক্তিসাধক, প্রভু, পরিত্রাতা ও ঈশ্বর বলে গৌরব দান করি, কেননা তাঁকেই, ও তাঁর সঙ্গে পিতা ঈশ্বরকে ও পবিত্র আত্মাকে গৌরব ও পরাক্রম আরোপণীয় যুগ যুগান্তরে। আমেন।

গ বর্ষ - লুক ২:৪১-৫২

যীশুর পিতামাতা প্রতি বছর পাস্কাপর্ব উপলক্ষে যেরুসালেমে যেতেন। তাঁর বারো বছর বয়স হলে তাঁরা প্রথা অনুসারে পর্বে যোগ দিতে গেলেন। পর্বকাল শেষে যখন ফিরে আসার জন্য রওনা হলেন, তখন বালক যীশু যেরুসালেমে রয়ে গেলেন, আর তাঁর পিতামাতা তা জানতেন না। তিনি সহযাত্রীদের সঙ্গে আছেন মনে করে তাঁরা এক দিনের পথ এগিয়ে গেলেন, পরে আত্মীয়স্বজন ও পরিচিত লোকদের মধ্যে তাঁকে খোঁজ করতে লাগলেন; তাঁকে না পেয়ে তাঁরা খুঁজতে খুঁজতে যেরুসালেমে ফিরে গেলেন।

তিন দিন পর তাঁরা মন্দিরেই তাঁর খোঁজ পেলেন: তিনি শাস্ত্রগুরুদের মধ্যে বসে তাঁদের কথা শুনছিলেন ও তাঁদের প্রশ্ন করছিলেন। আর যারা তাঁর কথা শুনছিল, তারা সকলে তাঁর বুদ্ধিতে ও তাঁর উত্তরগুলিতে খুবই স্তম্ভিত হচ্ছিল। তাঁকে দেখে তাঁরা বিস্ময়বিহ্বল হলেন: তাঁর মা তাঁকে বললেন, 'বৎস, আমাদের

প্রতি এ তোমার কেমন ব্যবহার? দেখ, তোমার পিতা ও আমি ব্যাকুল হয়েই তোমাকে খুঁজছিলাম।' তিনি তাঁদের বললেন, 'কেন আমাকে খুঁজছিলে? তোমরা কি জানতে না যে, আমাকে আমার পিতার গৃহেই থাকতে হবে?' কিন্তু তিনি তাঁদের যে কথা বললেন, তা তাঁরা বুঝতে পারলেন না।

তিনি তাঁদের সঙ্গে রওনা হয়ে নাজারেথে চলে গেলেন, ও তাঁদের প্রতি বাধ্য হয়ে থাকলেন। তাঁর মা এই সকল ঘটনা হৃদয়গভীরে গেঁথে রাখতেন। এবং যীশু প্রজ্ঞায় ও বয়সে, এবং ঈশ্বর ও মানুষের সামনে অনুগ্রহে বেড়ে উঠতে লাগলেন।

লুক-রচিত সুসমাচারে অরিজেনের উপদেশাবলি **উপদেশ ১৮:২-৫**

এসো, ব্যাকুল হয়েই যীশুর অন্বেষণ করি

বারো বছর বয়সে যীশু যেরুসালেমে থেকে যান, তাঁর মাতাপিতা তা জানেন না। ব্যাকুল হয়েই তাঁরা তাঁকে খোঁজ করেন, কিন্তু তাঁকে খুঁজে পান না।

তাঁরা আত্মীয়স্বজন, বন্ধু ও চেনাশোনা লোকদের কাছে জিজ্ঞাসা করেন: তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন না। তাঁর মাতাপিতা তাঁকে খোঁজ করেন: যিনি তাঁকে প্রতিপালন করেছিলেন ও তাঁর সঙ্গে মিশরে গিয়েছিলেন, সেই পিতা তাঁকে খোঁজ করেন। তথাপি তিনি, তাঁরা তাঁকে খোঁজ করামাত্র তাঁদের কাছে নিজেকে খুঁজে পেতে দেন না। তাঁরা আত্মীয়স্বজন ও রক্তসম্পর্কের লোকদের মধ্যেও তাঁকে খুঁজে পান না: আমার যীশু কোলাহলের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পেতে দেন না। তবে শোন, তাঁকে এত খোঁজ করার পর তাঁরা কোথায় তাঁর খোঁজ পেলেন, যাতে মারীয়া ও যোসেফের সঙ্গে তুমিও তাঁকে খুঁজে পেতে পার। লেখা আছে, খুঁজতে খুঁজতে *তাঁরা মন্দিরেই তাঁর খোঁজ পেলেন।* মন্দিরে ছাড়া অন্য কোথাও নেই। আর শুধু তাই নয়, এমনকি *শাস্ত্রগুরুদের মধ্যে বসে তিনি তাঁদের কথা শুনছিলেন ও তাঁদের প্রশ্ন করছিলেন।* সুতরাং তুমিও যীশুকে মন্দিরে খোঁজ কর, তাঁকে গির্জায় খোঁজ কর, তাঁকে সেই শাস্ত্রগুরুদেরই মধ্যে খোঁজ কর যাঁরা মণ্ডলীতে উপস্থিত ও মণ্ডলী থেকে দূরবর্তী নন। তবেই তুমি তাঁকে খুঁজে পাবে।

অন্য দিকে, কেউ যদি নিজেকে গুরু বলে অথচ তার কাছে যীশু নেই, সে শুধু নামেই গুরু, এবং যিনি ঈশ্বরের বাণী ও প্রজ্ঞা, সেই যীশু তাকে নিজেকে খুঁজে পেতে দেন না। তাঁর পিতামাতা যখন তাঁকে পান, তিনি তখন শাস্ত্রগুরুদের মধ্যে বসে ছিলেন, আর তিনি বসে ছিলেন শুধু নয়, তাঁদের প্রশ্নও করছিলেন ও তাঁদের কথা শুনছিলেন। এখনও যীশু আমাদের সঙ্গে এখানে আছেন, তিনি আমাদের প্রশ্ন করেন ও আমাদের কথা শোনেন। *যারা তাঁর কথা শুনছিল, তারা সকলে খুবই স্তম্ভিত হচ্ছিল।* কেন? যদিও তাঁর প্রশ্নগুলো অসাধারণ ছিল, অবশ্যই সেই প্রশ্নের জন্য নয়, তারা বরং তাঁর উত্তরেরই জন্য আশ্চর্য হচ্ছিল। তিনি শাস্ত্রগুরুদের কাছে প্রশ্ন রাখছিলেন, আর যেহেতু তাঁরা তাঁর কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছিলেন না, সেজন্য তিনি নিজেই উত্তর দিচ্ছিলেন। তাঁর উত্তর কিন্তু আলোচনার নৈপুণ্যের উপরে নয়, বরং পবিত্র শাস্ত্রে তাঁর যে জ্ঞান, তার উপরেই নির্ভর করে: অতএব তুমিও ঐশবিধানের হাত থেকেই শিক্ষা গ্রহণ কর। মোশী কথা বলতেন ও ঈশ্বর তাঁকে মুখোমুখি উত্তর দিতেন। তিনি যা জানতেন না, ঈশ্বরের উত্তর তাঁকে তাই শিখিয়ে দিত। যীশু কিন্তু প্রশ্ন রাখেন, আবার উত্তরও দেন; আর যখন তাঁর প্রশ্ন, যেমন আগে বলেছি, অসাধারণ, তখন তাঁর উত্তর আরও অসাধারণ। এসো, প্রার্থনা করি, যন্ত্রণা ও ব্যাকুলতার সঙ্গে তাঁকে খোঁজ করি, আমরাও যেন তাঁর প্রশ্নগুলি দ্বারা নিজেদের প্ররোচিত অনুভব করতে পারি আর তিনি নিজেই

যেন সেই প্রশ্নগুলির উত্তর দেন।

তোমার পিতা ও আমি ব্যাকুল হয়েই তোমাকে খুঁজছিলাম, এ বাক্য বৃথাই লেখা নয়; যীশুকে যে খোঁজ করে, প্রয়োজন আছে সে অবহেলা ক'রে, গুরুত্ব না দিয়ে ও অমনোযোগী হয়ে তাঁকে খোঁজ করবে না—যেইভাবে কেউ কেউ ক'রে শেষে এজন্যই তাঁকে খুঁজে পেতে পারে না। আমরা বরং বলি: ব্যাকুল হয়েই আমরা তোমাকে খোঁজ করি! আর তিনি আকাঙ্ক্ষা ও মনোযোগের সঙ্গে অনুসন্ধানী আমাদের প্রাণকে উত্তর দেবেন।

১লা জানুয়ারী

ঈশ্বরজননী ধন্যা মারীয়া

সুসমাচার পাঠ (ক, খ, গ বর্ষ) - লুক ২:১৬-২১

> সেসময় রাখালেরা ইতস্তত না করেই গিয়ে মারীয়া ও যোসেফ ও জাবপাত্রে শোয়ানো শিশুটিকে খুঁজে পেল। দে'খে, বালকটির বিষয়ে তাদের যা বলা হয়েছিল তা তারা প্রকাশ করল; এবং রাখালেরা যাদের কাছে কথাটা বলত, তারা সকলে তা শুনে আশ্চর্য হত। কিন্তু মারীয়া এই সকল ঘটনা গেঁথে রেখে হৃদয়গভীরে তার অর্থ বিবেচনা করতেন। আর রাখালদের যেভাবে বলা হয়েছিল, তারা সেভাবে সবই দেখতে ও শুনতে পেল বিধায় ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন ও তাঁর প্রশংসাবাদ করতে করতে ফিরে গেল।
>
> যখন বালকটির পরিচ্ছেদনের জন্য আট দিন পূর্ণ হল, তখন তাঁর নাম যীশু রাখা হল, ঠিক যেভাবে তাঁর গর্ভাগমনের আগে দূত দ্বারা রাখা হয়েছিল।

সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশ | **খ্রীষ্টের জন্মতিথি**

খ্রীষ্টের দেহধারণে মারীয়ার ভূমিকা

আহা, কী অনির্বচনীয় কৃপা! যিনি সর্বকালের পূর্বেও বিদ্যমান ছিলেন, যিনি অতীন্দ্রিয়, নির্গুণ, অশরীরী, ঈশ্বরের সেই অদ্বিতীয় পুত্র আমার মরণশীল ও ক্ষয়শীল দেহকে পরিধান করলেন। উদ্দেশ্যটি কী? উদ্দেশ্যটি এ, দৃশ্যগত হওয়ায় তিনি যেন আমাদের শিক্ষা দিতে পারেন এবং অদৃশ্য বিষয়ের দিকে আমাদের চালিত করতে পারেন।

তিনি এমন কুমারী থেকে জন্ম নিলেন যিনি জানতেনই না কী ঘটছিল, তাঁর কর্মসাধনেও সহযোগিতা দেননি, নিজে থেকে কোন অবদানও রাখেননি। সেই কুমারী তাঁর রহস্যময় প্রভাবের কেবল একটি মাধ্যমই ছিলেন; গাব্রিয়েলকে যা প্রশ্ন করেছিলেন, তিনি সেইটুকুই মাত্র জানতেন, *এ কেমন করে হতে পারবে, যখন আমি কোন পুরুষকে জানি না!* গাব্রিয়েল তখন উত্তরে বলেছিলেন, *পবিত্র আত্মা তোমার উপরে নেমে আসবেন, এবং পরাৎপরের পরাক্রম তোমার উপর নিজের ছায়া বিস্তার করবে।*

যিনি অল্পকাল পরে তাঁর গর্ভ থেকে বেরিয়ে এলেন, সেই প্রভু কোন্ প্রকারে তাঁর সহায় ছিলেন? কারিগর যেমন উপযুক্ত পদার্থ পেয়ে সুন্দর একটা পাত্র তৈরি করে, তেমনি খ্রীষ্ট আত্মায় ও দেহে পবিত্র একটি কুমারীকে পেয়ে নিজের জন্য একটি জীবন্ত মন্দির নির্মাণ করলেন। সেইখানে তিনি আপন সঙ্কল্প অনুসারে সেই মানবস্বরূপ গড়লেন যা পরিধান ক'রে আজ বেরিয়ে এলেন। সেই স্বরূপের জন্য তিনি লজ্জা বোধ করলেন না, কেননা তিনি নিজে যা গড়েছিলেন, তা পরিধান করা

তাঁর পক্ষে লজ্জাকর ছিল না, এমনকি সৃষ্টজীবের কাছে এ মহাগৌরবেরই কারণ ছিল যে, তা হবে সৃষ্টিকর্তার পোশাক। যেমন প্রথম সৃষ্টির বেলায় মাটি তাঁর হাতে না আসা পর্যন্ত মানবজাতির উদ্ভব হতে পারেনি, তেমনি এবারও নির্মাতার পোশাক না হওয়া পর্যন্ত আমাদের ক্ষয়শীল স্বরূপের পক্ষে রূপান্তরিত হওয়া অসম্ভব ছিল।

আমি কী করেই এসব কিছু বলব? কীভাবেই তা বর্ণনা করব? এ আশ্চর্য কাজ আমাকে আশ্চর্যান্বিত করছে। সেই প্রাচীন হলেন শিশু; যিনি সর্বোচ্চ ও মহিমান্বিত হয়ে সিংহাসনে আসীন, তিনি জাবপাত্রে শোয়ানো। যিনি পাপের বন্ধন ছিন্নভিন্ন করলেন, তিনি কাঁথায় জড়ানো; কেননা ঠিক এ তো তাঁর ইচ্ছা! তিনি চান, অপমান সম্মানই হবে, অবমাননা গৌরবেই পরিবৃত হবে, সবচেয়ে নিন্দাজনক অবজ্ঞা তাঁর মঙ্গলময়তাকেই ব্যক্ত করবে। তিনি আমার দেহ ধারণ করেন আমি যেন তাঁর বাণী গ্রহণ করি; তিনি আমার মাংস ধারণ করেন, তাঁর আপন আত্মাকে আমাকে দান করেন যাতে এ বিনিময়ের মধ্য দিয়ে তিনি আমার জন্য জীবনের সম্পদের ব্যবস্থা করতে পারেন। আমাকে পবিত্র করার জন্যই তিনি আমার মাংস ধারণ করেন; আমাকে পরিত্রাণ করার জন্যই তিনি তাঁর আপন আত্মাকে আমাকে দান করেন।

জন্মোৎসবের পরবর্তী

২য় রবিবার

প্রভুর আত্মপ্রকাশ মহাপর্ব ৬ই জানুয়ারীতে পালিত হলে, তবে এ রবিবার ২ ও ৫ই জানুয়ারীর মধ্যে পড়ে। সুসমাচার ও পাঠ খ্রীষ্টের জন্মোৎসবের ব্যবস্থা অনুসারে।

প্রভুর আত্মপ্রকাশ

সুসমাচার পাঠ (ক, খ, গ বর্ষ) - মথি ২:১-১২

হেরোদ রাজার সময়ে যুদেয়ার বেথলেহেমে যীশুর জন্ম হওয়ার পর প্রাচ্য দেশ থেকে কয়েকজন পন্ডিত যেরুসালেমে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইহুদীদের নবজাত রাজা কোথায়? আমরা পুবে তাঁর জ্যোতিষ্ক দেখেছি, ও তাঁর সামনে প্রণিপাত করতে এসেছি।' একথা শুনে হেরোদ রাজা উদ্বিগ্ন হলেন, ও তাঁর সঙ্গে গোটা যেরুসালেমও উদ্বিগ্ন হল। সকল প্রধান যাজক ও জাতির শাস্ত্রীদের সমবেত করে তিনি তাঁদের কাছে জানতে চাইলেন, সেই খ্রীষ্টের কোথায় জন্মাবার কথা। তাঁরা তাঁকে বললেন: 'যুদেয়ার বেথলেহেমে, কেননা নবী যে কথা লিখেছিলেন, তা এ: যুদা দেশের হে বেথলেহেম, যুদার জননেতাদের মধ্যে তুমি আদৌ হীনতম নও, কারণ তোমা থেকেই বের হবেন এক জননেতা, যিনি আমার জনগণ ইস্রায়েলকে প্রতিপালন করবেন।'

তখন হেরোদ সেই পন্ডিতদের গোপনে ডেকে কোন্ সময়ে জ্যোতিষ্কটা দেখা দিয়েছিল, তাঁদের কাছ থেকে তা সঠিক ভাবে জেনে নিলেন, এবং এই বলে তাঁদের বেথলেহেমে পাঠিয়ে দিলেন, 'আপনারা গিয়ে ভাল করেই সেই শিশুর খোঁজ নিন; খোঁজ পেলেই আমাকে সংবাদ দিন, যেন আমিও গিয়ে তাঁর সামনে প্রণিপাত করতে পারি।'

রাজার কথামত তাঁরা বিদায় নিলেন, আর দেখ, পুবে তাঁরা যে জ্যোতিষ্ক দেখেছিলেন, তা তাঁদের আগে আগে চলল, যতক্ষণ না সেই স্থানের উপর এসে থামল যেখানে শিশুটি ছিলেন। জ্যোতিষ্কটা দেখতে পেয়ে তাঁরা মহা আনন্দে অতিশয় আনন্দিত হলেন; এবং ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে শিশুটিকে তাঁর মা মারীয়ার সঙ্গে দেখতে পেলেন; তখন ভূমিষ্ঠ হয়ে তাঁর সামনে প্রণিপাত করলেন; পরে নিজেদের রত্নপেটিকা খুলে

তাঁকে উপহার দিলেন সোনা, ধূপধুনো ও গন্ধনির্যাস। পরে যেন হেরোদের কাছে ফিরে না যান, স্বপ্নে তেমন আদেশ পেয়ে তাঁরা অন্য পথ দিয়ে নিজেদের দেশে ফিরে গেলেন।

মহাপ্রাণ সাধু বাসিলের উপদেশাবলি **উপদেশ ৬**

এসো, আমরাও অন্তরে সেই মহা আনন্দ গ্রহণ করি

শিশুটি যেখানে ছিলেন, তারাটি সেই স্থানের উপরে থামল। তারাটি দেখামাত্র পণ্ডিতগণ মহানন্দে অধিক আনন্দিত হলেন। এসো, আমরাও অন্তরে সেই মহা আনন্দ গ্রহণ করি। রাখালদের কাছে স্বর্গদূতেরা একই আনন্দের সংবাদ জানান। এসো, পণ্ডিতদের সঙ্গে আমরাও তাঁকে পূজা করি, রাখালদের সঙ্গে তাঁর গৌরবকীর্তন করি, স্বর্গদূতদের সঙ্গে আনন্দে মেতে উঠি, *কেননা আজ আমাদের জন্য এক ত্রাণকর্তা জন্মেছেন—তিনি খ্রীষ্ট প্রভু। পরমেশ্বর প্রভুই আমাদের আলো:* ঈশ্বররূপে নয়, পাছে আমাদের দুর্বলতা আতঙ্কিত হয়; বরং দাসরূপে, যাতে যারা দাসত্বের অধীন ছিল, তিনি তাদের কাছে মুক্তি এনে দিতে পারেন। এমন কার অন্তর এত উদাসীন ও অকৃতজ্ঞ যে, উপহার দান ক'রে আপন উৎফুল্লতা ব্যক্ত করার আনন্দ অনুভব করবে না? আজ সমগ্র বিশ্বের জন্যই উৎসবের দিন: স্বর্গকে মর্তের কাছে দান করা হয়, একটি মহাদূতকে জাখারিয়া ও মারীয়ার কাছে প্রেরণ করা হয়, স্বর্গদূতদের এক দল গেয়ে ওঠেন, *ঊর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের গৌরব, ইহলোকে তাঁর প্রসন্নতার পাত্র মানুষের জন্য শান্তি!*

তারকারাজি স্বর্গ থেকে মুখ বাড়ায়, পণ্ডিতগণ আপন দেশ ছেড়ে আসেন, গোটা পৃথিবী একটি গুহাতে সংগৃহীত। কিছুটা নিয়ে যাবে না, আমাদের মধ্যে তেমন কেউ যেন না থাকে; অকৃতজ্ঞ থাকবে, তেমন কেউ যেন না থাকে। এসো, জগতের পরিত্রাণ ও মানবজাতির জন্মতিথি উদ্‌যাপন করি।

আজ আদমের দণ্ড শোধ করা হয়েছে। আর কখনও একথা শুনতে হবে না, *তুমি ধুলা, আর ধুলাতেই আবার ফিরে যাবে*, বরং যিনি স্বর্গ থেকে এসেছেন, তুমি তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে স্বর্গেই উন্নীত হবে। আর কখনও শোনা যাবে না, *তুমি যন্ত্রণার মধ্যেই প্রসব করবে।* বস্তুত, তিনি ধন্য, যিনি ইম্মানুয়েলকে প্রসব করলেন; সেই বুকও ধন্য যা যীশুকে দুধ দিল! ঠিক একারণে *এক শিশু জন্ম নিয়েছেন আমাদের জন্য, এক পুত্রসন্তানকে দেওয়া হয়েছে আমাদের, তাঁর কাঁধে রয়েছে আধিপত্যের চিহ্ন।*

যারা স্বর্গ থেকে প্রভুকে সাদরে গ্রহণ করলেন, তুমি তাঁদের দলে যোগ দাও।

একথা ভাব: রাখালেরা প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল, যাজকেরা ভবিষ্যদ্বাণী দেওয়ার ক্ষমতা পেলেন, মারীয়া গাব্রিয়েলের সংবাদের ফলে ও এলিজাবেথ আপন গর্ভে যোহন নড়ে উঠলেন ব'লে নারী দু'জনে আনন্দে প্লাবিত হলেন; আন্না শুভসংবাদ প্রচার করেন ও সিমেয়োন শিশুকে কোলে গ্রহণ করেন। এঁরা সকলে সেই শিশুতে মহান ঈশ্বরকেই পূজা করছিলেন, যে শৈশবগঠন দেখছিলেন তা হেয় মনে না করে তাঁরা বরং তাঁর ঈশ্বরত্বের মাহাত্ম্যের প্রশংসাবাদ করছিলেন; কেননা ঐশশক্তি যেন স্ফটিকের মধ্য দিয়ে একটি কিরণেরই মত সেই মানবদেহে উজ্জ্বল হয়ে তাঁদের শুদ্ধ মনশ্চক্ষুর সামনে উদ্ভাসিত ছিল। আহা, তাঁদের সঙ্গে থেকে আমরাও যদি শুদ্ধ চোখে দর্পণের মধ্য দিয়েই যেন প্রতিবিম্বিত প্রভুর গৌরব দর্শন করতে পারি, আমরাও যদি আমাদের প্রভু

যীশুখ্রীষ্টের অনুগ্রহ ও মঙ্গলময়তা গুণে গৌরব থেকে উচ্চতর গৌরবে রূপান্তরিত হতে পারি! তাঁরই গৌরব ও রাজ-অধিকার যুগে যুগান্তরে। আমেন।

প্রভুর দীক্ষাস্নান

ক বর্ষ - মথি ৩:১৩-১৭

সেসময় যীশু যোহনের হাতে দীক্ষাস্নাত হবার জন্য গালিলেয়া থেকে যর্দনের ধারে তাঁর কাছে এলেন। যোহন এই বলে তাঁকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করলেন, 'আমারই তো আপনার হাতে দীক্ষাস্নাত হওয়া দরকার, আর আপনি নাকি আমার কাছে আসছেন!'

কিন্তু যীশু উত্তরে তাঁকে বললেন, 'এখনকার মত সম্মত হও, কেননা এভাবেই সমস্ত ধর্মময়তা সাধন করা আমাদের পক্ষে সমীচীন।' তখন তিনি তাঁর কথায় সম্মত হলেন। দীক্ষাস্নাত হওয়ামাত্র যীশু জল থেকে উঠে এলেন, আর হঠাৎ স্বর্গ উন্মুক্ত হল, আর তিনি দেখলেন, ঈশ্বরের আত্মা কপোতের মত নেমে এসে তাঁর উপরে পড়ছেন। আর হঠাৎ স্বর্গ থেকে এক কণ্ঠস্বর বলে উঠল, 'ইনিই আমার প্রিয়তম পুত্র, এঁতে আমি প্রসন্ন।'

নেওসীজারিয়ার বিশপ সাধু গ্রেগরির বলে ধরে নেওয়া উপদেশ **উপদেশ ৪**

যিনি পিতার গৌরবের প্রভা,
তিনি আমাদের মাঝে এলেন

আপনার সামনে আমি নীরব হয়ে থাকতে পারি না; কেননা আমি একটা কণ্ঠস্বর, প্রকৃতপক্ষে আমি *এমন একজনের কণ্ঠস্বর যে মরুপ্রান্তরে চিৎকার করে বলে, প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর। আমারই তো আপনার হাতে দীক্ষাস্নাত হওয়া দরকার, আর আপনি নাকি আমার কাছে আসছেন?* জন্মগ্রহণ করে আমি আমার প্রসবিনী মাতার অনুর্বরতা উর্বর করেছি; তখনও আমার মুখে কথা ফোটেনি আর আমি আমার পিতার মুখ উন্মুক্ত করেছি যিনি বাক্‌শক্তিহীন হয়েছিলেন: বালক হতেই আমি আপনার কাছ থেকে অলৌকিক কাজ সাধন করার ক্ষমতা পেয়েছিলাম।

অপরদিকে আপনি সেই মারীয়া থেকে জন্ম নিয়ে, যাঁকে আপনি কুমারীই চেয়েছিলেন—আর এমনভাবেই চেয়েছিলেন যার রহস্য একমাত্র আপনিই জানেন—, আপনি তো তাঁর কুমারীত্ব একবিন্দুও স্পর্শ করেননি, বরং তাঁকে রক্ষা করে মাতৃত্বের মর্যাদা দান করেছেন। কুমারীত্ব আপনার জন্মে বাধা দেয়নি, আপনার জন্মও কুমারীত্বকে ক্ষতি করেনি: সাধারণত পরস্পর-বিপক্ষীয় এই দু'টো জিনিস, এবার একটিমাত্র ঘটনায় মিলিত হল। প্রকৃতির স্রষ্টা হওয়ায় আপনার পক্ষে তেমন কাজ সম্ভব শুধু নয়, সহজও হল।

মানুষ বলে আমি ঐশ অনুগ্রহের অংশীদার মাত্র; অপরদিকে আপনি স্বয়ং ঈশ্বর, যদিও মানুষ-হওয়া-ঈশ্বর, কেননা আপনি দয়ালু ও মানবজাতিকে চরম ভালবাসায় ভালবাসেন। *আমারই তো আপনার হাতে দীক্ষাস্নাত হওয়া দরকার, আর আপনি নাকি আমার কাছে আসছেন?* আপনি যে আদিতে ছিলেন, ঈশ্বরমুখীই ছিলেন, আর আপনি নিজেই ছিলেন ঈশ্বর; আপনি যে পিতার গৌরবের প্রভা ও সিদ্ধতামণ্ডিত পিতার সিদ্ধ প্রতিমূর্তি; আপনি যে *সত্যকার আলো, যে আলো জগতে আসা প্রতিটি মানুষকে আলোকিত করে;* জগতের সত্তা হয়েও আপনি সেখানে এলেন যেখানে আগেও ছিলেন, এবং স্বরূপের পরিবর্তন না ঘটিয়েও মাংস হলেন; আপনি যে আপনার

দাসদের চোখের সামনে দাসরূপেই আমাদের মাঝে বাস করতে এলেন; আপনি যে আপনার পবিত্র নাম দিয়ে স্বর্গ ও মর্তের মধ্যে সেতুবন্ধন হলেন: সেই আপনি কি আমার কাছে আসছেন? আপনি যে এত মহান, আমার মত মানুষের কাছে আসছেন? আপনি যে রাজা, অগ্রদূতের কাছে আসছেন? আপনি যে প্রভু, আপনি কি দাসের কাছে আসছেন? আর যদিও আপনি আমাদের হীন স্বরূপ ধারণ করতে ঘৃণাবোধ করেননি, তবু আমি তেমন স্বরূপের সীমা ভুলতে পারি না। আমি তো জানি সেই সীমাহীন ব্যবধান যা পৃথিবীকে তার স্রষ্টা থেকে পৃথক রাখে, জানি মাটি ও যিনি মাটি দিয়ে মানুষ গড়েছেন তাদের মধ্যে কী পার্থক্যই না রয়েছে। আমি তো জানি, ধর্মময়তার সূর্য বলে আপনি আপনার প্রভায় আপনার অনুগ্রহের প্রদীপ-মাত্র এ আমারই চেয়ে কতই না দীপ্তিমান। আপনার প্রতাপ দেহের শুভ্র মেঘের মধ্যে জড়ানো হলেও আমি তো আপনার সেই প্রতাপ মেনে নিই। আমার দাস-ভূমিকা বিষয়ে সচেতন হয়ে আমি আপনার মাহাত্ম্য ঘোষণা করি, আপনার প্রতাপের উচ্চতা মেনে নিই, ও আমার নীচতা ও মূল্যহীনতা স্বীকার করি। যখন *আমি আপনার জুতো খুলবার যোগ্য নই*, তখন কি করে আপনার নিষ্কলঙ্ক মাথা স্পর্শ করব? আপনি যখন আকাশমণ্ডলকে আবরণের মত পেতে দিয়েছেন ও পৃথিবীকে জলরাশির উপরে স্থাপন করেছেন, তখন আমি কেমন করে আপনার উপর আমার ডান হাত বাড়াব? দাসের এই হাতের মুঠ আমি কি করে আপনার ঐশ মাথার উপর খুলে দেব? আমি কেমন করে আপনাকে শোধন করব, আপনি যে নিষ্কলঙ্ক ও পাপশূন্য? কেমন করে আমি স্বয়ং আলোকে আলোকিত করব? যারা আপনাকে জানে না, আপনি যে তাদের প্রার্থনাও শোনেন, কোন্ প্রার্থনাই বা আমি সেই আপনার উপর উচ্চারণ করব?

খ বর্ষ - মার্ক ১:৭-১১

> সেসময় যোহন প্রচার করে বলতেন, 'আমার পরে এমন একজন আসছেন, যিনি আমার চেয়ে শক্তিশালী; আমি নিচু হয়ে তাঁর জুতোর বাঁধন খুলবার যোগ্য নই। আমি তোমাদের জলে দীক্ষাস্নাত করলাম, তিনি কিন্তু পবিত্র আত্মায়ই তোমাদের দীক্ষাস্নাত করবেন।'
>
> নির্ধারিত সময় যীশু গালিলেয়ার নাজারেথ থেকে এসে যোহনের হাতে যর্দনে দীক্ষাস্নাত হলেন। আর জলের মধ্য থেকে উঠে আসামাত্র তিনি দেখলেন, আকাশ দু'ভাগ হল ও আত্মা কপোতের মত তাঁর উপর নেমে আসছেন; এবং স্বর্গ থেকে এক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল, 'তুমি আমার প্রিয়তম পুত্র, আমি তোমাতে প্রসন্ন।'

সাধু এফ্রেমের 'স্তুতিগান-সংহিতা' **স্তুতিগান ১৪:৬-৮,১৪,৩২,৩৬-৩৭,৪৭-৫০**

প্রভুর আত্মপ্রকাশে
সমগ্র বিশ্ব জ্যোতিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল

যিনি যত দীক্ষাস্নানের স্বয়ং প্রণেতা, তিনি দীক্ষাস্নান গ্রহণ করার জন্য এগিয়ে এলেন ও যর্দনের কাছে আত্মপ্রকাশ করলেন। যোহন তাঁকে দেখলেন ও হাত জোড় করে তাঁকে অনুরোধ করলেন: প্রভু, কেমন করে আপনি আমার হাতেই দীক্ষাস্নাত হতে চান? আপনিই তো আপনার দীক্ষাস্নানে সবকিছু পবিত্রিত করেন! আপনারই তো সত্যকার দীক্ষাস্নান সম্পাদন করার কথা, সেই যে দীক্ষাস্নান থেকে সম্পূর্ণ পবিত্রতা নির্গত।

প্রভু উত্তরে বলেন, আমিই তাই চাই; কাছে এসো, আমাকে দীক্ষাস্নাত কর, যাতে আমার ইচ্ছা পূর্ণ হয়। তুমি তো আমাকে নিরস্ত করতে পার না: আমি তোমার হাতে নিজেকে দীক্ষাস্নাত করাই কারণ আমিই তো তাই চাই। তুমি কম্পিত, আর আমার ইচ্ছা রোধ করতে করতে ভাবছ না যে, যে দীক্ষাস্নান আমি তোমার কাছে চাই, তা আমারই অধিকার মাত্র; অতএব তুমি যে কাজে আহূত, সেই কাজ সাধন কর।

আমার দীক্ষাস্নানে জল পবিত্রিত হবে, আমার কাছ থেকে সেই জল আত্মার অগ্নি লাভ করবে। আমি এখন দীক্ষাস্নাত না হলে জল অনন্ত জীবনে জন্মদান করার ক্ষমতা পাবে না।

এ একান্ত প্রয়োজন, আর প্রতিরোধ না করে তুমি আমাকে দীক্ষাস্নাত কর যেইভাবে আমি তোমাকে আদেশ দিচ্ছি। আমি তোমাকে তোমার মাতার গর্ভে দীক্ষাস্নাত করেছি; তুমি আমাকে যর্দনে দীক্ষাস্নাত কর।

তখন যোহন বললেন, আমি নিতান্ত অপদার্থ দাস; আপনি যখন সকলকে স্বাধীনতা দান করেন, তখন আমাকে দয়া করুন। আমি আপনার জুতো খুলবার যোগ্য নই। কে আমাকে বলবে আপনার পুণ্য মাথার উপরে যোগ্য ভাবে হাত অর্পণ করতে?

প্রভু, আপনার কথায় বাধ্য হব; এগিয়ে আসুন সেই দীক্ষাস্নানে, যার দিকে আপনার ভালবাসা আপনাকে আকর্ষণ করে। অতিশয় স্তম্ভিত হয়ে ধুলামাত্র মানুষ দেখছে, সে এখন এমন পর্যায়ে এসেছে যখন যিনি তাকে গড়েছেন, তাঁর উপর সে নিজেই হাত অর্পণ করবে।

গ বর্ষ - লুক ৩:১৫-১৬,২১-২২

সেসময় যেহেতু জনগণ প্রতীক্ষায় ছিল, ও যোহনের বিষয়ে সকলে মনে মনে ভাবছিল তিনিই সেই খ্রীষ্ট কিনা, সেজন্য যোহন সকলকে উদ্দেশ করে বললেন, 'আমি তোমাদের জলে দীক্ষাস্নাত করি বটে, কিন্তু এমন একজন আসছেন, যিনি আমার চেয়ে শক্তিশালী; আমি তাঁর জুতোর বাঁধন খুলবার যোগ্য নই; তিনি পবিত্র আত্মা ও আগুনেই তোমাদের দীক্ষাস্নাত করবেন।

তখন এমনটি ঘটল যে, যখন সমস্ত জনগণ দীক্ষাস্নাত হল এবং যীশু নিজেও দীক্ষাস্নাত হয়ে প্রার্থনা করছিলেন, তখন স্বর্গ উন্মুক্ত হল, এবং পবিত্র আত্মা দৈহিক আকারে, কোপতের মত, তাঁর উপরে নেমে এলেন; এবং স্বর্গ থেকে এক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল, 'তুমি আমার পুত্র, আমি আজ তোমাকে জন্ম দিলাম।'

তুরিনের বিশপ সাধু মাক্সিমের উপদেশাবলি **উপদেশ ১৩ক:১-৩**

যখন পরিত্রাতা জলে ডুব দিলেন, তখন তিনি সমস্ত জল পবিত্রিত করলেন

তাঁর মঙ্গলদান অবিরত ধারায় আমাদের উপর বর্ষিত, তাঁর আনন্দ আমাদের অনুক্ষণ প্লাবিত করে, এসব কিছু আমাদের বুঝিয়ে দেয়, আমরা খ্রীষ্ট প্রভুর কাছে কতই না ঋণী। আমরা ত্রাণকর্তার জন্মের জন্য এখনও উল্লাস করছি, আর দেখ, ইতিমধ্যে তাঁর নবজন্ম আমাদের আনন্দিত করতে এসেছে; খ্রীষ্টের জন্মোৎসব এখনও শেষ হয়নি, আর ইতিমধ্যে তাঁর দীক্ষাস্নানের পর্ব উপস্থিত; তিনি এইমাত্র মানুষের মাঝে জন্ম নিলেন, আর ইতিমধ্যে সাক্রামেন্তে নবজন্ম গ্রহণ করেন।

বস্তুত আজ তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েও যর্দনে অভিষেক গ্রহণ করেন। কুমারী থেকে আপন জন্ম ও

দীক্ষাস্নানে আপন নবজন্ম একটিমাত্র ঘটনায় যুক্ত করায় প্রভু তাঁর মঙ্গলদানের ধারা অবিচ্ছিন্নই দেখাতে চাইলেন; তিনি চাইলেন, তাঁর মাংসগত জন্ম ও তাঁর দীক্ষাস্নানে সূচিত জন্ম সময়ের ধারাবাহিকতায় কোন বাধা না মেনেই আনন্দের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হবে, যেন সেইসময় যেমন কুমারী জননীর গর্ভে তাঁর সেই উদ্ভব দর্শন করেছি, তেমনি আজ তাঁকে নির্মল জলে নিমগ্নই দর্শন করি আর এই দ্বিবিধ আশ্চর্য কাজের জন্য আনন্দ ভোগ করি: একটি জননী কুমারীত্ব অক্ষুণ্ন রেখে একটি সন্তান প্রসব করলেন, এবং জল খ্রীষ্টকে স্নাত ক'রে পবিত্রিত হয়ে ওঠে। কেননা, যেমন প্রসবের পরে মারীয়ার নিত্যকুমারীত্ব গৌরবান্বিত হয়েছে, তেমনি দীক্ষাস্নানের পরে জলের পবিত্রীকরণ স্বীকার করা হয়েছে। এমনকি, একপ্রকারে জল মহত্তর একটি দান লাভে ধনবান হয়ে উঠল, কেননা মারীয়া কুমারীত্বের গৌরবের যোগ্যতা কেবল নিজেরই জন্য লাভ করলেন, জল আমাদেরও সেই পবিত্রীকরণের সহভাগী করেছে; মারীয়াকে পাপ থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে, জল পাপ থেকে ধৌত করে; কুমারীত্ব বজায় রেখে মারীয়া একবারই মাত্র জননী হলেন, জল বহুবার নবজন্ম দান করেও আপন পবিত্রতা বজায় রাখে; খ্রীষ্টকে ছাড়া মারীয়া আর কোন সন্তানকে চেনেন না, খ্রীষ্ট দ্বারা জল বহু জাতির জননী।

সুতরাং আজ যেন পরিত্রাতার দ্বিতীয় এক জন্মদিন। তাঁর এই জন্মে আমরা একই চিহ্ন ও একই আশ্চর্য কাজ দেখতে পাই, রহস্যটি কিন্তু আরও গভীর। যিনি মারীয়ার গর্ভে তাঁর সঙ্গে ছিলেন, সেই পবিত্র আত্মা এখন জলে তাঁকে আলোয় ঘিরে রাখেন: তিনি তখন তাঁর জন্য মারীয়ার কুমারীত্বকে পবিত্রিত করেছিলেন, এখন তাঁর জন্য জলকে পবিত্রিত করেন।

যিনি সেইসময় আপন সর্বশক্তিশালী ছায়া পেতে দিয়েছিলেন, সেই পিতা এখন নিজ কণ্ঠস্বরেই তাঁর বিষয়ে সাক্ষ্যদান করেন; এমনকি যিনি তাঁর জন্মের সময়ে যেন ছায়ার মতই উপস্থিত ছিলেন, তিনি এখন স্পষ্টতর উপস্থিতিতে সত্যের বিষয়ে সাক্ষ্যদান করেন: বস্তুত ঈশ্বর বলেন, *ইনিই আমার প্রিয়তম পুত্র, এঁতে আমি প্রসন্ন; তোমরা তাঁর কথা শোন।*

সুতরাং আজ খ্রীষ্ট যর্দনে দীক্ষাস্নাত হন। এ কেমন দীক্ষাস্নান? যিনি দীক্ষাস্নাত হচ্ছেন, তিনি যে সেই জলেরই চেয়ে শুদ্ধ, যে জলে ডুব দিচ্ছেন! এমন কিছু কবেই বা ঘটেছে যে, ধুতে ধুতে জল কলুষিত হয় না, বরং আশিসধারায় ধনবান হয়ে ওঠে? আবার বলছি, পরিত্রাতার দীক্ষাস্নান কেমন দীক্ষাস্নান? পবিত্রিত না ক'রে জল নিজেই পবিত্রিত হয়! সত্যি আশ্চর্যের বিষয়, জল খ্রীষ্টকে শোধন করে না, বরং তাঁর দ্বারা সে-ই শুদ্ধ হয়।

আপন দীক্ষাস্নান-রহস্য গুণে সেই সময় থেকে ত্রাণকর্তা সকল উৎসের জল পবিত্রিত করলেন, ফলে যে কেউ প্রভু-নামে দীক্ষাস্নাত হতে চাইবে, তাকে এজগতের জল দ্বারা নয়, খ্রীষ্টেরই জল দ্বারা শোধন করা হবে।

তপস্যাকাল

১ম রবিবার

ক বর্ষ - মথি ৪:১-১১

তখন যীশু দিয়াবল দ্বারা পরীক্ষিত হবার জন্য আত্মা দ্বারা প্রান্তরে চালিত হলেন; চল্লিশদিন চল্লিশরাত অনাহারে থাকার পর তিনি ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লেন। মানুষকে যে পরীক্ষা করে, সে তখন তাঁকে এসে বলল, 'তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে বল, যেন এই পাথরগুলো রুটি হয়ে যায়।' কিন্তু তিনি উত্তরে বললেন, 'লেখা আছে,

মানুষ কেবল রুটিতে বাঁচবে না,
কিন্তু ঈশ্বরের মুখ থেকে যে প্রতিটি উক্তি নির্গত হয়,
তাতেই বাঁচবে।'

তখন দিয়াবল তাঁকে পবিত্র নগরীতে নিয়ে গেল, ও মন্দিরের চূড়ার উপরে দাঁড় করিয়ে তাঁকে বলল, 'তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে নিচে ঝাঁপ দিয়ে পড়, কেননা লেখা আছে,

তোমার জন্যই আপন দূতদের তিনি আজ্ঞা দিলেন;
আর তাঁরা তোমায় দু'হাতে তুলে বহন করবেন,
পাথরে তোমার পায়ে যেন কোন আঘাত না লাগে।'

যীশু তাকে বললেন, 'আরও লেখা আছে:
তোমার ঈশ্বর প্রভুকে তুমি পরীক্ষা করো না।'

আবার দিয়াবল তাঁকে অধিক উচ্চ এক পর্বতে নিয়ে গেল, ও জগতের সকল রাজ্য ও তাদের গৌরব দেখিয়ে তাঁকে বলল, 'তুমি যদি ভূমিষ্ঠ হয়ে আমার সামনে প্রণিপাত কর, তবে এই সমস্ত কিছু আমি তোমাকে দেব।' তখন যীশু তাকে বললেন, 'দূর হও, শয়তান; কেননা লেখা আছে,

তোমার ঈশ্বর প্রভুকেই প্রণাম করবে,
কেবল তাঁকেই উপাসনা করবে।'

তখন দিয়াবল তাঁকে ছেড়ে চলে গেল, আর হঠাৎ দূতেরা কাছে এসে তাঁর সেবা করতে লাগলেন।

নাজিয়াঞ্জুসের সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি **উপদেশ ৪০:১০**

খ্রীষ্টবিশ্বাসী প্রলোভন জয় করতে সক্ষম

দীক্ষাস্নানের পরে আলোর নির্যাতক সেই প্রলুব্ধকারী তোমাকে আক্রমণ করে থাকবে, আর অবশ্যই সে তোমাকে আক্রমণ করবে,—কেননা মাংসে নিহিত আমার ঈশ্বরের বাণীকে, অর্থাৎ মানবতায় আবৃত স্বয়ং আলোকেও সে পরীক্ষা করেছে—তুমি তো জান কীভাবে তাকে পরাজিত করতে হয়: সংগ্রাম ভয় করো না! তার সামনে প্রতিবন্ধ হিসাবে জল দাঁড় করাও, সেই আত্মাকেই দাঁড় করাও যাঁর মধ্যে সেই দুর্জনের সমস্ত অগ্নিময় তীর ধ্বংসিত হবে।

সে যখন তোমার দীনতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়—খ্রীষ্টের বেলায়ও তা করতে দ্বিধা করেনি যখন তাঁর ক্ষুধা স্মরণ করিয়ে দিল যাতে তিনি পাথরগুলিকে রুটিতে পরিণত করেন—তখন প্রভুর উত্তর স্মরণ কর। সে যা জানে না, তা তাকে শেখাও; প্রতিবন্ধ হিসাবে তুমি সেই জীবন-বাণী দাঁড় করাও যে বাণী স্বর্গ থেকে নেমে আসা রুটি ও জগৎকে জীবন দান করে। সে যখন অসার গর্ব দ্বারা তোমাকে প্রবঞ্চনা করতে চায়—খ্রীষ্টের বেলায়ও তাই করল যখন তাঁকে মন্দিরের সর্বোচ্চ মিনারে

নিয়ে গিয়ে বলল, *ঝাঁপ দিয়ে পড়,* যাতে তোমার ঈশ্বরত্ব প্রমাণিত হয়—তখন তুমি গর্ব দ্বারা নিজেকে প্রভাবান্বিত হতে দিয়ো না। এতে তোমাকে পরাজিত করলে সে এ পর্যায়ে থামবে না; কেননা সে তৃপ্তির অতীত, সে সবকিছুই কামনা করে; মঙ্গলময়তার ছদ্মবেশেও সে প্রতারণা করে, ও যা ভাল তা মন্দে নিমজ্জিত করে: এই তো তার সংগ্রামের কায়দা!

সেই দস্যু শাস্ত্র খুবই ভাল জানে। এখানে সেই 'লেখা আছে' কথাটি রুটির সঙ্গে সম্পর্কিত, কিন্তু সেখানে দূতদের সঙ্গেই তো সম্পর্কিত; বস্তুত লেখা আছে, *তিনি তোমার জন্য আপন দূতদের আজ্ঞা দেবেন, তাঁরা যেন আপন হাতে তোমাকে তুলে বহন করেন।* হে প্রবঞ্চনার ওস্তাদ, পরবর্তীতে যা লেখা আছে তুমি কেন তার উল্লেখ কর না? তুমি তার উল্লেখ না করলেও আমি তা ভালভাবেই বুঝি, কেননা লেখা ছিল: *হে চন্দ্রবোড়া ও কেউটে সাপ, আমি তোমার উপর পা দেব, আমি সাপ ও কাকড়া বিছে মাড়িয়ে যাব*—বলা বাহুল্য, পরমত্রিত্বের রক্ষা ও শক্তি গুণেই তা করব।

তোমার চোখের সামনে এক নিমেষেই যত রাজ্যকে তার আপন রাজ্য বলে দেখিয়ে তোমার কাছে পূজা দাবি ক'রে সে যদি কৃপণতা দিয়ে তোমাকে আক্রমণ করে, তাহলে তুমি তাকে বাজে পদার্থের মতই ঘৃণা কর। ক্রুশচিহ্ন দ্বারা সংরক্ষিত হয়ে তুমি তাকে বল: আমিও ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি; তোমার মত আমি গর্বের জন্য স্বর্গীয় গৌরব থেকে বিচ্যুত হয়েছি, এমন নয়; আমি তো খ্রীষ্টেই পরিবৃত; দীক্ষাস্নানে খ্রীষ্ট হয়ে উঠলেন আমার উত্তরাধিকার: তুমিই বরং আমাকে পূজা করবে! বিশ্বাস কর, তেমন কথায় পরাজিত ও লজ্জায় অভিভূত হয়ে সে সেই সকল আলোপ্রাপ্তজন থেকে দূরে সরে যাবে যেইভাবে আলোর আদিকারণ সেই খ্রীষ্ট থেকে দূরে সরে গেছিল।

যারা দীক্ষাস্নানের শক্তি মেনে নেয়, দীক্ষাস্নান তাদের এ সমস্ত মঙ্গলদান মঞ্জুর করে। যারা প্রশংসনীয় ক্ষুধায় ভুগছে, দীক্ষাস্নান তাদের সামনে তৃপ্তিকর ভোজনপাট সাজায়।

খ বর্ষ - মার্ক ১:১২-১৫

আত্মা যীশুকে প্রান্তরে টেনে নিলেন, এবং তিনি চল্লিশদিন সেই প্রান্তরে থেকে শয়তান দ্বারা পরীক্ষিত হলেন; তিনি বন্যজন্তুদের সঙ্গে ছিলেন, ও স্বর্গদূতেরা তাঁর সেবা করতেন।

যোহনকে ধরিয়ে দেওয়া হলে পর যীশু ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করতে করতে গালিলেয়ায় গেলেন; তিনি বলছিলেন, 'কাল পূর্ণ হল, ও ঈশ্বরের রাজ্য কাছে এসে গেছে: মনপরিবর্তন কর ও সুসমাচারে বিশ্বাস কর।'

তারা মঠের অধ্যক্ষ ধন্য ইসায়াকের উপদেশাবলি **উপদেশ ৩০**

পবিত্র আত্মা ও প্রান্তর

যীশু আত্মা দ্বারা প্রান্তরে চালিত হলেন। আমার প্রভু যীশুখ্রীষ্ট যা কিছু করেন, তা চালিত বা প্রেরিত বা আহূত বা আদিষ্ট হয়েই করেন; নিজে থেকে কিছুই করেন না। প্রেরিত হয়ে তিনি জগতে আসেন, চালিত হয়ে প্রান্তরে যান, আহূত হয়ে মৃত্যু থেকে ওঠেন, যেইভাবে লেখা আছে, *ওঠ, আমার গৌরব; ওঠ, সেতার ও বীণা!*

তবু যন্ত্রণাভোগের দিকে তিনি নিজে থেকে স্বেচ্ছায়ই দ্রুতপদে এগিয়ে যান, যেইভাবে নবী বলেছিলেন: *ইচ্ছা করলেন বিধায়ই তিনি বলীকৃত হলেন।* এতেই তিনি মৃত্যু পর্যন্ত পিতার প্রতি নিজেকে বাধ্য করলেন। কেননা সদ্‌গুরু ও বাধ্যতার আদর্শ হওয়ায় সেই একমাত্র পথ যা সত্যের

শরণে জীবনের কাছে চালিত করে, সেই যন্ত্রণাভোগ ছাড়া তিনি নিজে থেকে অন্য কিছুই করতে বা সহ্য করতে চাইলেন না। *তিনি পবিত্র আত্মা দ্বারা প্রান্তরে চালিত হলেন,* বা অন্য রচয়িতার বর্ণনা অনুসারে, *আত্মা তাঁকে প্রান্তরে টেনে নিলেন।*

যারা ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা চালিত, তারা ঈশ্বরের সন্তান। তিনি কিন্তু যেহেতু সূক্ষ্মতর ও যোগ্যতর ভাবেই পুত্র, সেজন্য অন্যান্যদের চেয়ে ভিন্ন ও শ্রেয়তর ভাবেই প্রান্তরে প্রেরিত বা চালিত হলেন।

যীশু পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে যর্দন থেকে সরে গেলেন, এবং সেই আত্মার আবেশে প্রান্তরে চালিত হলেন। অন্যান্যদের কাছে পবিত্র আত্মাকে নির্ধারিত মাত্রায় দান করা হয়, আর সেই মাত্রা অনুসারেই তারা সবকিছুতে পরিচালিত; তিনিই আত্মার পরিপূর্ণতা লাভ করলেন, যাঁর মধ্যে ঈশ্বরত্বের পূর্ণতা বাস করতে প্রীত হল। এজন্য ইনিই অধিকতর প্রভাব ও পরিপূর্ণতার সঙ্গে পিতার আজ্ঞাগুলি পালন করতে চালিত হলেন। *তিনি যর্দন থেকে সরে গেলেন, এবং প্রান্তরে চালিত হলেন।* সুতরাং যিনি এজগতে নেমে এলেন, তিনি যর্দন থেকে আসেন; তারপর এখান থেকে আবার ফিরে এসে এজগৎ ছেড়ে পিতার কাছে যান। ফলে যে কেউ যর্দনের দিকে আরোহণ করতে ইচ্ছা করে, সে নিচু জায়গায় আসুক, বিনম্রতায়ই আসুক, কেননা বিনম্রতাই আরোহণের একমাত্র শর্ত। বস্তুতপক্ষে, *যে কেউ নিজেকে নমিত করে, তাকে উন্নীত করা হবে।*

এখানেই সে সেই পবিত্র আত্মাকে খুঁজে পাবে যিনি বিনম্র ও কোমলপ্রাণের উপর অধিষ্ঠান করেন, যিনি তার উপরেই অধিষ্ঠান করেন যে ভয় করে সেই ঈশ্বরেরই বাণী, যিনি গর্বিতদের প্রতিরোধ করেন কিন্তু বিনম্রদেরই অনুগ্রহ দান করেন, তারা যেন জগৎকে তুচ্ছ করে ও সংসার থেকে পলায়ন করে, শয়তানকে পরাজিত করে ও সেই বিপুল জনতা থেকে দূরে যায় যাদের মধ্যে কটুবাক্য সদাচরণকে কলুষিত করে; তারা যেন সেই প্রান্তর ও সেই নির্জন স্থান খোঁজ করে যেখানে ঈশ্বরের যত্ন করতে পারে, চড়ুই পাখির মত তাঁকে ডাকতে পারে, ও কপোতের মত তাঁকে নিয়ে ধ্যানমগ্ন থাকতে পারে; সেখানেই তিনি উত্তর দিয়ে তাদের হৃদয়কে উদ্দেশ করে নবীর কথামত বলবেন, *আমি তাকে প্রান্তরে চালিত করব ও তার হৃদয়ের কাছে কথা বলব।*

এভাবে নম্র ও কোমলপ্রাণ আমাদের সেই প্রভু যীশুখ্রীষ্ট, এমন বিনম্রতা ও কোমলতার নাগাল পেয়ে যার ফলে তাঁর নিম্নপদস্থেরই হাতে দীক্ষিত হবার জন্য নিজেকে নমিত করলেন, সঙ্গে সঙ্গেই মনোনীত হতে যোগ্য হয়ে উঠলেন, যেইভাবে পিতার কণ্ঠ প্রমাণ দিয়ে বলল, *ইনি আমার প্রিয় পুত্র,* বিনম্র ও বাধ্য বলেই *এঁতে আমি প্রসন্ন;* এজন্যই আমি ন্যায়সঙ্গতভাবে তাঁকে উন্নীত করি ও সকলের চেয়ে তাঁকে ভালবাসি; সুতরাং তোমরা এখন থেকেই তাঁর কথা শোন। তখন সেই বিনম্র ও কোমলপ্রাণের উপর, আপন ও ঘনিষ্ঠতম মন্দিরেই যেন, সেই পবিত্র আত্মা নেমে এলেন যাঁর দ্বারা তিনি প্রান্তরে চালিত হয়েছিলেন।

গ বর্ষ - লুক ৪:১-১৩

> যীশু পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে যর্দন থেকে সরে গেলেন, এবং সেই আত্মার আবেশে প্রান্তরে চালিত হলেন; সেখানে চল্লিশদিন ধরে দিয়াবল দ্বারা পরীক্ষিত হলেন। সেই সমস্ত দিন ধরে তিনি কিছুই খেলেন না; পরে, সেই দিনগুলি অতিবাহিত হলে ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লেন। তখন দিয়াবল তাঁকে বলল, 'তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে এই পাথরগুলোকে বল, তা যেন রুটি হয়ে যায়।' উত্তরে যীশু তাকে বললেন,

‘লেখা আছে, মানুষ কেবল রুটিতে বাঁচবে না।’ তাঁকে একটা উচ্চ জায়গায় নিয়ে গিয়ে দিয়াবল মুহূর্তকালের মধ্যে জগতের সকল রাজ্য দেখিয়ে তাঁকে বলল, ‘আমি তোমাকে এই সমস্ত অধিকার ও এই সবকিছুর গৌরব দেব, কারণ তা আমার হাতে সঁপে দেওয়া হয়েছে, আর আমার যাকে ইচ্ছা তাকে দান করি; তাই তুমি যদি আমার সামনে প্রণিপাত কর, তবে এই সব তোমারই হবে।’ যীশু উত্তরে তাকে বললেন, ‘লেখা আছে, তোমার ঈশ্বর প্রভুকেই প্রণাম করবে, কেবল তাঁকেই উপাসনা করবে।’ সে তাঁকে যেরুসালেমে নিয়ে গেল, ও মন্দিরের চূড়ার উপরে দাঁড় করিয়ে তাঁকে বলল, ‘তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে এখান থেকে নিচে ঝাঁপ দিয়ে পড়, কেননা লেখা আছে,

তোমার জন্যই আপন দূতদের তিনি আজ্ঞা দিলেন,
তাঁরা যেন তোমায় রক্ষা করেন;

আরও,

তাঁরা তোমায় দু’হাতে তুলে বহন করবেন,
পাথরে তোমার পায়ে যেন কোন আঘাত না লাগে।’

যীশু উত্তরে তাকে বললেন, ‘লেখা আছে: তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুকে পরীক্ষা করো না।’ সব ধরনের পরীক্ষা শেষ করে দিয়াবল উপযুক্ত সময় না আসা পর্যন্ত তাঁকে ছেড়ে চলে গেল।

অরিজেন-লিখিত ‘পরম গীতে উপদেশাবলি’ **উপদেশ ৩**

যীশু পরীক্ষিত হলেন মণ্ডলী যেন শিখতে পারে যে বহু যন্ত্রণা ও প্রলোভনের মধ্য দিয়েই মানুষ তাঁর কাছে যাবে

মরমানুষের জীবন বহু ছলনার ফাঁসে পূর্ণ। সেই জীবন এমন প্রবঞ্চনাপূর্ণ ফাঁদ যা প্রভুর বিরুদ্ধে হিংসা-হেতু নেম্রোথ নামক সেই বৃহৎ শিকারী মানবজাতির সামনে পেতে থাকে। কেননা শয়তান ছাড়া আর কোন্ প্রকৃত বৃহৎ প্রাণী ঈশ্বরের বিরুদ্ধেও বিপ্লব করে? এজন্যই তো প্রলোভনের ফাঁস ও ছলনার ফন্দিফিকিরকে শয়তানের ফাঁদ বলে। আর যেহেতু শত্রু সর্বত্রই এ ফাঁদগুলি পেতে দিয়েছিল ও তার মধ্যে প্রায় সকলকেই ফেলেছিল, এজন্য এ প্রয়োজন হল যে, সেগুলোকে ধ্বংস করতে এমন একজন আসবেন যিনি শয়তানের চেয়ে শক্তিশালী ও পরাক্রমী, তিনি যেন আপন অনুগামীদের জন্য পথ খুলে দিতে পারেন। প্রলোভনের উপর আপন বিজয় গুণে মণ্ডলীকে প্রস্তুত ক’রে নিজের কাছে আহ্বান করার জন্য ত্রাণকর্তাও মণ্ডলীর সঙ্গে বিবাহ-মিলনে পৌঁছবার আগে শয়তান দ্বারা পরীক্ষিত হলেন, এবং নিজ আদর্শের মাধ্যমে তাকে এ স্পষ্ট শিক্ষা দিলেন যে, নিষ্ক্রিয়তা ও আমোদ-প্রমোদ নয়, বরং বহু যন্ত্রণা ও প্রলোভনের মধ্য দিয়েই খ্রীষ্টের কাছে তাকে আসতে হবে। তাঁর আগে কেউই এ সমস্ত ফাঁদ অতিক্রম করতে পারেনি, যেইভাবে লেখা রয়েছে, *সকলেই পাপ করেছে।* শাস্ত্র একথাও বলে, *পৃথিবীতে এমন ধার্মিক মানুষ নেই যে কেবল সৎকর্ম করে, পাপ কখনও করে না;* একথাও রয়েছে, *নিষ্পাপ বলতে কেউই নেই, যদিও তার জীবন একটিমাত্র দিনেরই জীবন।* সুতরাং আমাদের ত্রাণকর্তা ও মুক্তিসাধক যীশুই সেই একমাত্র ব্যক্তি যিনি কোন পাপ করেননি, অথচ পিতা *আমাদের পক্ষে তাঁকে পাপস্বরূপ করলেন,* এবং এর ফলে তিনি *পাপময় মাংসের সাদৃশ্যে পাপার্থে বলিরূপে আপন পুত্রকে প্রেরণ ক’রে মাংসে পাপকে দণ্ডিত করেছেন।*

তবে তিনি এ ফাঁদগুলির কাছে এলেন, তবু তিনিই মাত্র তাতে আবদ্ধ হয়ে পড়েননি; এমনকি সেগুলিকে ছিন্ন ও ধ্বংস করে তিনি আপন মণ্ডলীকে সাহস দিলেন যাতে সেও সেগুলিকে মাড়িয়ে

দিয়ে ও অতিক্রম করে উদ্দীপিত অন্তরে বলতে পারে, *ব্যাধের ফাঁদ থেকে পাখির মতই পালিয়েছে আমাদের প্রাণ, ফাঁদ ভেঙেছে—পালিয়েছি আমরা।*

কিন্তু কেইবা সেই ফাঁদ ভেঙে দিয়েছেন, সেই তিনি ছাড়া যাঁকে ফাঁদ আবদ্ধ করতে পারত না? কেননা তিনি মরেছেন বটে, কিন্তু স্বেচ্ছায়, আমাদের মত পাপের ফলে নয়। অতএব মৃতদের মধ্যে মুক্ত হওয়ায় তিনি মৃত্যুর উপরে যার অধিকার ছিল তাকে বিনাশ করে তাদেরও মুক্ত করে দিলেন যারা মৃত্যুর বন্দি ছিল। আর তিনি যে কেবল নিজেকেই পুনরুত্থিত করলেন তেমন নয়, বরং তাদেরও জাগিয়ে তুললেন ও নিজের সঙ্গে স্বর্গধামে আসন দিলেন। কেননা স্বর্গারোহণ করে তিনি আত্মাগুলিকে মুক্ত করে দিয়ে শুধু নয়, বরং দেহগুলিকেও পুনরুত্থিত করে সেই বন্দিদশাকে বন্দি করে সঙ্গে নিয়ে গেলেন—যেমনটি সুসমাচারের এ বাণীও সাক্ষ্যদান করে বলে, *অনেক নিদ্রাগত লোকের দেহ পুনরুত্থিত হল, তাঁরা অনেক লোককে দেখা দিলেন* ও জীবনময় ঈশ্বরের *পবিত্র নগরী* যেরুসালেমে *প্রবেশ করলেন।*

২য় রবিবার

ক বর্ষ - মথি ১৭:১-৯

একদিন, পিতর, যাকোব ও তাঁর ভাই যোহনকে সঙ্গে করে যীশু নিজেদের মধ্যে একাকী হয়ে থাকবার জন্য একটা উঁচু পর্বতের উপরে তাঁদের নিয়ে গেলেন; এবং তাঁদের সাক্ষাতে রূপান্তরিত হলেন: তাঁর শ্রীমুখ সূর্যের মত দীপ্তিমান, ও তাঁর পোশাক আলোর মত নির্মল হয়ে উঠল।

আর হঠাৎ মোশী ও এলিয় তাঁদের দেখা দিলেন, তাঁরা তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলেন। তখন পিতর যীশুকে বললেন, 'প্রভু, এখানে আমাদের থাকা উত্তম; আপনি ইচ্ছা করলে আমি এখানে তিনটে কুটির তৈরি করব, আপনার জন্য একটা, মোশীর জন্য একটা ও এলিয়ের জন্য একটা।' তিনি কথা বলছেন, এমন সময়ে দেখ, একটি উজ্জ্বল মেঘ নিজ ছায়ায় তাঁদের ঘিরে রাখল, আর হঠাৎ সেই মেঘ থেকে এক কণ্ঠস্বর বলে উঠল: 'ইনি আমার প্রিয়তম পুত্র, এঁতে আমি প্রসন্ন; তাঁর কথা শোন।' একথা শুনে শিষ্যেরা উপুড় হয়ে পড়লেন ও ভীষণ ভয়ে অভিভূত হলেন। কিন্তু যীশু কাছে এসে তাঁদের এই বলে স্পর্শ করলেন, 'ওঠ, ভয় করো না।' তখন চোখ তুলে তাঁরা কেবল যীশুকেই ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলেন না। পর্বত থেকে নামবার সময়ে যীশু তাঁদের এই আদেশ দিয়ে বললেন, 'তোমরা এই দর্শনের কথা কাউকেই বলো না, যতদিন না মানবপুত্র মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেন।'

মহাপ্রাণ সাধু লিওর উপদেশাবলি **উপদেশ ৫১:৩-৪,৮**

বিধান মোশীর মধ্য দিয়ে দেওয়া হল, অনুগ্রহ ও সত্য যীশুখ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে এল

প্রভু মনোনীত সাক্ষীদের সামনে আপন গৌরব প্রকাশ করেন, ও সকল মানুষের মত তাঁরও যে সাধারণ দেহ আছে, তা তিনি এমন বিভায় উজ্জ্বল করে তোলেন যে তাঁর মুখও সূর্যের জ্যোতির মত ও তাঁর পোশাক তুষারের মত শুভ্র হয়ে ওঠে।

এ রূপান্তরের বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল, শিষ্যদের হৃদয় থেকে যেন ক্রুশের স্খলন সরিয়ে দেওয়া হয়, এবং তাঁর নিহিত ঐশমর্যাদার শ্রেষ্ঠত্ব যাঁদের কাছে প্রকাশিত হচ্ছিল, তাঁর স্বেচ্ছাকৃত যন্ত্রণাভোগের অবমাননাও যেন তাঁদের বিশ্বাস বিচলিত না করে। তবু কম মঙ্গলময় নয় এমন সঙ্কল্প অনুসারে

পবিত্র মণ্ডলীর আশা স্থিতমূল করা হচ্ছিল, যেন খ্রীষ্টের গোটা দেহ সচেতন হতে পারত, সে কী ধরনের রূপান্তরের পাত্র হতে যাচ্ছিল, এবং অঙ্গগুলিও যেন নিজেদের জন্য সেই মর্যাদারই সাহচর্য প্রতিশ্রুত হতে পারত যা ইতিমধ্যে মাথায় উদ্ভাসিত হয়েছিল।

আপন মহিমময় পুনরাগমন সম্বন্ধে কথা বলতে গিয়ে স্বয়ং প্রভু এবিষয়ে বলেছিলেন, *তখন ধার্মিকেরা তাদের পিতার রাজ্যে সূর্যের মত দীপ্তিমান হয়ে উঠবে;* প্রেরিতদূত পলও একই বিষয়ে বলেন, *আমি মনে করি যে, আমাদের প্রতি যে গৌরব প্রকাশিত হবে, তার সঙ্গে এ বর্তমানকালের দুঃখকষ্ট তুলনার যোগ্য নয়;* তিনি আরও বলেন, *তোমাদের তো মৃত্যুই হয়েছে, আর তোমাদের জীবন তো এখন খ্রীষ্টের সঙ্গে ঈশ্বরেই নিহিত হয়ে আছে। কিন্তু খ্রীষ্ট যখন আবির্ভূত হবেন—তিনিই তো তোমাদের জীবন—তখন তোমরাও তাঁর সঙ্গে গৌরবে আবির্ভূত হবে।*

তবু শিষ্যদের সুস্থির করার জন্য ও পূর্ণ জ্ঞানে তাঁদের আনবার উদ্দেশ্যে সেই অলৌকিক কাজে অন্য একটা শিক্ষা উপস্থাপিত হল। কেননা বিধান ও নবীদের প্রতিনিধি মোশী ও এলিয় প্রভুর সঙ্গে কথা বলতে আবির্ভূত হলেন, যেন সেই পাঁচজনের উপস্থিতিতে শাস্ত্রের এ বাণী পূর্ণতা লাভ করতে পারে: *দু'জন বা তিনজন সাক্ষীর মুখে সমস্ত কথা নিষ্পন্ন হোক।*

এ বাণীর চেয়ে আরও অবিচল বা আরও স্থিতমূল কী থাকতে পারে, যখন তেমন বাণীর প্রচারে প্রাক্তন ও নব সন্ধির তুরি একসুর ধ্বনিত করছে ও সুসমাচারের শিক্ষাবাণীর সঙ্গে প্রাচীন যত সাক্ষ্যদানের বাদ্যযন্ত্রও অংশ নিচ্ছে?

কেননা উভয় সন্ধির পৃষ্ঠা পরস্পরের বিষয়ে সাক্ষ্য বহন করে; আর রহস্যগুলির পূর্বচিহ্নগুলি যাঁকে আবৃতভাবে প্রতিশ্রুত করেছিল, বর্তমান গৌরবের বিভা তাঁকে প্রকাশমান ও বিদ্যমান দেখায়; আসলে ধন্য যোহনও বলেছিলেন, *বিধান মোশীর মধ্য দিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু অনুগ্রহ ও সত্য যীশুখ্রীষ্টের মধ্য দিয়েই এসেছে।* তাঁর মধ্যে নবীদের দৃষ্টান্তগুলোর প্রতিশ্রুতি ও বিধানের আদেশগুলোর মূল্যবোধ পূর্ণতা লাভ করল, অর্থাৎ কিনা তাঁর উপস্থিতির মাধ্যমে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী সত্যাশ্রয়ী বলে প্রমাণিত হল, ও অনুগ্রহের মাধ্যমে আদেশগুলো পালনীয় হয়ে উঠল।

সুতরাং পবিত্রতম সুসমাচার প্রচারের ফলে সকলের বিশ্বাস সুস্থির হোক, আর কেউই যেন খ্রীষ্টের ক্রুশ নিয়ে লজ্জাবোধ না করে, সেই ক্রুশ দ্বারাই জগৎ মুক্তি লাভ করল।

তবে কেউই যেন ন্যায়ের জন্যও কষ্টভোগ করতে ভয় না করে, বা অঙ্গীকৃত পুরস্কার সম্বন্ধে সন্দেহ না করে, কেননা মানুষ পরিশ্রমের মধ্য দিয়েই বিশ্রামে, ও মৃত্যুর মধ্য দিয়েই জীবনে উত্তীর্ণ হয়; তিনি যখন আমাদের দশার সমস্ত অসুস্থতা বরণ করলেন, তখন আমরা যদি তাঁর সাক্ষ্যদানে ও ভালবাসায় তাঁর মধ্যে স্থিতমূল থাকি তবে তিনি যা জয় করলেন তা জয় করব, আর তিনি যা প্রতিশ্রুত হলেন তা গ্রহণ করব। অতএব আদেশগুলো পালনের জন্য ও প্রতিকূলতা সহনের জন্যও পিতার কণ্ঠস্বর সর্বদাই যেন আমাদের কানে ধ্বনিত হতে থাকে: *ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, এঁতে আমি প্রসন্ন: তোমরা তাঁর কথা শোন।*

খ বর্ষ - মার্ক ৯:২-৯

একদিন, কেবল পিতর, যাকোব ও যোহনকে সঙ্গে করে যীশু নিজেদের মধ্যে একাকী হয়ে থাকবার জন্য একটা উঁচু পর্বতের উপরে তাঁদের নিয়ে গেলেন; এবং তাঁদের সাক্ষাতে রূপান্তরিত হলেন: তাঁর পোশাক উজ্জ্বল ও অধিক নির্মল হয়ে উঠল, পৃথিবীতে কোন রজক তা এত নির্মল করতে পারে না। আর এলিয় ও

মোশী তাঁদের দেখা দিলেন: তাঁরা যীশুর সঙ্গে কথা বলছিলেন। তখন পিতর যীশুকে বললেন, 'রাব্বি, এখানে আমাদের থাকা উত্তম; আসুন, তিনটে কুটির তৈরি করি, আপনার জন্য একটা, মোশীর জন্য একটা ও এলিয়ের জন্য একটা।' কারণ কী বলতে হবে, তা তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না, যেহেতু তাঁরা ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। তখন একটি মেঘ এসে নিজের ছায়ায় তাঁদের ঘিরে রাখল, আর সেই মেঘ থেকে এক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল: 'ইনি আমার প্রিয়তম পুত্র; তাঁর কথা শোন।' পরে তাঁরা হঠাৎ চারদিকে তাকিয়ে তাঁদের সঙ্গে আর কাউকে দেখতে পেলেন না, কেবল যীশুকেই দেখলেন।

পর্বত থেকে নামবার সময়ে তিনি তাঁদের কড়া আদেশ দিলেন: তাঁরা যা দেখেছিলেন, তা যেন কাউকেই না বলেন, যতদিন না মানবপুত্র মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেন।

আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের উপদেশাবলি **প্রভুর রূপান্তর, ৯ম উপদেশ**

তাঁরা সেই গৌরবের বিষয়ে কথা বলছিলেন, যা যেরুসালেমে যীশুর পূর্ণ করার কথা

যীশু মনোনীত সেই তিনজন শিষ্যের সঙ্গে পর্বতে গিয়ে উঠলেন; তারপর এমন অসাধারণ ও দিব্য জ্যোতিতে রূপান্তরিত হলেন যে, তাঁর পোশাক আলোর মতই উজ্জ্বল বলে প্রতীয়মান হল। তখন মোশী ও এলিয় তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে সেই প্রস্থান বিষয়ে কথা বলতে লাগলেন যা যীশু যেরুসালেমে পূর্ণ করতে উদ্যত ছিলেন, অর্থাৎ সেই পরিত্রাণ রহস্য বিষয়ে, যা তাঁর দেহের মধ্য দিয়ে সাধিত হবার কথা,—আমি বলছি—সেই যন্ত্রণাভোগ বিষয়ে যা ক্রুশে সিদ্ধি লাভ করতে যাচ্ছিল। কেননা একথা সত্য যে, মোশীর বিধান ও পুণ্যবান নবীদের সমস্ত বাণী খ্রীষ্ট রহস্যটি পূর্বঘোষণা করেছিল: বিধানের ফলকগুলো যেন দৃষ্টান্তে, আবৃতভাবেই তাঁর বর্ণনা দিয়েছিল; অন্য দিকে নবীরা বহুস্থানে বহুরূপেই তাঁর কথা প্রচার করেছিলেন—তাঁরা নাকি বলেছিলেন, উপযুক্ত সময়ে তিনি মানবরূপে আবির্ভূত হবেন ও সকলের জীবন ও পরিত্রাণের জন্য ক্রুশের উপরে মৃত্যুবরণ করতে সম্মত হবেন।

মোশী ও এলিয় উপস্থিত হয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলেন: এতে প্রকাশিত হয়, সেই বিধান ও নবী-সকল ছিলেন আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের উপগ্রহই যেন; ফলে তাঁরা যা পূর্বপ্রচার করেছিলেন এবং যা কিছু পরস্পর-একমত ছিল, সেই সবকিছুর মধ্য দিয়ে তিনি তাঁদের দ্বারা ঈশ্বর বলে প্রদর্শিত হচ্ছিলেন। কেননা নবীদের বাণী বিধান-বিরুদ্ধ নয়; আর আমি মনে করি ঠিক এবিষয়েই মোশী ও নবীদের প্রধান সেই এলিয় কথা বলছিলেন।

আবির্ভূত হয়ে তাঁরা নীরব ছিলেন না, বরং সেই গৌরব বিষয়ে কথা বলছিলেন যা যীশুর যেরুসালেমে পূর্ণ করার কথা, অর্থাৎ তাঁর সেই যন্ত্রণাভোগ ও ক্রুশ বিষয়ে কথা বলছিলেন যেগুলিতে তাঁরা পুনরুত্থানেরও একটা আভাস পাচ্ছিলেন। এমনকি, ঈশ্বরের রাজ্যের সময় ইতিমধ্যে এসে গেছে মনে ক'রে সাধু পিতর পর্বতে থাকায় আনন্দিত, আর এজন্য তিন তাঁবু গাড়তে চান—তিনি কিন্তু জানতেন না যে কী বলছিলেন। তবু জগতের পরিণাম এখনও আসেনি, ভাবী পুণ্যবানেরাও প্রত্যাশিত ও প্রতিশ্রুত বিষয়গুলো বর্তমান কালে পেতে পারেন না। সাধু পলও এবিষয়ে বলেন, *খ্রীষ্ট আমাদের হীনাবস্থার এই দেহটি তাঁর আপন গৌরবময় দেহেরই সাদৃশ্যে রূপান্তরিত করবেন।*

কিন্তু তাঁর কর্তব্য কাজ কেবল শুরু হয়েছিল ও তখনও সমাপ্ত হয়নি বিধায় যিনি ভালবাসার

খাতিরে এজগতে এসেছিলেন সেই খ্রীষ্ট কেমন করে তার জন্য যন্ত্রণাভোগ করতে না চেয়ে পারতেন? কেননা তিনি সেই মানবস্বরূপটা বজায় রাখলেন যার মধ্য দিয়ে আপন মাংসে মৃত্যু বরণ করবেন ও পুনরুত্থান দ্বারা মৃত্যুকে ধ্বংস করবেন। অন্যদিকে, খ্রীষ্টের গৌরবের অপরূপ ও রহস্যময় দর্শন ছাড়া, শিষ্যদের শুধু নয় আমাদেরও বিশ্বাস স্থিতমূল করার জন্য উপযোগী ও প্রয়োজনীয় আর একটি ঘটনা বর্তমান, বস্তুত সেসময় পিতা ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শোনা হল যিনি ঊর্ধ্ব থেকে বলছিলেন, *ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, এঁতে আমি প্রসন্ন: তোমরা তাঁর কথা শোন।*

গ বর্ষ - লুক ৯:২৮-৩৬

একদিন, পিতর, যাকোব ও যোহনকে সঙ্গে করে যীশু প্রার্থনা করতে পর্বতে গিয়ে উঠলেন। তিনি প্রার্থনা করছেন, এমন সময়ে তাঁর মুখের চেহারার অন্য রূপ হল, ও তাঁর পোশাক অধিক নির্মল-উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আর দেখ, দু'জন পুরুষ তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলেন—তাঁরা ছিলেন মোশী ও এলিয়। গৌরবে আবির্ভূত হয়ে তাঁরা তাঁর সেই প্রস্থানের বিষয়ে কথা বলছিলেন, যা তিনি যেরুসালেমে সমাধা করতে যাচ্ছিলেন। পিতর ও তাঁর সঙ্গীরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু জেগে উঠে তাঁর গৌরব ও সেই দু'জনকে দেখলেন, যাঁরা তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁরা তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন, সেসময়ে পিতর যীশুকে বললেন, 'গুরুদেব, এখানে আমাদের থাকা উত্তম; আসুন, তিনটে কুটির তৈরি করি, আপনার জন্য একটা, মোশীর জন্য একটা ও এলিয়ের জন্য একটা।' তিনি কী বলছিলেন, তা তো জানতেন না; তিনি একথা বলছেন, সেসময়ে একটি মেঘ এসে নিজ ছায়ায় তাঁদের ঘিরে রাখল, আর সেই মেঘের মধ্যে প্রবেশ করার সময়ে তাঁরা ভয় পেলেন। আর সেই মেঘ থেকে এক কণ্ঠস্বর বলে উঠল: 'ইনি আমার পুত্র, আমার মনোনীতজন; তাঁর কথা শোন।' এই কণ্ঠ ধ্বনিত হওয়ামাত্র দেখা গেল, যীশু একাই আছেন। তাঁরা নীরব রইলেন; এবং যা দেখেছিলেন, সেবিষয়ে তাঁরা তখন কাউকে কিছুই বললেন না।

সামসঙ্গীত-মালায় সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা **সাম ৪৫:২**

কেবল তিনিই সত্যকার ও সনাতন আলো

স্বয়ং প্রভু যীশুই চেয়েছিলেন, বিধান গ্রহণের জন্য মোশী একাই পর্বতে গিয়ে উঠবেন, তবু যীশু বিনা তা ঘটল না। সুসমাচারেও আমরা পড়ি যে, তাঁর শিষ্যদের মধ্যে তিনি আপন পুনরুত্থানের গৌরব কেবল পিতর, যোহন ও যাকোবের কাছে প্রকাশ করলেন। এভাবে তিনি চাচ্ছিলেন, তাঁর রহস্য আবৃত থাকবে, এমনকি তিনি বারবার তাঁদের সতর্ক করছিলেন তাঁরা যা দেখেছিলেন সেই বিষয়ে যেন কারও সঙ্গে কথা না বলেন, পাছে দুর্বল কেউ, অস্থির স্বভাববশত পবিত্র বিষয়গুলির শক্তি উপলব্ধি করতে সক্ষম না হওয়ায় পদস্খলিত হয়।

অন্যদিকে পিতর নিজেও প্রভু ও তাঁর সেবকদের জন্য তিনটে তাঁবু প্রস্তুত করার কথা উপস্থাপন করায় জানতেন না তিনি যে কী বলছিলেন; সেজন্য রূপান্তরিত প্রভুর গৌরবের বিভা সহ্য করতে না পারাতে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়লেন; বজ্র-সন্তানেরা সেই যোহন ও যাকোবও মাটিতে উপুড় হয়ে পড়লেন, আর একটি মেঘ তাঁদের ঢেকে ফেলল; এমনকি, তাঁরা আর উঠতে পারেননি যতক্ষণ না যীশু এসে তাঁদের স্পর্শ করে উঠতে আদেশ দিলেন ও যত ভয় ছাড়বার জন্য সাহস দিলেন।

তাঁরা আবৃত ও রহস্যময় বিষয় জানবার জন্য মেঘে প্রবেশ করলেন, ও ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শুনতে

পেলেন; তিনি বললেন, *ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, এঁতে আমি প্রসন্ন: তাঁর কথা শোন।* ‘ইনিই আমার প্রিয় পুত্র’ বাক্যটির অর্থ কী? এর অর্থ হল, “সিমোন, খ্রীষ্টের মত তাঁর দাসেরাও যে ঈশ্বরপুত্র নামটি গ্রহণের যোগ্য, এমন কথা বিশ্বাস করে তুমি ভুল করো না। ইনিই আমার পুত্র; মোশী ‘পুত্র’ নামটির যোগ্য নয়, এলিয়ও নয়, যদিও একজন সমুদ্রকে দু’ভাগে বিভক্ত করেছিল ও আর একজন আকাশের দ্বার বন্ধ করে দিয়েছিল। তারা তো প্রভুর বাণীকে হাতিয়ার করেই প্রকৃতির শক্তিগুলি জয় করেছিল, তবু তারা ছিল মধ্যস্থ-মাত্র; বরং ইনিই জলরাশি জমাট করলেন, অনাবৃষ্টিতে আকাশের দ্বার বন্ধ করে দিলেন, আর যখন মনে করলেন তখন বর্ষা দানে তা আবার খুলে দিলেন।

যখন পুনরুত্থান বিষয়ে সাক্ষ্য দরকার, তখন দাসদের সেবা অনুমোদিত, কিন্তু যখন পুনরুত্থিত প্রভুর গৌরব প্রকাশ পায়, তখন দাসদের বিভা আবৃত হয়ে থাকে। কেননা উদীয়মান সূর্য তারকারাজিকে ঢেকে দেয়, সূর্য জগৎকে উজ্জ্বল করলে সেগুলোর আলো মিলিয়ে যায়। ফলত, সনাতন ন্যায়-সূর্যের নিচে ও তেমন দিব্য জ্যোতিতে কেমন করে মানবীয় তারকারাজি আবার দৃশ্য হতে পারত? যে আলোগুলো অলৌকিক ভাবে আমাদের চোখের সামনে উজ্জ্বল প্রভা ছড়িয়ে দিত, সেগুলো এবার কোথায় গেল? সনাতন আলোর তুলনায় সবই তো অন্ধকার। অন্য কেউই আপন সেবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে প্রসন্ন করুক: কেবল তিনিই সেই সত্যকার ও সনাতন আলো যেটায় পিতা প্রীত। আর আমিও তাঁকে নিয়ে প্রীত, কেননা তিনি যা কিছু সাধন করেছেন তা ঠিক যেন আমারই কাজ, আর আমি যা কিছু সাধন করেছি তা যেন ন্যায়সঙ্গত ভাবে আমার পুত্রের কাজ বলে গণ্য হয়। শোন তিনি কী কথা বলেছিলেন, *আমি এবং পিতা এক।* তিনি তো বলেননি, আমি এবং মোশী এক; বলেননি, তিনি ও এলিয় একই গৌরবের অংশীদার।

তাহলে কী দরকার আছে যে তিনটে তাঁবু প্রস্তুত করা হবে? তাঁর তাঁবু পৃথিবীতে নয়, স্বর্গেই তো রয়েছে।” তা শুনে প্রেরিতদূতেরা ভয়ে অভিভূত হয়ে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়েছিলেন। কাছে এসে প্রভু তাঁদের উঠতে বললেন, ও তাঁদের আদেশ দিলেন, তাঁরা যা কিছু দেখেছিলেন, সে কথা যেন কাউকে না বলেন।

৩য় রবিবার

ক বর্ষ - যোহন ৪:৫-৪২

একদিন, যেতে যেতে যীশু সিখার নামে সামারিয়ার একটা শহরে এলেন; যাকোব তাঁর সন্তান যোসেফকে যে জমিটা দিয়েছিলেন, সেই শহর তারই কাছাকাছি। যাকোবের কুয়োটা সেইখানে ছিল, আর যীশু যাত্রার জন্য ক্লান্ত হওয়ায় সেই কুয়োর ধারে বসে পড়লেন। তখন প্রায় বেলা বারোটা। সামারীয় একজন স্ত্রীলোক জল তুলতে এল; যীশু তাকে বললেন, ‘আমাকে একটু জল খেতে দাও।’ তাঁর শিষ্যেরা তখন খাবার কিনতে শহরে গিয়েছিলেন। সামারীয় স্ত্রীলোকটি তাঁকে বলল, ‘ইহুদী হয়ে আপনি কেমন করে সামারীয় স্ত্রীলোক এই আমারই কাছে জল চাইতে পারেন?’ বাস্তবিকই সামারীয়দের সঙ্গে ইহুদীরা কোন মেলামেশাই করে না। উত্তরে যীশু তাকে বললেন, ‘তুমি যদি জানতে ঈশ্বরের দান আর কেইবা তোমাকে বলছেন, আমাকে একটু জল খেতে দাও, তাহলে তুমিই তাঁর কাছে চাইতে, আর তিনি তোমাকে জীবনময় জল দিতেন!’ স্ত্রীলোকটি তাঁকে বলল, ‘প্রভু, জল তোলার মত আপনার কিছু নেই, আর কুয়োটা গভীর; আপনি কোথা থেকে সেই জীবনময় জল পাবেন? যিনি এই কুয়োটা আমাদের দিয়ে গেছিলেন, এর জল

নিজেও খেয়েছিলেন আর যাঁর সন্তানেরা ও পশুপালও খেয়েছিল, আপনি কি আমাদের পিতৃপুরুষ সেই যাকোবের চেয়েও মহান?' যীশু তাঁকে উত্তর দিয়ে বললেন, 'যে কেউ এই জল খায়, তার আবার তেষ্টা পাবে; কিন্তু আমি যে জল দেব, সেই জল যে খাবে, তার আর কখনও তেষ্টা পাবে না; আমি তাকে যে জল দেব, সেই জলই তার অন্তরে এমন এক জলের উৎস হয়ে উঠবে যা অনন্ত জীবনের উদ্দেশে প্রবাহী।' স্ত্রীলোকটি তাঁকে বলল, 'প্রভু, তেমন জল আমাকে দিন, আমার যেন আর তেষ্টা না পায়, এখানে জল তুলতেও যেন আর আসতে না হয়।' যীশু তাঁকে বললেন, 'যাও, তোমার স্বামীকে ডেকে নিয়ে এখানে ফিরে এসো।' স্ত্রীলোকটি উত্তরে তাঁকে বলল, 'আমার স্বামী নেই।' যীশু তাঁকে বললেন, 'ঠিকই বলেছ, আমার স্বামী নেই; কেননা তোমার পাঁচটা স্বামী হয়েছিল আর এখন যার সঙ্গে আছ, সে তোমার স্বামী নয়। হ্যাঁ, তুমি সত্যকথা বলেছ।' স্ত্রীলোকটি তাঁকে বলল, 'প্রভু, দেখতে পাচ্ছি, আপনি একজন নবী। আমাদের পিতৃপুরুষেরা এই পর্বতে উপাসনা করতেন, আর আপনারা কিনা বলে থাকেন, উপাসনা করার স্থান যেরুসালেমেই আছে।' যীশু তাঁকে বললেন, 'নারী, আমাকে বিশ্বাস কর, সেই ক্ষণ আসছে, যখন তোমরা পিতার উপাসনা করবে এই পর্বতেও নয়, যেরুসালেমেও নয়। তোমরা যা জান না, তার উপাসনা করে থাক; আমরা যা জানি, তারই উপাসনা করি, কেননা পরিত্রাণ ইহুদীদের মধ্য থেকেই আসে। কিন্তু সেই ক্ষণ আসছে, এমনকি তা এখনই উপস্থিত, যখন প্রকৃত উপাসকেরা আত্মা ও সত্যের শরণেই পিতার উপাসনা করবে, কারণ পিতা তেমন উপাসকই দাবি করেন। ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ, এবং যারা তাঁর উপাসনা করে, আত্মা ও সত্যের শরণেই তাদের উপাসনা করতে হয়।' স্ত্রীলোকটি বলল, 'আমি জানি যে, খ্রীষ্ট বলে অভিহিত মসীহ আসছেন; তিনি যখন আসবেন, তখন সমস্তই আমাদের জানাবেন।' যীশু তাকে বললেন, 'আমি-ই আছি, এই আমি যে তোমার সঙ্গে কথা বলছি।'

ঠিক এসময়ে তাঁর শিষ্যেরা ফিরে এলেন। তাঁকে একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলতে দেখে তাঁরা আশ্চর্য হলেন, তবু কেউ জিজ্ঞাসা করলেন না, 'আপনি কী চাচ্ছেন?' বা 'ওর সঙ্গে কেন কথা বলছেন?' স্ত্রীলোকটি কলসিটা ফেলে রেখে শহরের দিকে চলে গেল আর লোকদের বলল, 'এসো, একজন মানুষকে দেখে যাও, জীবনে আমি যা কিছু করেছি, যিনি তা সবই আমাকে বলে দিয়েছেন। হয় তো কি উনিই সেই খ্রীষ্ট?' তারা শহর থেকে বেরিয়ে তাঁর কাছে যাবার জন্য রওনা হল।

এদিকে শিষ্যেরা তাঁকে অনুরোধ করে বলছিলেন, 'রাব্বি, কিছুটা খেয়ে নিন।' কিন্তু তিনি তাঁদের বললেন, 'আমার এমন খাদ্য আছে, যার কথা তোমরা জান না।' তাই শিষ্যেরা এই বলে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলেন, 'হয় তো কেউ কি তাঁকে খাবার এনে দিয়েছে?' যীশু তাঁদের বললেন, 'যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করা ও তাঁর কাজ সম্পন্ন করাই আমার খাদ্য। তোমরা কি একথা বলে থাক না যে, আর চার মাস বাকি, তারপর ফসল হবে? দেখ, আমি তোমাদের একটা কথা বলি: চোখ তুলে মাঠের দিকে চেয়ে দেখ, ফসল কেমন সোনালী হয়ে কাটার অপেক্ষায় আছে; এর মধ্যে ফসলকাটিয়ে মজুরি পাচ্ছে, ও অনন্ত জীবনের উদ্দেশে ফসল সংগ্রহ করে যাচ্ছে, যেন ফসলকাটিয়ে ও বীজবুনিয়ে দু'জনে একসঙ্গেই আনন্দ পায়। কেননা এক্ষেত্রে প্রবাদটা যথার্থ হয়ে ওঠে, একজন বোনে, আর একজন কাটে। আমি তোমাদের এমন ফসল কাটতে প্রেরণ করলাম, যার জন্য তোমরা শ্রম করনি; অপরেই শ্রম করেছে, আর তোমরা তাদের শ্রমের ফল ভোগ করতে এসেছ।'

সেই শহরের অনেক সামারীয় যীশুর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে উঠল স্ত্রীলোকটির এই সাক্ষ্যদানের জন্য, 'জীবনে আমি যা কিছু করেছি, তিনি তা সবই আমাকে বলে দিয়েছেন।' তাই সামারীয় লোকেরা তাঁর কাছে এসে তাঁকে তাদের সঙ্গে থাকতে অনুরোধ করল, আর তিনি সেখানে দু' দিন থাকলেন। আরও অনেকে তাঁর বাণীগুণেই বিশ্বাসী হল; তারা স্ত্রীলোকটিকে বলছিল, 'এখন তোমার সেই সমস্ত কথার জন্য আর বিশ্বাস করি না। আমরা নিজেরাই শুনেছি, আর আমরা জানি যে, তিনি সত্যিই জগতের ত্রাণকর্তা।'

সামারীয় এক নারী জল তুলতে এল

একজন স্ত্রীলোক এল: এই স্ত্রীলোক মণ্ডলীর দৃষ্টান্ত, এমন মণ্ডলী যা তখনও ধর্মময়তাপ্রাপ্ত নয়, কিন্তু ধর্মময়তা পাবার পথে—এটি বক্তব্যের মূল সুর।

স্ত্রীলোক অচেতন হয়ে এসে যীশুকে পায়, আর তিনি তার সঙ্গে কথা বলতে লাগেন। এসো, ভেবে দেখি কোন বিষয়ে, ভেবে দেখি কেনই বা *সামারীয় একজন স্ত্রীলোক জল তুলতে এল।* সামারীয়েরা ইহুদী জাতির মানুষ ছিল না: তারা বিদেশী বা বিধর্মীই যেন। মণ্ডলীর দৃষ্টান্তস্বরূপ এ স্ত্রীলোক যে বিধর্মীদের মধ্য থেকেই আগত, একথা প্রকৃতপক্ষে যুক্তিসঙ্গত, কেননা মণ্ডলীরও এমন বিধর্মীদের মধ্য থেকে আসার কথা ছিল, যারা ইহুদীদের পক্ষে বিজাতি ও বিধর্মী।

সুতরাং এসো, সেই স্ত্রীলোকে আমাদের নিজেদের কথা শুনি, তার মধ্যে আমাদের নিজেদের পরিচয় জেনে নিই, আর তার মধ্য আমাদের নিজেদের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই। আসলে সেই স্ত্রীলোক বাস্তবতা নয়, দৃষ্টান্তই ছিল, কেননা সে নিজেও আগে দৃষ্টান্ত-ভূমিকা ধারণ করল আর পরবর্তীতেই বাস্তবতাস্বরূপ হয়ে উঠল। বস্তুতপক্ষে সে তাঁর উপরেই বিশ্বাস রাখল, যিনি তার মধ্যে আমাদের দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে চাচ্ছিলেন। তাই *সেই স্ত্রীলোক জল তুলতে এল।* সে এমনিই জল তুলতে এসেছিল, যেইভাবে নর-নারী সাধারণত করে থাকে।

যীশু তাকে বললেন, 'আমাকে একটু জল খেতে দাও।' তাঁর শিষ্যেরা তখন খাবার কিনতে শহরে গিয়েছিলেন। সামারীয় স্ত্রীলোকটি তাঁকে বলল, 'ইহুদী হয়ে আপনি কেমন করে সামারীয় স্ত্রীলোক এই আমারই কাছে জল চাইতে পারেন?' বাস্তবিকই সামারীয়দের সঙ্গে ইহুদীরা কোন মেলামেশাই করে না।

লক্ষ করে দেখ নিজেদের মধ্যে তারা কতই না বিদেশীর মত ছিল: ইহুদীরা তাদের পাত্র-সামগ্রীও ব্যবহার করত না। আর যেহেতু সেই স্ত্রীলোক জল তোলার জন্য পাত্র সঙ্গে করে আনছিল, সেজন্য বিস্মিত হল, ইহুদীরা যা সাধারণত করত না, কেমন করে ইহুদী একজন তার কাছে জল চায়। কিন্তু যিনি জল চাচ্ছিলেন, তিনি স্ত্রীলোকের বিশ্বাসের জন্যই তৃষ্ণার্ত ছিলেন।

এবার শোন কেইবা জল চাচ্ছেন: *উত্তরে যীশু তাকে বললেন, 'তুমি যদি জানতে ঈশ্বরের দান আর কেইবা তোমাকে বলছেন, আমাকে একটু জল খেতে দাও, তাহলে তুমিই তাঁর কাছে চাইতে, আর তিনি তোমাকে জীবনময় জল দিতেন!'*

তিনি জল চাইলেন, আবার তৃষ্ণা মেটাবেন বলে প্রতিশ্রুত হলেন। গ্রহণ করতে উদ্যত ব্যক্তিই যেন তিনি অভাবী, আবার তৃপ্তি দিতে উদ্যত ব্যক্তিই যেন তিনি প্রাচুর্যময়। *তুমি যদি জানতে ঈশ্বরের দান:* পবিত্র আত্মাই ঈশ্বরের দান। যীশু কিন্তু স্ত্রীলোকের সঙ্গে এখনও আবৃত ভাবেই কথা বলছেন, আস্তে আস্তেই তার হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করছেন। হয় তো তিনি ইতিমধ্যে শিক্ষাও দিয়েছেন; কেননা অধিক মধুর ও মঙ্গলময় কীবা থাকতে পারে এ পরবর্তী কথার চেয়ে: *তুমি যদি জানতে ঈশ্বরের দান আর কেইবা তোমাকে বলছেন, আমাকে একটু জল খেতে দাও, তাহলে তুমিই তাঁর কাছে চাইতে, আর তিনি তোমাকে জীবনময় জল দিতেন!*

তাহলে তিনি আর কোন্ জল তাকে দিতে যাচ্ছেন সেই জল ছাড়া যে জলের বিষয়ে লেখা আছে, *তোমাতেই জীবনের উৎস?* কেননা *যারা তোমার গৃহের প্রাচুর্যে পরিতৃপ্ত*, তারা কেমন করে তৃষ্ণার্ত হতে পারে?

তিনি একধরনের প্রাচুর্য ও পবিত্র আত্মার তৃপ্তি দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলেন, অথচ স্ত্রীলোকটি তখনও বুঝে উঠতে পারছিল না; আর যখন বুঝতে পারছিল না, তখন উত্তরে কী বলতে পারত? *স্ত্রীলোকটি তাঁকে বলল, 'প্রভু, তেমন জল আমাকে দিন, আমার যেন আর তেষ্টা না পায়, এখানে জল তুলতেও যেন আর আসতে না হয়।'* অভাব তাকে পরিশ্রম করতে বাধ্য করত, আবার দুর্বলতা পরিশ্রম প্রত্যাখ্যান করত। আহা, সে যদি একথা শুনতে পেত: *তোমরা, পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত যারা, সকলে আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব।* যীশু ঠিক একথাই তাকে বলছিলেন, সে যেন আর পরিশ্রম না করে; সে কিন্তু তখনও বুঝতে পারছিল না।

খ বর্ষ - যোহন ২:১৩-২৫

ইহুদীদের পাস্কা সন্নিকট ছিল, তাই যীশু যেরুসালেমে গেলেন।

মন্দিরের মধ্যে তিনি দেখলেন, লোকে বলদ, মেষ ও পায়রা বিক্রি করছে, পোদ্দারেরাও সেখানে বসে আছে। দড়ি দিয়ে একগাছা চাবুক বানিয়ে তিনি তাদের সকলকে মন্দির থেকে বের করে দিলেন: বলদ ও মেষ তাড়ালেন, পোদ্দারদের টাকা-কড়ি ছড়িয়ে তাদের টেবিল উল্টিয়ে দিলেন, এবং যারা পায়রা বিক্রি করছিল তাদের বললেন, 'এখান থেকে ওই সমস্ত সরিয়ে নিয়ে যাও; আমার পিতার গৃহকে একটা বাজারে পরিণত করো না।' তাঁর শিষ্যদের শাস্ত্রের এই বচন মনে পড়ল, 'তোমার গৃহের প্রতি আগ্রহের আগুন আমাকে গ্রাস করবে।' ইহুদীরা তখন তাঁকে উদ্দেশ করে বললেন, 'এই যা আপনি করছেন, তার জন্য আমাদের কী চিহ্ন দেখাতে পারেন?' যীশু এই বলে তাঁদের উত্তর দিলেন, 'এই পবিত্রধাম ভেঙে ফেলুন, আমি তিন দিনের মধ্যে তা পুনরুত্তোলন করব।' তখন ইহুদীরা বলে উঠলেন, 'এই পবিত্রধাম নির্মাণ করতে ছেচল্লিশ বছর লেগেছিল, আর আপনি নাকি তিন দিনের মধ্যে তা উত্তোলন করবেন?' তিনি কিন্তু তাঁর নিজের দেহ-পবিত্রধামের কথাই বলছিলেন। তাই যখন তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করলেন, তখন তাঁর শিষ্যদের মনে পড়ল যে, তিনি এই কথা বলেছিলেন; এবং তাঁরা শাস্ত্রে ও যীশু যা বলেছিলেন, সেই কথায় বিশ্বাস করলেন।

সাধু আগস্তিন-লিখিত 'সামসঙ্গীত-মালায় উপদেশাবলি' **সাম ১৩০, ১-৩**

আমরাই সেই জীবন্ত প্রস্তর যা নিয়ে ঈশ্বরের মন্দির নির্মিত

আমরা অনেকবার তোমাদের সতর্ক করেছি, সামসঙ্গীতগুলো একজনমাত্র গায়কের কণ্ঠস্বর ব'লে নয়, বরং যারা খ্রীষ্টদেহে রয়েছে তাদের সকলেরই কণ্ঠস্বর ব'লে বিবেচনাযোগ্য। আর যেহেতু তাঁর দেহে সকলেই অন্তর্ভুক্ত, সেজন্য তিনি যেন একজনমাত্র মানুষ হয়েই কথা বলেন; কেননা খ্রীষ্ট অনেকের মধ্যে এক: আবার অনেক হয়েও অনেকে তাঁর মধ্যে এক, কারণ তিনি এক। তিনি আবার হলেন ঈশ্বরের মন্দির, যে মন্দিরের বিষয়ে প্রেরিতদূত বলেন, *পবিত্রই ঈশ্বরের মন্দির—আর তোমরাই তো সেই মন্দির!* যারা খ্রীষ্টে বিশ্বাসী, তারা সকলে ভালবাসবার জন্যই বিশ্বাসী; কেননা খ্রীষ্টে বিশ্বাস করা বলতে তাঁকে ভালবাসা বোঝায়—সেই অপদূতদের মত নয়, যারা বিশ্বাস করছিল কিন্তু ভালবাসত না; ফলে বিশ্বাস করলেও তারা বলছিল, *ঈশ্বরপুত্র, আমাদের সঙ্গে আপনার আবার কী?* আমরা কিন্তু এমনভাবে বিশ্বাস করি যে, তাঁকে ভালবেসেই বিশ্বাস করি; তাছাড়া আমরা তো বলি না, *ঈশ্বরপুত্র, আমাদের সঙ্গে আপনার আবার কী!* আমরা বরং একথা বলি, আমরা তোমার সম্পদ, তুমি আমাদের মুক্ত করেছ। যারা এভাবে বিশ্বাস করে, তারা সেই জীবন্ত প্রস্তরের মত যা নিয়ে ঈশ্বরের মন্দির নির্মিত; তারা সেই অক্ষয়শীল কাঠের মত

যা নিয়ে সেই জাহাজ নির্মিত হয়েছিল, যে জাহাজ জলপ্লাবন দ্বারাও নিমজ্জিত হতে পারল না। মানুষই তো ঈশ্বরের প্রকৃত মন্দির যেখানে তিনি আমাদের প্রার্থনা শোনেন ও সাড়া দেন। ঈশ্বরের মন্দিরে যে প্রার্থনা করে, সে-ই মাত্র অনন্ত জীবনের উদ্দেশে সাড়া পায়; সেই তো ঈশ্বরের মন্দিরে প্রার্থনা করে, মণ্ডলীর শান্তিতে তথা খ্রীষ্টদেহের ঐক্যে যে প্রার্থনা করে—আর তেমন দেহ বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত বিশ্বাসীদের নিয়ে গঠিত। সুতরাং মন্দিরে যে প্রার্থনা করে, সে সাড়া পায়। কেননা মণ্ডলীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে যে প্রার্থনা করে, সে-ই আত্মা ও সত্যের শরণে প্রার্থনা করে,—সে তো আগেকার মন্দিরে নয়, যা ছিল কেবল একটা দৃষ্টান্ত। যারা তাদের নিজেদের স্বার্থ খুঁজছিল, অর্থাৎ কেনা-বেচার জন্যই মন্দিরে যাচ্ছিল, প্রভু তাদের সকলকে মন্দির থেকে বের করে দিলেন। সেই মন্দির যখন দৃষ্টান্তই ছিল, তখন স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, প্রতীকাকারে মন্দিরের চেয়ে প্রকৃত মন্দির সেই খ্রীষ্টদেহেও কেনা-বেচার মত লোক, অর্থাৎ খ্রীষ্টের নয়, নিজেরই স্বার্থের অন্বেষী লোক মিশে আছে।

আর যেহেতু মানুষ নিজ নিজ পাপে নিমজ্জিত, সেজন্য প্রভু একটা চাবুক বানিয়ে মন্দির থেকে সেই সকল মানুষকে বের করে দিলেন যারা নিজেদের ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত ছিল কিন্তু যীশুখ্রীষ্টকে নিয়ে নয়। সামসঙ্গীতে এ মন্দিরের কথা পরিলক্ষিত। আমি বলেছি, এই মন্দিরেই—বাহ্যিক সেই মন্দিরে নয়—আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি আর তিনি আত্মা ও সত্যের শরণে সাড়া দেন। সেই মন্দিরে এমন আভাস দেওয়া হয়েছিল যা পরবর্তীকালে ঘটবার কথা: আর আসলে সেই মন্দির বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তবে কি আমাদের প্রার্থনা-গৃহও ধ্বংসিত হয়েছে? কখনও না! যা এখনও আর নেই, তা প্রার্থনা-গৃহ বলা চলে না, যেমন লেখা হয়েছিল, *আমার গৃহ সকল জাতির জন্য প্রার্থনা-গৃহ বলে অভিহিত হবে।* তোমরা তো শুনেছ প্রভু যীশুখ্রীষ্ট কী বললেন, *লেখা রয়েছে: আমার গৃহ সকল জাতির জন্য প্রার্থনা-গৃহ বলে অভিহিত হবে; অথচ তোমরা তা করে ফেলেছ চোরের আস্তানা!* যারা ঈশ্বরের গৃহকে চোরের আস্তানায় পরিণত করতে চাইল, তারাই নাকি মন্দিরের ধ্বংসের কারণ হয়নি? একই প্রকারে, যারা কাথলিক মণ্ডলীতে ভাল মত জীবন যাপন করে না, তারা ঈশ্বরের গৃহকে চোরের আস্তানা করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে বটে, তবু মন্দিরটা ধ্বংস করে না; বরং এমন দিন আসবে যখন তাদের নিজেদের পাপের চাবুক দ্বারা তাদেরই বের করে দেওয়া হবে। অপরদিকে ঈশ্বরের এ মন্দির যা খ্রীষ্টেরই দেহ, এ ভক্তমণ্ডলীর একটামাত্র কণ্ঠস্বর আছে, আর সামসঙ্গীতে যেন একমাত্র মানুষ হয়েই গান করে। আমরা ইতিমধ্যে বহু সামসঙ্গীতেই তার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম: এসো, এখনও সেই কণ্ঠস্বর শুনি। আমরা ইচ্ছা করলে, তবে এ আমাদেরই কণ্ঠস্বর; ইচ্ছা করলে, আমরা কান দিয়ে গায়কের কণ্ঠ শুনি আর আমরা হৃদয় দিয়ে গান করি। কিন্তু ইচ্ছা না করলে, তবে আমরা হব সেই মন্দিরের ব্যবসায়ীর মত, অর্থাৎ এমন মানুষ যারা নিজেদেরই স্বার্থের খোঁজ করে: এভাবেও আমরা মণ্ডলীতে প্রবেশ করি বটে, কিন্তু ঈশ্বরের যা গ্রহণীয়, তা করতে নয়।

গ বর্ষ - লুক ১৩:১-৯

> একদিন, কয়েকজন লোক এসে যীশুকে সেই গালিলেয়দের কথা জানাল যাদের রক্ত পিলাত তাদের বলির রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি এই বলে তাদের উত্তর দিলেন, 'তোমরা কি মনে করছ, সেই গালিলেয়দের তেমন দুর্গতি হয়েছে বিধায় তারা অন্য সকল গালিলেয়দের চেয়ে বেশি পাপী ছিল? আমি

তোমাদের বলছি, তা নয়; বরং মনপরিবর্তন না করলে তোমরা সকলেই সেভাবে বিনষ্ট হবে। অথবা, সেই আঠারোজন লোক, যাদের উপরে সিলোয়ামের মিনার পড়ে গিয়ে তাদের মৃত্যু ঘটিয়েছিল, তোমরা কি তাদের বিষয়ে মনে করছ যে, তারা যেরুসালেম-বাসী অন্য সকল লোকের চেয়ে বেশি অপরাধী ছিল? আমি তোমাদের বলছি, তা নয়; বরং মনপরিবর্তন না করলে তোমরা সকলেই সেভাবে বিনষ্ট হবে।'

তিনি এই উপমা-কাহিনী শোনালেন: 'একজন লোকের আঙুরখেতে একটা ডুমুরগাছ পোঁতা ছিল; তিনি এসে সেই গাছে ফল খোঁজ করলেন, কিন্তু পেলেন না। তিনি আঙুরখেতের মালীকে বললেন, দেখ, তিন বছর ধরেই আমি ডুমুরগাছে ফল খোঁজ করছি, কিন্তু কিছুই পাচ্ছি না; গাছটা কেটে ফেল, এটা কেন মাটির রস এমনি খাবে? সে উত্তরে তাঁকে বলল, প্রভু, এই বছরের মতও ওটা থাকতে দিন, আমি ওটার চারদিকে মাটি খুঁড়ে সার দেব, আগামী বছর গাছে ফল ধরলে ভাল, না হলে ওটা কেটে ফেলবেন।'

মহামান্য পোপ ষষ্ঠ পলের প্রৈরিতিক নির্দেশনামা 'মন পরিবর্তন কর' **১৭৯-১৮০**

মন পরিবর্তন কর ও সুসমাচারে বিশ্বাস কর

খ্রীষ্ট, যিনি যা শেখাতেন তা আপন জীবনে সর্বদাই বাস্তবায়িত করতেন, আপন প্রচারকর্ম শুরু করার আগে চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত প্রার্থনা ও উপবাসে অতিবাহিত করে তিনি আপন প্রকাশ্য প্রেরণকর্ম এ আনন্দবার্তা নিয়েই আরম্ভ করে দিলেন: *ঈশ্বরের রাজ্য কাছে এসে গেছে*, আর সঙ্গে সঙ্গে এ আদেশও যোগ করে দিলেন, *মন পরিবর্তন কর ও সুসমাচারে বিশ্বাস কর।* বলা যেতে পারে, এবাণী একপ্রকারে গোটা খ্রীষ্টীয় জীবনের সার। খ্রীষ্ট দ্বারা প্রচারিত রাজ্যে কেবল মন পরিবর্তন করা অর্থাৎ গোটা মানুষের তথা মানুষের সমস্ত উপলব্ধি, বিচারমান ও সিদ্ধান্তের আন্তরিক ও সম্পূর্ণ পরিবর্তন ও নবায়নের মধ্য দিয়েই প্রবেশ করা যেতে পারে; এমন পরিবর্তন ও নবায়ন যা মানুষের অন্তরে ঈশ্বরের পবিত্রতা ও ভালবাসার আলোতেই ঘটে—সেই যে পবিত্রতা ও ভালবাসা পুত্রের মধ্যে আমাদের কাছে পূর্ণ মাত্রায়ই প্রকাশিত ও অর্পিত হয়েছে।

মনপরিবর্তনের জন্য পুত্রের আমন্ত্রণ আরও জরুরী হয়ে ওঠে, কারণ তিনি সে কথা শুধু প্রচার করেন না, বরং নিজের মধ্যেই তার একটা দৃষ্টান্ত অর্পণ করেন। বস্তুতপক্ষে খ্রীষ্টই অনুতপ্তদের সর্বোত্তম আদর্শ: তিনি তো নিজের নয়, পরের পাপকর্মের দণ্ড বহন করতে চাইলেন।

খ্রীষ্টের সামনে মানুষ নতুন আলোতে আলোকিত হয়, ফলে ঈশ্বরের পবিত্রতা ও পাপের গুরুত্বও মেনে নেয়; খ্রীষ্টের মুখ দিয়ে সেই বাণী প্রচারিত হয় যা মনপরিবর্তনের জন্য আমন্ত্রণ করে ও পাপের ক্ষমা মঞ্জুর করে—এ দানগুলি এমন যেগুলি মানুষ দীক্ষাস্নান সাক্রামেন্তে পূর্ণ মাত্রায় লাভ করে। কেননা তেমন সাক্রামেন্ত মানুষকে প্রভুর যন্ত্রণাভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের অনুরূপ করে তোলে, এবং দীক্ষাস্নাত ব্যক্তির গোটা জীবনকে এ রহস্যের মুদ্রাঙ্কনের অধীনেই প্রতিষ্ঠিত করে।

সুতরাং গুরুর অনুসরণ করে প্রত্যেক খ্রীষ্টভক্তের পক্ষে আত্মত্যাগ করা, আপন ক্রুশ তুলে নেওয়া, খ্রীষ্টের দুঃখযন্ত্রণার সহভাগী হওয়া প্রয়োজন; এভাবে তাঁর মৃত্যুর দৃষ্টান্তে রূপান্তরিত হয়ে সে পুনরুত্থানের গৌরবের যোগ্য হতে সক্ষম হয়ে ওঠে।

উপরন্তু, গুরুর অনুসরণ করে তার পক্ষে এও প্রয়োজন হবে, সে যেন নিজের জন্য আর জীবনযাপন না করে, বরং তাঁরই জন্য যিনি তাকে ভালবেসেছেন ও তার জন্য নিজেকে দান করেছেন, এবং *যে দুঃখযন্ত্রণার অংশ খ্রীষ্টের এখনও অপূর্ণাঙ্গ রয়েছে, তাঁর দেহের জন্য* তথা স্বয়ং

মণ্ডলীর জন্য তার নিজের মাংসে তা পূরণ ক'রে সে যেন ভাইদের জন্যও জীবন যাপন করে। আর শুধু তা নয়, মণ্ডলী খ্রীষ্টের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হওয়ায় প্রত্যেক খ্রীষ্টভক্তের তপস্যা মণ্ডলীর গোটা সদস্যদের সঙ্গে স্বকীয় ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কেও চিহ্নিত: কেননা সে মণ্ডলীর ক্রোড়ে দীক্ষাস্নানে মনপরিবর্তনের মৌলিক দান যে গ্রহণ করে, তা শুধু নয়, বরং তেমন দান পুনর্মিলন সাক্রামেন্তের মাধ্যমে খ্রীষ্টদেহের সেই সমস্ত অঙ্গগুলিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ও পুনর্দৃঢ়ীকৃত হয়ে ওঠে যারা পাপে পতিত। 'যারা পুনর্মিলন সাক্রামেন্ত গ্রহণ করে, তারা ঈশ্বরের করুণা দ্বারা তাঁর প্রতি করা-অপমানের ক্ষমা গ্রহণ করে ও সেই মণ্ডলীর সঙ্গেও পুনর্মিলিত হয়, যে মণ্ডলীকে তারা পাপের দরুন আঘাত করেছে ও যে মণ্ডলী ভালবাসা, আদর্শদান ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে তাদের নিজেদের মনপরিবর্তনে সহযোগিতা করে।' পরিশেষে, সাক্রামেন্ত গ্রহণের সময়ে প্রায়শ্চিত্তমূলক যে ক্ষুদ্র কাজ ব্যক্তিগত ভাবে দেওয়া হয়, মণ্ডলীতেই তা বিশেষ এক প্রকারে খ্রীষ্টের অসীম প্রায়শ্চিত্তের সহভাগিতা লাভ করে; এবং একইসময়, মণ্ডলীর সাধারণ ব্যবস্থা গুণে, অনুতপ্ত ব্যক্তি সাক্রামেন্তগত প্রায়শ্চিত্তের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত যত কাজ, যত যন্ত্রণা ও যত দুঃখ-কষ্ট ঘনিষ্ঠভাবে যোগ করতে পারে।

এভাবে নিজ দেহে ও আত্মায় প্রভুর মৃত্যু বহন করার কর্তব্য দীক্ষাস্নাত ব্যক্তির গোটা জীবনকে প্রতিটি মুহূর্তে ও তার প্রতিটি বহিঃপ্রকাশে আলিঙ্গন করে।

৪র্থ রবিবার

ক বর্ষ - যোহন ৯:১-৪১

একদিন, পথে যেতে যেতে যীশু একজন লোককে দেখতে পেলেন যে জন্ম থেকে অন্ধ। তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'রাব্বি, কে পাপ করেছে, এই লোকটা, না তার পিতামাতা, যার ফলে এ অন্ধ হয়ে জন্মেছে?' যীশু উত্তর দিলেন, 'নিজেরও পাপের ফলে নয়, পিতামাতারও পাপের ফলে নয়, বরং এমনটি ঘটেছে যেন ঈশ্বরের কর্মকীর্তি তার মধ্যে প্রকাশ পায়। যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, দিনের আলো যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ আমাদের তাঁরই কাজ সাধন করতে হবে; রাত আসছে, তখন কেউ কাজ করতে পারবে না। যতদিন জগতে আছি, আমিই জগতের আলো।' একথা বলার পর তিনি মাটিতে থুথু ফেললেন, আর সেই লালা দিয়ে কাদা তৈরি করে লোকটির চোখে তা মাখিয়ে দিলেন এবং তাকে বললেন, 'সিলোয়াম জলকুণ্ডে গিয়ে ধুয়ে ফেল'—সিলোয়াম কথাটার অর্থ 'প্রেরিত'। সে তখন চলে গিয়ে চোখ ধুয়ে ফেলল, আর অন্ধত্ব থেকে মুক্ত হয়েই ফিরে এল।

প্রতিবেশীরা ও যারা আগে তাকে ভিক্ষুক অবস্থায় দেখেছিল, তারা বলতে লাগল, 'এ কি সেই লোক নয়, যে বসে বসে ভিক্ষা করত?' কেউ কেউ বলল, 'সে-ই বটে।' আবার কেউ কেউ বলল, 'না, সে নয়, কিন্তু দেখতে তারই মত।' তখন লোকটি নিজে বলল, 'আমিই সে।' তাই তারা তাকে বলল, 'তবে কেমন করে তোমার চোখ খুলে গেল?' সে উত্তর দিল, 'যীশু নামে সেই মানুষ কাদা তৈরি করে আমার চোখে তা মাখিয়ে দিলেন এবং আমাকে বললেন, সিলোয়াম জলকুণ্ডে গিয়ে ধুয়ে ফেল; তাই আমি গেলাম, আর ধোয়ামাত্র চোখে দেখতে পেলাম।' তারা তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'লোকটা কোথায়?' সে বলল, 'জানি না।' যে লোকটি আগে অন্ধ ছিল, তাকে তারা ফরিসিদের কাছে নিয়ে গেল। যীশু যেদিন কাদা তৈরি করে তার চোখ খুলে দিয়েছিলেন, সেদিনটি সাব্বাৎ ছিল। তাই ফরিসিরা তাকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, সে কেমন করে চোখে দেখতে পেয়েছে। সে তাঁদের বলল, 'তিনি আমার চোখের উপরে কাদা লাগিয়ে দিলেন, পরে ধুয়ে ফেললাম, আর এখন দেখতে পাচ্ছি।' তখন কয়েকজন ফরিসি বললেন, 'ওই লোকটা ঈশ্বর থেকে

আসে না, কারণ সে সাব্বাৎ দিন মানে না।’ কিন্তু অন্য কেউ বললেন, ‘পাপী মানুষ কেমন করে তেমন চিহ্নকর্ম সাধন করতে পারে?’ তাই তাঁদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। তখন তাঁরা অন্ধটিকে আবার বললেন, ‘তার সম্বন্ধে তুমি কী বল? তোমার চোখ তো সে-ই খুলে দিয়েছে!’ সে বলল, ‘তিনি একজন নবী।’

সে যে অন্ধ ছিল আর এখন দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছে, তা ইহুদীরা বিশ্বাস করলেন না, যতক্ষণ না দৃষ্টিশক্তি-পাওয়া লোকটির পিতামাতাকে ডাকিয়ে এনে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘এ কি তোমাদের ছেলে, যার বিষয়ে তোমরা নাকি বলছ যে, অন্ধ হয়ে জন্মেছিল? তবে সে কেমন করে এখন চোখে দেখতে পাচ্ছে?’ তার পিতামাতা উত্তরে তাঁদের বলল, ‘এ যে আমাদের ছেলে আর অন্ধ হয়ে জন্মেছিল, আমরা তা জানি। কিন্তু কেমন করে যে এখন চোখে দেখতে পাচ্ছে, তা জানি না, আর কেইবা এর চোখ খুলে দিয়েছে, তাও জানি না। আপনারা একেই জিজ্ঞাসা করুন, এর তো বয়স হয়েছে। নিজের কথা নিজেই বলবে।’ ইহুদীদের ভয় করত বিধায়ই তার পিতামাতা তেমন উত্তর দিয়েছিল, কারণ এর মধ্যে ইহুদীরা এতে সম্মত হয়েছিলেন যে, যদি কেউ তাঁকে খ্রীষ্ট বলে স্বীকার করে, সে সমাজগৃহ থেকে বিচ্যুত হবে। এজন্যই তার পিতামাতা বলেছিল, ‘এর বয়স হয়েছে, একেই জিজ্ঞাসা করুন।’

সুতরাং ইহুদীরা, যে লোকটি আগে অন্ধ ছিল, তাকে দ্বিতীয়বার ডাকিয়ে এনে বললেন, ‘ঈশ্বরকে গৌরব আরোপ কর! আমরা জানি যে, ওই লোকটা একজন পাপী।’ সে উত্তর দিল, ‘তিনি একজন পাপী কিনা, জানি না; একটা কথা আমি জানি, অন্ধ ছিলাম, আর এখন চোখে দেখতে পাচ্ছি।’ তাঁরা তাকে বললেন, ‘সে তোমাকে কী করেছিল? কেমন করে তোমার চোখ খুলে দিয়েছিল?’ সে তাঁদের উত্তর দিল, ‘আগেও তো আপনাদের বলেছি, আর আপনারা শোনেননি। আবার শুনতে চাচ্ছেন কেন? আপনারাও কি তাঁর শিষ্য হতে চান?’ তাকে ভর্ৎসনা করে তাঁরা বললেন, ‘তুমিই ওর শিষ্য, আমরা মোশীরই শিষ্য। আমরা জানি যে, ঈশ্বর মোশীর সঙ্গেই কথা বলেছিলেন, কিন্তু ও যে কোথা থেকে এসেছে, আমরা তা জানি না।’ লোকটি তাঁদের উত্তর দিল, ‘এই তো আশ্চর্যের ব্যাপার: তিনি যে কোথা থেকে আসেন, তা আপনারা জানেন না; অথচ তিনিই আমার চোখ খুলে দিলেন। আমরা জানি যে, ঈশ্বর পাপীদের কথা শোনেন না, কিন্তু কেউ যদি ঈশ্বরভক্ত হয় ও তাঁর ইচ্ছা পালন করে, তবে তিনি তার কথা শোনেন। জগতের আদি থেকে এমন কথা কখনও শোনা যায়নি যে, জন্মান্ধ মানুষের চোখ কেউ খুলে দিয়েছে। তিনি যদি ঈশ্বর থেকে আগত না হতেন, তাহলে কিছুই করতে পারতেন না।’ তাঁরা প্রতিবাদ করে তাকে বললেন, ‘তুমি একেবারে পাপের মধ্যেই জন্মেছ আর আমাদের শিক্ষা দেবে?’ আর তাকে বের করে দিলেন।

তাঁরা তাকে বের করে দিয়েছেন, কথাটা শুনে যীশু লোকটিকে খুঁজে পেয়ে তাকে বললেন, ‘মানবপুত্রের প্রতি তোমার কি বিশ্বাস আছে?’ উত্তরে সে বলল, ‘প্রভু, তিনি কে, আমি যেন তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখতে পারি।’ যীশু তাকে বললেন, ‘তুমি তো তাঁকে দেখেছ; যিনি তোমার সঙ্গে কথা বলছেন, তিনিই।’ সে বলল, ‘প্রভু, আমি বিশ্বাস করি!’ এবং তাঁর সামনে প্রণিপাত করল।

তখন যীশু বললেন, ‘আমি এই জগতে এসেছি এক বিচারের জন্য—যারা দেখতে পায় না, তারা যেন দেখতে পায়, এবং যারা দেখতে পায়, তারা যেন অন্ধ হয়ে যায়।’ যে কয়েকজন ফরিসি তাঁর সঙ্গে ছিলেন, তাঁরা এই সমস্ত কথা শুনে তাঁকে বললেন, ‘আমরাও কি অন্ধ?’ যীশু তাঁদের বললেন, ‘যদি অন্ধ হতেন, তাহলে আপনাদের পাপ থাকত না, কিন্তু এখন যে আপনারা বলছেন, আমরা দেখতে পাচ্ছি, আপনাদের পাপ রয়ে গেছে।’

সাধু আম্ব্রোজের পত্রাবলি **পত্র ৮০:১-৫**

কাদায় গড়া আমাদের এই দেহ
দীক্ষাস্নান সাক্রামেন্তের মধ্য দিয়ে
অনন্ত জীবনের আলো লাভ করে

ভাই, তুমি এইমাত্র সুসমাচারের এমন বাণী শুনেছ, যেখানে বর্ণনা করা আছে, প্রভু যীশু পথ চলতে চলতে জন্ম থেকে অন্ধ একটি লোককে দেখলেন। যখন প্রভু তাকে দেখে এগিয়ে যাননি, তখন প্রভু যাকে এড়াতে চাইলেন না, আমাদেরও তাকে এড়াতে হবে না, বিশেষভাবে এজন্য যে, লোকটা জন্মান্ধ—এ এমন ব্যাপার যা এমনিই উল্লিখিত হয়নি।

কেননা দৃষ্টিশক্তির এমন অন্ধতা রয়েছে যা রোগের তীব্রতার ফলে প্রায়ই চোখ অন্ধকারাচ্ছন্ন করে, কিন্তু সময় যেতে যেতে আবার প্রায় ঠিক হয়ে যায়; আরও, এমন অন্ধতা রয়েছে যা বিশেষ শারীরিক অসুবিধার ফলেই ঘটে, এটাও সঠিক চিকিৎসা দ্বারা নিরাময় হয়। আমি এ সমস্ত কথা বলছি যাতে তুমি উপলব্ধি করতে পার যে জন্মান্ধ লোককে সারিয়ে তোলা দক্ষতার উপর নির্ভর করে না, বরং ঐশশক্তির উপরেই নির্ভর করে: কোন চিকিৎসা প্রয়োগ না করে প্রভু যীশু তাকে সুস্থ করে তুলেছেন; বস্তুতপক্ষে তিনি এমন মানুষকে সুস্থ করলেন কেউই যাদের নিরাময় করতে পারছিল না। প্রকৃতির দুর্বলতায় উপযুক্ত উপায় দেওয়া স্রষ্টারই ব্যাপার, কেননা তিনিই প্রকৃতির প্রণেতা। এজন্য তিনি বলে চলেন, *যতদিন জগতে আছি, আমিই জগতের আলো।* অর্থাৎ যারা অন্ধ, তারা যদি আলো এই আমাকেই খোঁজ করে, তারা সকলে দেখতে পাবে। তোমরাও এগিয়ে এসো, তোমরাও আলোকিত হবে যাতে দেখতে পাও।

যিনি আদেশ দেওয়ামাত্র মানুষ পুনরুজ্জীবিত হত, আদেশ দেওয়ামাত্র মানুষ সেরে উঠত, যিনি মৃত মানুষকে 'বেরিয়ে এসো' বললেই লাজার সমাধি থেকে বেরিয়ে এলেন; পক্ষাঘাতগ্রস্তকে 'ওঠ, তোমার মাদুর তুলে নিয়ে হেঁটে বেড়াও' বললেই লোকটা উঠে নিজে থেকেই মাদুরটা সেখানে তুলে নিয়ে গেল যেখানে আগে শক্ত অঙ্গগুলির জন্য লোকে তাকে নিয়ে যেত; এক কথায়, যিনি আদেশ দেওয়ামাত্রই সবকিছু সাধিত হত, জন্মান্ধের অলৌকিক কাজ দ্বারা তাঁর কী অভিপ্রায় ছিল? আবার বলছি, থুথু ফেলে কাদা তৈরি করে তা অন্ধের চোখে মাখিয়ে তিনি যখন তাকে বলেন, *সিলোয়াম জলকুণ্ডে গিয়ে ধুয়ে ফেল—সিলোয়াম কথাটার অর্থ 'প্রেরিত'; আর সে চলে গিয়ে চোখ ধুয়ে ফেলল এবং অন্ধত্ব থেকে মুক্ত হয়েই ফিরে এল,* তখন তাঁর কী অভিপ্রায়? এসব কিছুর উদ্দেশ্য কী? আমি যদি ভুল না করি, তবে বলব: উদ্দেশ্যটা মহান, কেননা যীশু যাকে স্পর্শ করেন, সে আগের চেয়ে ভাল দেখতে পায়।

তাঁর ঈশ্বরত্ব ও পবিত্রতা মেনে নাও! আলোস্বরূপ হয়ে তিনি স্পর্শ করেই সেই আলো সঞ্চার করলেন; দীক্ষাস্নানের পূর্বাভাস দিয়ে যাজকরূপে তিনি আত্মিক অনুগ্রহের রহস্যের বাস্তব রূপ দিলেন। তিনি থুথু ফেললেন তুমি যেন বুঝতে পার যে খ্রীষ্টে সবকিছুই আলো, এও যেন বুঝতে পার যে, সেই সত্যিকারে দেখতে পায়, যে তারই দ্বারা পবিত্রিত হয় যা খ্রীষ্ট থেকে আগত; তাঁর বাণীই আমাদের পরিশুদ্ধ করে, যেভাবে তিনি নিজে বললেন, *এখন তোমরাই পরিশুদ্ধ সেই বাণী গুণে যা আমি তোমাদের কাছে প্রকাশ করেছি।*

তিনি যে কাদা তৈরি করে তা অন্ধের চোখে মাখালেন, এর অর্থ হল যে, যিনি কাদা দিয়ে মানুষকে গড়েছিলেন, তিনি সেই একই কাদা দিয়ে তাকে সুস্থ করে তুললেন। আরও, আমাদের

মাংসের কাদা দীক্ষাস্নান সাক্রামেন্তের মধ্য দিয়েই অনন্ত জীবনের আলো লাভ করে।

তুমিও সিলোয়ামের দিকে এগিয়ে যাও, অর্থাৎ এগিয়ে যাও তাঁরই দিকে যিনি পিতা দ্বারা প্রেরিত হলেন, যেমনটি তিনি বললেন, *আমি যে শিক্ষা দিচ্ছি, তা আমার নয়; যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁরই।* খ্রীষ্টই তোমাকে ধৌত করুন, তুমি যেন দেখতে পাও। সময় এসেছে: দীক্ষাস্নান গ্রহণ করতে এসো; শীঘ্রই এসো, দৃষ্টি ফিরে পেয়ে তুমি যেন সেই অন্ধের মত বলতে পার: আগে আমি অন্ধ ছিলাম আর এখন দেখতে পাচ্ছি;—*রাত এগিয়ে এল, দিন কাছে এসে গেছে।*

খ বর্ষ - যোহন ৩:১৪-২১

যীশু নিকোদেমকে বললেন: 'মোশী যেমন মরুপ্রান্তরে সেই সাপ উত্তোলন করেছিলেন, মানবপুত্রকেও তেমনি উত্তোলিত হতে হবে, যে কেউ বিশ্বাস করে, সে যেন তাঁর মধ্যে অনন্ত জীবন পেতে পারে। কেননা ঈশ্বর জগৎকে এতই ভালবেসেছেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে দান করেছেন, তাঁর প্রতি যে কেউ বিশ্বাস রাখে, তার যেন বিনাশ না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পেতে পারে। কেননা ঈশ্বর জগৎকে বিচার করার জন্য তাঁর পুত্রকে জগতে প্রেরণ করেননি, কিন্তু এজন্য, জগৎ যেন তাঁর দ্বারা পরিত্রাণ পেতে পারে। তাঁর প্রতি যে বিশ্বাসী, তার বিচার হয় না; কিন্তু যে অবিশ্বাসী, তার বিচার হয়েই গেছে, যেহেতু ঈশ্বরের একমাত্র পুত্রের নামে বিশ্বাস করেনি। আর এই তো সেই বিচার: জগতের মধ্যে আলো আসা সত্ত্বেও মানুষ সেই আলোর চেয়ে অন্ধকার ভালবেসেছে, কেননা তাদের কর্ম অসৎ ছিল। বাস্তবিক, যে অপকর্মের সাধক, সে আলোকে ঘৃণা করে, ও আলোর দিকে সে আসে-ই না, পাছে তার কর্ম ব্যক্ত হয়; কিন্তু যে সত্যের সাধক, সে আলোর দিকে এগিয়ে আসে, তার সমস্ত কর্ম যে ঈশ্বরে সাধিত তা যেন প্রকাশিত হয়।'

সাধু যোহন খ্রীসোস্তম-লিখিত 'ঈশ্বরের যত্নশীলতা' **১৭:১-৮**

ঈশ্বর আপন পুত্রকে রেহাই দেননি, তাঁকে বরং আমাদের সকলের জন্য দান করলেন

আমরা যারা কতগুলো কারণ নিয়ে প্রভুকে সম্মান করি, তিনি যে ক্রুশদণ্ড ভোগ করলেন ও তেমন জঘন্য মৃত্যু বরণ করলেন, বিশেষভাবে এর জন্যই আমাদের কি তাঁর মহিমাগান, গৌরবকীর্তন ও বন্দনা করতে হবে না? পল কি আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসার প্রমাণ স্বরূপ তাঁর মৃত্যুর কথা অবিরতই স্মরণ করিয়ে দেন না? আর তিনি মানুষের জন্য কী ধরনের মৃত্যু বরণ করলেন? আমাদের খাতিরে ও আমাদের সান্ত্বনা দেবার জন্য খ্রীষ্ট যা করেছেন, একথা বাতিল করে তিনি সবসময় ক্রুশের কথায় আসেন: *ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রমাণ করছেন, কেননা আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনই খ্রীষ্ট আমাদের জন্য মরলেন।* একথার পর কিন্তু তিনি বিরাট আশায় আমাদের উন্নীত করেন, *আমরা যখন শত্রু ছিলাম, তখন যদি তাঁর পুত্রের মৃত্যু দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হলাম, তবে পুনর্মিলিত হয়ে আমরা যে তাঁর জীবনের মধ্য দিয়ে পরিত্রাণ পাব, তা আরও কতই না সুনিশ্চিত!* তিনি নিজে এ নিয়ে গর্ব করেন, এমনকি তিনি আনন্দ করেন, উল্লাস করেন ও আনন্দের আতিশয্যে গালাতীয়দের কাছে লেখেন, *আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশে ছাড়া আমি আর অন্য কিছুতেই যেন গর্ব না করি।*

যিনি যন্ত্রণাভোগ করলেন, তিনিও যখন ক্রুশকে গৌরব গণ্য করেন, তখন পল যে এ নিয়ে উল্লাস করেন, আনন্দে মেতে ওঠেন ও গর্ব করেন, এতে আমরা কেন বিস্মিত হব? তিনি বললেন, *পিতা, সেই ক্ষণ এসেছে: তোমার পুত্রকে গৌরবান্বিত কর।* আর যে শিষ্য একথা লিখেছেন, তিনি

বলছিলেন, *আত্মাকে তখনও দেওয়া হয়নি, কেননা যীশু তখনও গৌরবান্বিত হননি*—একথা ব'লে তিনি ক্রুশের গৌরব বোঝাতে চাচ্ছিলেন।

আর যখন তিনি খ্রীষ্টের ভালবাসার কথা স্পষ্ট করে ব্যক্ত করতে চাইলেন, তখন কী বললেন? তিনি কি কোন অলৌকিক কাজ বা আশ্চর্য চিহ্নের ইঙ্গিত করলেন? মোটেই না, তিনি বরং ক্রুশ ছাড়া অন্য কিছুই উল্লেখ করেন না: *ঈশ্বর জগৎকে এতই ভালবেসেছেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে দান করেছেন, তাঁর প্রতি যে কেউ বিশ্বাস রাখে, তার যেন বিনাশ না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পেতে পারে।*

আর পল বলেন, *যিনি নিজের পুত্রকে রেহাই দেননি, কিন্তু আমাদের সকলের জন্য তাঁকে সঁপে দিলেন, তিনি কি তাঁর সঙ্গে সমস্ত কিছুও আমাদের প্রদান করবেন না?*

বিনম্রতার দিকে আমাদের অনুপ্রাণিত করার জন্য তিনি এ বাণী স্মরণ করিয়ে দেন, *খ্রীষ্টযীশুতে যে মনোভাব ছিল, তা তোমাদের অন্তরেও যেন থাকে: অবস্থায় ঈশ্বর হয়েও তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর সমতুল্যতাকে আঁকড়ে ধরার বস্তু মনে করলেন না; বরং দাসের অবস্থা ধারণ করে ও মানুষের সাদৃশ্য আপন করে তিনি নিজেকে রিক্ত করলেন; আকারে প্রকারে মানুষের মত আবির্ভূত হয়ে তিনি মৃত্যু পর্যন্ত, এমনকি ক্রুশমৃত্যু পর্যন্তই নিজেকে বাধ্য করায় নিজেকে অবনমিত করলেন।* আর যখন তিনি ভালবাসা-সংক্রান্ত পরামর্শ দেন, তখন একথা বলেন, *ভালবাসায় চল, যেইভাবে খ্রীষ্টও আমাদের ভালবেসেছেন ও আমাদেরই জন্য ঈশ্বরের কাছে নৈবেদ্য ও সুরভিত বলিরূপে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন।*

আবার, যখন মণ্ডলীর ভিত্তিস্বরূপ সেই প্রেরিতদূতদের প্রধান অজ্ঞতাবশত তাঁকে আপত্তি করে বলেছিলেন, *দূরের কথা, প্রভু! অমনটি আপনার কখনও ঘটবে না,* তখন প্রভু নিজে যে ক্রুশকে কতই না বাসনা করছিলেন ও কোন্ ব্যগ্রতার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত ছিলেন, তা দেখাবার জন্য তিনি পিতরকে কীভাবেই না উদ্দেশ ক'রে কথা বলেছিলেন, সেকথা শোন, *আমার পিছনে চলে যাও, শয়তান! তুমি আমার পথের বাধা।* তেমন শক্ত ও কঠোর ভর্ৎসনা করে তিনি দেখাতে চাইলেন, কতই না মনের আগ্রহে ক্রুশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। সুতরাং, যখন খ্রীষ্ট ক্রুশকে গৌরব বলেন ও পল ক্রুশ নিয়ে গর্ববোধ করেন, তখন এজীবনে ক্রুশ যে তত কীর্তিত, এতে বিস্মিত হব কেন?

গ বর্ষ - লুক ১৫:১-৩,১১-২৪

কর-আদায়কারী ও পাপীরা সকলেই যীশুর বাণী শুনবার জন্য দলে দলে তাঁর কাছে আসছিল; এতে ফরিসিরা ও শাস্ত্রীরা গজগজ করে বলতে লাগলেন, 'লোকটা পাপীদের গ্রহণ করে নেয়, তাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়াও করে!' তাই তিনি তাঁদের এই উপমা-কাহিনী শোনালেন: 'একজন লোকের দু'টি ছেলে ছিল। ছোটজন পিতাকে বলল, পিতা, আমার ভাগের সম্পত্তি আমাকে দিয়ে দাও। তাই তিনি তাদের মধ্যে ধন-সম্পত্তি ভাগ করে দিলেন। অল্প দিন পর ছোট ছেলেটি নিজের সবকিছু সংগ্রহ করে নিয়ে দূরদেশে চলে গেল, আর সেখানে উচ্ছৃঙ্খলের মত নিজ সম্পত্তি উড়িয়ে দিল।

সে সবকিছু ব্যয় করে ফেললে পর সেই দেশে করাল দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, তাতে সে কষ্টে পড়তে লাগল। তাই সে গিয়ে সেই দেশের এক অধিবাসীর কাছে চাকরের কাজ নিল, আর সে তাকে শূকর চরাতে নিজের মাঠে পাঠিয়ে দিল। তার খুবই ইচ্ছে হত, শূকরে যে শুঁটি খায়, তা খেয়ে সে পেট ভরাবে, কিন্তু কেউই তা তাকে দিত না। তখন তার চেতনা হল, বলল, আমার পিতার কত মজুর প্রচুর খাবার পাচ্ছে, কিন্তু আমি এখানে ক্ষুধায় মরছি। আমি উঠে আমার পিতার কাছে যাব, তাঁকে বলব, পিতা, আমি স্বর্গের বিরুদ্ধে ও

তোমার সামনে পাপ করেছি; আমি তোমার ছেলে নামের আর যোগ্য নই। তোমার একজন মজুরের মত আমার প্রতি ব্যবহার কর। তখন সে উঠে নিজের পিতার কাছে যাবার জন্য রওনা হল।

সে বহুদূরে থাকতেই তার পিতা তাকে দেখতে পেলেন, ও দয়ায় বিগলিত হয়ে ছুটে গিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে তাকে চুম্বন করতে লাগলেন। তখন ছেলেটি তাঁকে বলল, পিতা, আমি স্বর্গের বিরুদ্ধে ও তোমার সামনে পাপ করেছি, আমি তোমার ছেলে নামের আর যোগ্য নই। কিন্তু পিতা নিজ দাসদের বললেন, শীঘ্র যাও, সবচেয়ে ভাল পোশাক এনে একে পরিয়ে দাও, এর আঙুলে আঙটি পরাও ও পায়ে জুতো দাও; এবং নধর বাছুরটা এনে কাট; আর এসো, ভোজ করে ফুর্তি করি, কারণ আমার এই ছেলে মৃতই ছিল, আর এখন বেঁচে উঠেছে; হারানোই ছিল, আর এখন তাকে পাওয়া গেছে। তাই তারা ফুর্তি করতে লাগল।

সাধু আগস্তিন-লিখিত 'সামসঙ্গীত-মালায় উপদেশাবলি' **সাম ১৩৮, ৩-৬**

আমি দূরে গিয়েছিলাম, আর তুমি এখানেই ছিলে

দূর থেকেই তুমি বুঝতে পার আমার চিন্তা সকল, তুমি তো লক্ষ রাখ আমি কখন হাঁটি, কখন শুই। আমার সকল পথ তোমার কাছে পরিচিত। দূর থেকে কেন? মাতৃভূমি সেই ঊর্ধ্বলোকে আমি পৌঁছবার আগেও, আমি পথ চলতেই তুমি আমার চিন্তা জেনে থাক। তুমি একান্ত ব্যগ্রতার সঙ্গে ছোট ছেলের অপেক্ষায় আছ, কেননা সেও খ্রীষ্টদেহ হয়েছে—সেই যে মণ্ডলী সর্বজাতি থেকে তোমার কাছে আসছে। বস্তুত, ছোট ছেলে দূরে চলে গেছিল। এক পিতার দু'টো ছেলে ছিল: বড়জন কখনও দূরে যায়নি, সে মাঠে কাজ করত: সে হল সেই পবিত্রজনদের প্রতীক যাঁরা বিধানের সময়ে বিধানের বিধিনিয়ম পালন করতেন।

কিন্তু পরবর্তীকালে মানবজাতি প্রতিমা পূজার দিকে ফিরে দূর দেশে চলে গেছিল। কেননা তোমার স্রষ্টা থেকে তত দূরবর্তী কী থাকতে পারে, যত দূরবর্তী হয় স্রষ্টার সেই ছবি যা তুমি নিজে থেকে কল্পনা কর? তবে সেই ছোট ছেলে দূর দেশে গেছিল, সঙ্গে করে নিয়েছিল তার যত সম্পদ, আর সুসমাচারের বর্ণনা থেকে আমরা জানি, সে সেই সম্পদ অপব্যয় করে উড়িয়ে দিয়েছিল; ক্ষুধার জ্বালায় সে সেই দেশের একটা জমিদারের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল, আর সে তাকে শূকর চরানোর দায়িত্ব দিয়েছিল; তার খুবই ইচ্ছে হত, সে শূকরদের শুঁটি খেয়েই পেট ভরাবে, কিন্তু পারত না।

তখন, তত পরিশ্রম, ক্লান্তি, দুর্দশা, নিঃস্বতার পরে পিতার কথা তার মনে পড়ল, সিদ্ধান্ত নিল, সে ফিরে যাবে; সে বলল: আমি উঠে আমার পিতার কাছে যাব। এখন তুমি তার কণ্ঠস্বর চিনে নাও, সে বলছে: *তুমি তো জান আমি কখন বসি, কখন উঠি।* আমি নিঃস্বতায় বসেছি, তোমার রুটির বাসনায় আবার উঠলাম। *দূর থেকেই তুমি বুঝতে পার আমার চিন্তা সকল:* এজন্যই প্রভু সুসমাচারে বলেন, *পিতা তার দিকে ছুটে গেলেন।* এ যুক্তিসঙ্গত, কেননা পিতা দূর থেকেই তার চিন্তা সকল বুঝতে পেরেছিলেন: *তুমি তো লক্ষ রাখ আমি কখন হাঁটি, কখন শুই।*

তাই তোমার কাছে আমার পথ পরিচিত; কোন্ পথ, সেই যে কুপথ ছাড়া যে পথ সে চলেছিল পিতা থেকে দূরে যাবার জন্য—সেই যে পথ সে মনে করছিল, যিনি তাঁকে শাস্তি দিতে পারতেন তাঁরই চোখের আড়ালে থাকবে! অথচ তাকে আবার কাছে পাবার উদ্দেশ্যে পিতা যদি দূরে তাকে শাস্তি না দিতেন, তাহলে ছেলেটা সেই নিঃস্বতায় নিঃশেষিত হতে পারত না, শূকরদেরও চরাতে

পারত না। ফলে, ঈশ্বরের ন্যায্য শাস্তি অবিরতই তার পিছে পিছে থাকতে, বিপদের মুখে পলাতকের মত সে বলে: *তুমি তো লক্ষ রাখ আমি কখন হাঁটি, কখন শুই। আমার সকল পথ তোমার কাছে পরিচিত।* কেননা আমরা যেইখানে যাই বা যেইখানে পৌঁছই না কেন, ঈশ্বর আমাদের আন্তর অনুভূতিতেই আমাদের শাস্তি দেন। *আমার সকল পথ তোমার কাছে পরিচিত।* আমি পথে পা বাড়াবার আগে, আমি পথ চলবার আগেও তুমি আমার সকল পথ জান; আর শুধু তা নয়: তুমি এ হতে দিয়েছ যে, আমি কষ্ট করেই আমার সকল পথে চলব যাতে সেই কষ্ট এড়াবার জন্য তোমার কাছে ফিরে যাই।

সামসঙ্গীতের রচয়িতা বলেন, *আমার জিহ্বায় ছলনা নেই।* কেন? দেখ, আমি স্বীকার করছি: আমি আমার নিজের পথ অনুসরণ করেছি, তোমার কাছে নিজেকে বিদেশী করেছি, তোমার কাছ থেকে দূরে চলে গেছি সেসব কিছু নিয়ে যা আমি মনে করছিলাম মঙ্গল, অথচ তুমি না থাকায় হল আমার অমঙ্গল। কেননা তোমাকে ছাড়া আমি যদি ভালই থাকতাম, হয় তো তোমার কাছে ফিরে যাবার ইচ্ছা হত না। এজন্য নিজের পাপ স্বীকার ক'রে সামগীতির রচয়িতা ধর্মময়তাপ্রাপ্ত খ্রীষ্টদেহের হয়ে নিজের জন্য নয় বরং তার অনুগ্রহ গুণে বললেন, *আমার জিহ্বায় ছলনা নেই।*

৫ম রবিবার

ক বর্ষ - যোহন ১১:১-৪৫

একজন লোক অসুস্থ ছিলেন, তিনি বেথানিয়ার লাজার; মারীয়া ও তাঁর বোন মার্থা সেই গ্রামেই বাস করতেন। ইনি সেই মারীয়া, যিনি প্রভুকে সুগন্ধি তেল মাখিয়ে দিয়েছিলেন ও নিজের চুল দিয়ে তাঁর পা মুছে দিয়েছিলেন; এঁরই ভাই লাজার অসুস্থ ছিলেন। তাই তাঁর বোনেরা তাঁকে বলে পাঠালেন, 'প্রভু, আপনি যাকে ভালবাসেন, সে অসুস্থ।' কিন্তু যীশু এই সংবাদ পেয়ে বললেন, 'এই অসুস্থতা মৃত্যুর উদ্দেশে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের গৌরবার্থে, তা দ্বারা যেন ঈশ্বরপুত্র গৌরবান্বিত হন।' যীশু মার্থাকে ও তাঁর বোনকে এবং লাজারকে ভালবাসতেন।

তাই লাজার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন শুনে তিনি যেখানে ছিলেন সেইখানে আরও দু' দিন থেকে গেলেন। তারপর শিষ্যদের বললেন, 'চল, আমরা যুদেয়ায় ফিরে যাই।' শিষ্যেরা তাঁকে বললেন, 'রাব্বি, এই সেদিন মাত্র যে ইহুদীরা আপনাকে পাথর ছুড়ে মারতে চেয়েছিল, আর আপনি নাকি আবার সেখানে যাচ্ছেন?' যীশু উত্তর দিলেন, 'দিনে কি বারো ঘণ্টা নেই? দিন থাকতেই যদি কেউ চলাফেরা করে, তবে সে হোঁচট খায় না, কারণ সে এই জগতের আলো দেখতে পায়। কিন্তু রাতের বেলায় যদি কেউ চলাফেরা করে, তবেই সে হোঁচট খায়, কারণ আলো তার মধ্যে নেই।' একথা বলার পর তিনি বলে চললেন, 'আমাদের বন্ধু লাজার ঘুমিয়ে পড়েছে, আমি কিন্তু তাকে জাগিয়ে তুলতে যাচ্ছি।' শিষ্যেরা তাঁকে বললেন, 'প্রভু, সে যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন সে সুস্থ হয়ে যাবে।' যীশু লাজারের মৃত্যুরই কথা বলছিলেন, কিন্তু তাঁরা মনে করছিলেন যে, তিনি সাধারণ ঘুমের কথা বলছেন। তাই যীশু তাঁদের স্পষ্টই বললেন, 'লাজার মারা গেছে, এবং সেখানে ছিলাম না বলে আমি তোমাদের জন্য খুশি, যেন তোমরা বিশ্বাস করতে পার। কিন্তু এখন চল, তার কাছে যাই।' তখন টমাস—যমজ বলে যিনি পরিচিত—অন্যান্য শিষ্যদের বললেন, 'চল, আমরাও যাই, যেন তাঁর সঙ্গে মরতে পারি।'

যীশু এসে দেখলেন, চারদিন হল লাজারকে সমাধি দেওয়া হয়েছে। বেথানিয়া ছিল যেরুসালেমের কাছাকাছি—আনুমানিক তিন কিলোমিটার। ভাইয়ের জন্য মার্থা ও মারীয়াকে সান্ত্বনা দিতে ইহুদীদের অনেকে তাঁদের কাছে এসেছিল। যখন মার্থা শুনতে পেলেন, যীশু আসছেন, তখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চললেন; মারীয়া বাড়িতে বসে রইলেন। মার্থা যীশুকে বললেন, 'প্রভু, আপনি যদি এখানে থাকতেন,

তবে আমার ভাই মারা যেত না। তবু এখনও জানি যে, ঈশ্বরের কাছে আপনি যা কিছু যাচনা করবেন, ঈশ্বর তা আপনাকে মঞ্জুর করবেন।' যীশু তাঁকে বললেন, 'তোমার ভাই পুনরুত্থান করবে।' মার্থা তাঁকে বললেন, 'আমি জানি, শেষ দিনে পুনরুত্থানের সময়ে সে পুনরুত্থান করবে।' যীশু তাঁকে বললেন, 'আমিই পুনরুত্থান ও জীবন: আমার প্রতি যে বিশ্বাস রাখে, সে মারা গেলেও জীবিত থাকবে। আর জীবিত যে কেউ আমার প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে কখনও মরবে না। তুমি কি তা বিশ্বাস কর?' মার্থা তাঁকে বললেন, 'হ্যাঁ, প্রভু, আমি বিশ্বাস করি যে, আপনিই সেই খ্রীষ্ট, সেই ঈশ্বরপুত্র, সেই ব্যক্তি জগতে যিনি আসছেন।'

একথা বলার পর তাঁর বোন মারীয়াকে ডাকতে গেলেন; তাঁকে নিচু গলায় বললেন, 'গুরু উপস্থিত, তোমাকে ডাকছেন।' কথাটা শোনামাত্র মারীয়া শীঘ্রই উঠে তাঁর কাছে গেলেন। যীশু তখনও গ্রামের মধ্যে আসেননি, কিন্তু মার্থা যেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন, তিনি সেইখানে রয়ে গেছিলেন। বাড়ির মধ্যে যে ইহুদীরা মারীয়ার সঙ্গে ছিল ও তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল, তাঁকে হঠাৎ উঠে বাইরে যেতে দেখে তাঁর পিছু পিছু গেল; মনে করছিল, তিনি সমাধিস্থানে চোখের জল ফেলার জন্য সেখানে যাচ্ছেন। যীশু যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, মারীয়া সেখানে এসে তাঁকে দেখতে পেয়ে তাঁর পায়ে পড়ে তাঁকে বললেন, 'প্রভু, আপনি যদি এখানে থাকতেন, তবে আমার ভাই মারা যেত না।' যীশু যখন দেখলেন, মারীয়া চোখের জল ফেলছেন, এবং তাঁর সঙ্গে যে ইহুদীরা এসেছিল তারাও চোখের জল ফেলছে, তখন আত্মায় উত্তেজিত হয়ে উঠলেন ও কম্পিত হলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাকে কোথায় রেখেছ?' তারা বলল, 'আসুন, প্রভু! দেখে যান।' যীশু কেঁদে উঠলেন; আর ইহুদীরা বলতে লাগল, 'দেখ, ইনি তাঁকে কতই না ভালবাসতেন!' কিন্তু তাদের কয়েকজন বলল, 'ইনি যখন সেই অন্ধের চোখ খুলে দিলেন, তখন কি এমন কিছু করতে পারতেন না, যেন এঁর মৃত্যু না হয়?' যীশু পুনরায় আত্মায় উত্তেজিত হয়ে সমাধির কাছে এসে পৌঁছলেন। সমাধিটা ছিল একটা গুহা, আর তার মুখে একখানা পাথর দেওয়া ছিল।

যীশু বললেন, 'পাথরখানা সরাও।' মৃত লোকটির বোন মার্থা তাঁকে বললেন, 'প্রভু, আজ তো চারদিন হল, এতক্ষণে দুর্গন্ধ হয়ে থাকবেই।' যীশু তাঁকে বললেন, 'আমি কি তোমাকে বলিনি যে, তুমি বিশ্বাস করলে তবে ঈশ্বরের গৌরব দেখতে পাবে?' তাই তারা পাথরখানা সরিয়ে দিল। তখন যীশু উর্ধ্বের দিকে চোখ তুলে বললেন, 'পিতা, আমার প্রার্থনা শুনেছ বলে আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি তো জানতাম, তুমি সর্বদাই আমার কথা শোন, কিন্তু এখানে যারা দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাদেরই জন্য কথাটা বললাম, তারা যেন বিশ্বাস করে যে, তুমিই আমাকে প্রেরণ করেছ।' একথা বলার পর তিনি জোর গলায় চিৎকার করে বললেন, 'লাজার, বেরিয়ে এসো!' মৃত লোকটি বেরিয়ে এলেন—তাঁর হাত-পা তখনও কাপড়ের ফালি দিয়ে বাঁধা ও তাঁর মুখ একটা রুমালে জড়ানো। যীশু তাদের বললেন, 'ওঁর বাঁধন খুলে দিয়ে ওঁকে যেতে দাও।'

যে ইহুদীরা মারীয়ার কাছে এসেছিল, এবং যীশু যা সাধন করেছিলেন তা দেখতে পেয়েছিল, তাদের অনেকেই তাঁর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে উঠল।

সাধু পিতর খ্রীসোলগের উপদেশাবলি **উপদেশ ৬৩**

লাজারের মৃত্যু প্রয়োজন ছিল, যেন সমাহিত লাজারের সঙ্গে শিষ্যদের বিশ্বাসও পুনরুত্থান করে

পাতাল থেকে ফিরে আসা সেই লাজার আমাদের দিকে এগিয়ে আসছেন, নিজের পুনরুত্থানের দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে আমাদের শেখাবার জন্য কীভাবে মৃত্যুকে জয় করা যায়। এ ঘটনা তন্ন তন্ন করে ব্যাখ্যা করার আগে, এসো, বাহ্যিক দিক থেকেই তাঁর পুনরুত্থান লক্ষ করি; স্বীকার করি, এটিই সবচেয়ে আশ্চর্যজনক অলৌকিক কাজ, ক্ষমতার সর্বোচ্চ প্রকাশ, মহত্তম অপরূপ

চিহ্নকর্মগুলির মধ্যে অন্যতম।

যখন প্রভু সমাজগৃহের প্রধান সেই যাইরুসের কন্যাকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন, তখন পাতালের সীমা অতিক্রম না করেই কন্যাকে এমনি জীবন ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। নাইমের মাতার সেই একমাত্র সন্তানকেও পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন; সেসময় তিনি লাশ সমাধি দেওয়ার আগেই শবযান থামিয়েছিলেন, যাতে করে ক্ষয়প্রাপ্তির আরম্ভ না হয়: মৃত্যু যেন মৃত মানুষের উপর পুরা অধিকার দাবি না করতে পারে, সেজন্য তিনি, মৃত্যু মৃত মানুষকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করার আগেই, মৃত মানুষকে জীবন ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

পক্ষান্তরে তিনি লাজারের বেলায় যা সাধন করলেন সম্পূর্ণরূপে আলাদা, কেননা তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থান উপরোল্লিখিত দৃষ্টান্তের সঙ্গে কোন দিকেই সম্পর্কযুক্ত নয়। লাজারে মৃত্যু পূর্ণ শক্তিতে ক্রিয়াশীল হয়েছিল; আর তাঁর পুনরুত্থান যে কীভাবে ঘটেছে, তা প্রভুর পুনরুত্থানের প্রায় পূর্বঘটনাই যেন; তবু পার্থক্য রয়েছে আর তা এরূপ: খ্রীষ্ট তিন দিন পরে প্রভুরূপেই পুনরুত্থান করলেন, পক্ষান্তরে লাজারকে চারদিন পরে দাসরূপেই পুনরুজ্জীবিত করা হয়। একথার প্রমাণ স্বরূপ, এসো, সুসমাচারের বর্ণনার অন্য দিক বিশ্লেষণ করি।

তাঁর বোনেরা তাঁকে বলে পাঠালেন: প্রভু, দেখ, তোমার বন্ধু অসুস্থ। তা বলে তাঁরা প্রেম জাগিয়ে দেন, ভালবাসার কথা উল্লেখ করেন, আসক্তি আহ্বান করেন, প্রয়োজনীয়তা দেখিয়ে বন্ধুত্ব উদ্দীপ্ত করতে চেষ্টা করেন। সেই খ্রীষ্ট কিন্তু, যাঁর কাছে অসুস্থতা দূর করার চেয়ে মৃত্যুকে জয় করাই গুরুতর ব্যাপার, ও বন্ধুকে সুস্থ করে তোলায় নয়, বরং মৃত্যু থেকে জীবনে ফিরিয়ে আনায়ই যাঁর ভালবাসা প্রকাশিত, সেই খ্রীষ্ট রোগের কোন প্রতিকার না দিয়ে বরং সঙ্গে সঙ্গে পুনরুত্থানের গৌরব তাঁর জন্য প্রস্তুত করেন।

এমনকি, *যখন শুনলেন, লাজার অসুস্থ, তখন তিনি যেখানে ছিলেন, সেখানে আরও দু'দিন থেকে গেলেন।* তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ, কেমন করে তিনি মৃত্যুকে কাজ করার সময় ও সমাধিকে ক্রিয়াশীল হবার সুযোগ দেন? মৃতদেহের দুর্গন্ধ ও পচনও রোধ না করে তিনি ক্ষয়শক্তির অধিকার অক্ষুণ্ন রাখেন; তিনি হতে দেন, পাতাল সেই দেহ জয় করুক, দখল করুক, নিজ আয়ত্তে রাখুক; এক কথায়, তিনি এমনটি ঘটান, যেন মানব আশা সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয় ও পার্থিব নিরাশা অবাধেই প্রকাশিত হয়, তিনি যা করতে উদ্যত হচ্ছেন, তা যেন মানবীয় নয়, ঐশ্বরিকই এক চিহ্নকর্ম হতে পারে।

তিনি সেই মৃত্যুর অপেক্ষায় যেখানে ছিলেন, সেখানে সেই পর্যন্ত বসে থাকেন, যে পর্যন্ত তিনি নিজেই লাজারের মৃত্যুর সংবাদ না দিতে পারেন ও সেইসঙ্গে ঘোষণা করতে পারেন, তিনি তাঁর কাছে যাবেন। তিনি বললেন, *লাজার মারা গেছে, আর আমি আনন্দিত।* এ কি ভালবাসার প্রমাণ? খ্রীষ্ট কিন্তু *তোমাদের জন্যই* আনন্দিত ছিলেন; *তোমাদের জন্যই* কেন? কারণ লাজারের মৃত্যু ও পুনরুত্থান প্রভুরই মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সঠিক পূর্বচ্ছবি ছিল; এবং যা কিছু প্রভুর বেলায় ঘটতে যাচ্ছিল, তার পূর্বঘটনা লাজারেই প্রকাশ পাচ্ছিল। সুতরাং লাজারের মৃত্যু প্রয়োজনই ছিল, যাতে সমাহিত লাজারের সঙ্গে শিষ্যদের বিশ্বাসও পুনরুত্থান করে।

খ বর্ষ - যোহন ১২:২০-৩৩

পাস্কাপর্ব উপলক্ষে উপাসনা করার জন্য যারা এসেছিল, তাদের মধ্যে কয়েকজন গ্রীক ছিল। তারা ফিলিপের কাছে এল—তিনি গালিলেয়ার বেথ্‌সাইদার মানুষ ছিলেন—এবং তাঁর কাছে এই অনুরোধ রাখল, 'মহাশয়, আমরা যীশুকে দেখতে ইচ্ছা করি।' ফিলিপ গিয়ে আন্দ্রিয়কে বললেন, এবং আন্দ্রিয় ও ফিলিপ যীশুর কাছে এসে কথাটা জানালেন। যীশু তাঁদের উত্তর দিলেন, 'মানবপুত্রের গৌরবান্বিত হওয়ার ক্ষণ উপস্থিত হয়েছে। আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, গমের দানা যদি মাটিতে পড়ে মরে না যায়, তবে তা মাত্র একটাই হয়ে থাকে; কিন্তু যদি মরে যায়, তবে বহু ফল উৎপন্ন করে। নিজের প্রাণকে যে ভালবাসে, সে তা হারিয়ে ফেলে, আর এই জগতে নিজের প্রাণকে যে ঘৃণা করে, সে অনন্ত জীবনের উদ্দেশে তা রক্ষা করবে। কেউ যদি আমার সেবা করে, সে আমার অনুসরণ করুক, যেখানে আমি আছি, আমার সেবকও সেখানে থাকবে। কেউ যদি আমার সেবা করে, তবে আমার পিতা তাকে সম্মানিত করবেন।

এখন আমার প্রাণ কম্পিত; তবে কী বলব? পিতা, এই আসন্ন ক্ষণ থেকে আমাকে ত্রাণ কর? কিন্তু এর জন্যই আমি এই ক্ষণ পর্যন্ত এসেছি! পিতা, তোমার আপন নাম গৌরবান্বিত কর।' তখন স্বর্গ থেকে এক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল, 'তা গৌরবান্বিত করেছি, আবার তা গৌরবান্বিত করব।' সেখানে উপস্থিত লোকেরা তা শুনতে পেয়ে বলল, 'এ একটা বজ্রধ্বনি।' অন্যেরা বলল, 'এক স্বর্গদূত তাঁর সঙ্গে কথা বললেন।' যীশু উত্তরে বললেন, 'এই কণ্ঠস্বর আমার জন্য নয়, তোমাদেরই জন্য ধ্বনিত হল। এখন এই জগতের বিচার উপস্থিত, এখন এই জগতের অধিপতিকে বের করে দেওয়া হচ্ছে। আর আমাকে যখন ভূলোক থেকে উত্তোলন করা হবে, তখন সকলকে নিজের কাছে আকর্ষণ করব।' তিনি যে কী ধরনের মৃত্যুতে মারা যাবেন, এই কথায় তার ইঙ্গিত দিলেন।

গণনাপুস্তকে আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা ২

খ্রীষ্ট আমাদের মধ্যে গমের এক শিষের মত উৎপন্ন হলেন: মৃত্যু বরণ করে তিনি প্রচুর ফসলে ফলশালী

খ্রীষ্ট হলেন এ গমের প্রথমফসল—তিনি যে তখন একাই অভিশাপ থেকে রেহাই পেলেন, ঠিক যখন আমাদের জন্য অভিশাপস্বরূপ হতে চাইলেন। এমনকি, মৃতদের মধ্যে মুক্ত হয়ে জীবনে ফিরে আসায় তিনি ক্ষয়শক্তিও জয় করলেন। কেননা তিনি মৃত্যুকে নিঃশেষে পরাভূত করেই পুনরুত্থান করলেন; এমনকি, অক্ষয়শীলতায় নবায়িত মানবস্বরূপের প্রথমফসল স্বরূপ নিবেদিত দানরূপে তিনি পিতার কাছে আরোহণ করলেন। *আসলে খ্রীষ্ট মানুষের হাতে গড়া পবিত্রধামে প্রবেশ করেননি—এ তো প্রকৃত পবিত্রধামের প্রতিরূপমাত্র!—তিনি তো স্বর্গধামেই প্রবেশ করেছেন, যেন এখন আমাদের সপক্ষে ঈশ্বরের সম্মুখে দাঁড়াতে পারেন।* তিনিই যে স্বর্গ থেকে নেমে আসা জীবন-রুটি, তিনি যে পিতা ঈশ্বরের কাছে সুরভিত বলিরূপে নিজেকে উৎসর্গ করায় মানুষকে তার অপরাধ থেকে মুক্ত করেন ও তার পাপ ক্ষমা করেন, তুমি এ সমস্ত কথা ভালই বুঝতে পারবে যদি মনশ্চক্ষুতে তাঁকে জনগণের জন্য সেই বলীকৃত বৃষ বা উৎসর্গীকৃত ছাগ রূপেই দর্শন করতে পার। কেননা খ্রীষ্ট জগতের পাপ মোচনের উদ্দেশ্যে আমাদের জন্য আপন প্রাণ উৎসর্গ করলেন। সুতরাং আমরা যেমন রুটিতে খ্রীষ্টকে জীবন ও জীবনদাতা রূপে, বৃষে তাঁকে পিতা ঈশ্বরের কাছে সুরভিত নৈবেদ্যরূপেই যেন পুনরুৎসর্গীকৃত বলিরূপে, ও ছাগের প্রতীকাকারে তাঁকে আমাদের জন্য পাপরূপে ও পাপার্থে বলিরূপে দর্শন করি, তেমনি তাঁকে গমের শিষ রূপেও দর্শন করতে পারি। একথা কেমন করে সত্য, তা কিছুক্ষণের মধ্যে বুঝিয়ে দেব।

মানবজাতিকে মাঠে গমের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে: মাটি থেকে উদ্ভূত হয়ে উপযুক্ত বৃদ্ধি লাভ করতে করতেই তা মৃত্যু দ্বারা কেড়ে নেওয়া হয়। তেমন কথা খ্রীষ্ট শিষ্যদের বলেছিলেন, *তোমরা কি একথা বল না যে, আর চার মাস বাকি, তারপর ফসল হবে? দেখ, আমি তোমাদের একটা কথা বলি: চোখ তুলে তোমরা মাঠের দিকে চেয়ে দেখ, ফসল কেমন সোনালী হয়ে কাটার অপেক্ষায় আছে; এর মধ্যে ফসলকাটিয়ে মজুরি পাচ্ছে, ও অনন্ত জীবনের উদ্দেশে ফসল সংগ্রহ করে যাচ্ছে।* সুতরাং যারা পৃথিবীতে জীবনযাপন করে, যুক্তিসঙ্গত ভাবে খেতের ফসলের সঙ্গে তাদের তুলনা করা যায়। কুমারী থেকে জন্ম গ্রহণ করে খ্রীষ্ট আমাদের মাঝে গমের এক শিষের মত উৎপন্ন হলেন। এমনকি তিনি নিজেই নিজেকে গমের দানা বলেন: *আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, গমের দানা যদি মাটিতে পড়ে মরে না যায়, তবে তা মাত্র একটাই হয়ে থাকে; কিন্তু যদি মরে যায়, তবে বহু ফল উৎপন্ন করে।* এজন্য তিনি পিতার সামনে শপথ স্বরূপ হলেন, বা আমাদের জন্য উৎসর্গীকৃত ও বলীকৃত এমন কিছু যা পৃথিবীর প্রথমফসল সেই গমের শিষেরই সদৃশ। একটামাত্র শিষ ঠিকই, কিন্তু একক নয় বরং আমাদের সকলেরই সঙ্গে যুক্ত, যারা বহু শিষ নিয়ে গঠিত আটি রূপে একটামাত্র রাশি।

এ দৃষ্টান্ত আমাদের আত্মার মঙ্গল ও অগ্রগতির জন্য উপযুক্ত; রহস্যের প্রতীকও স্পষ্ট করে তোলে। কেননা খ্রীষ্টযীশু মাত্র একজন ঠিকই, কিন্তু যেহেতু আশ্চর্যময় আত্মিক ঐক্যে নিজের মধ্যে সকল বিশ্বাসীকে সংগ্রহ করেন, সেজন্য শিষের সুসংবদ্ধ আটি বলে পরিগণিত হতে পারেন, আর তিনি আসলে তাই। তা না হলে, কেন সাধু পল লিখবেন, *তিনি তাঁর নিজের সঙ্গে আমাদের পুনরুত্থিতও করেছেন ও স্বর্গধামে আমাদের আসন দিয়েছেন?* তিনি আমাদের একজন হওয়ায় আমরা তাঁর সঙ্গে সহদেহী হয়েছি ও তাঁর মাংসের মধ্য দিয়ে তাঁর সঙ্গে একতা লাভ করেছি। এজন্য অন্য স্থানে তিনি নিজেই পিতা ঈশ্বরের কাছে একথা বলেন, *পিতা, তুমি যেমন আমাতে আছ আর আমি তোমাতে আছি, তেমনি তারাও যেন আমাদের মধ্যে এক হয়।*

গ বর্ষ - যোহন ৮:১-১১

সেসময় যীশু জৈতুন পর্বতে গেলেন। ভোরবেলায় তিনি আবার মন্দিরে এসে উপস্থিত হলেন, আর সমস্ত জনগণ তাঁর কাছে আসতে লাগল; তিনি সেখানে আসন নিয়ে তাঁদের উপদেশ দিতেন। শাস্ত্রীরা ও ফরিসিরা একজন স্ত্রীলোককে তাঁর কাছে নিয়ে এলেন, যাকে ব্যভিচারের ব্যাপারে ধরা হয়েছিল। তাকে মাঝখানে দাঁড় করিয়ে তাঁরা তাঁকে বললেন, 'গুরু, এই স্ত্রীলোকটি ব্যভিচার করার সময়ে ধরা পড়েছে; এবং বিধানে মোশী আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, এই ধরনের মেয়েদের পাথর ছুড়ে মারা হবে। তবে আপনি কী বলেন?' তাঁকে যাচাই করার জন্যই তো তাঁরা একথা বলেছিলেন, যেন তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার মত কোন একটা সূত্র পেতে পারেন। কিন্তু যীশু নিচু হয়ে মাটিতে আঙুল দিয়ে লিখতে লাগলেন। আর যেহেতু তাঁরা কথাটা বারবার জিজ্ঞাসা করছিলেন, সেজন্য তিনি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তাঁদের বললেন, 'আপনাদের মধ্যে যিনি নিষ্পাপ, তিনি-ই প্রথমে একে পাথর ছুড়ে মারুন।' আবার নিচু হয়ে তিনি আঙুল দিয়ে মাটিতে লিখতে লাগলেন। তাঁর একথা শুনে তাঁরা বৃদ্ধ থেকে শুরু করে শেষজন পর্যন্ত একে একে চলে গেলেন। তখন মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটির সঙ্গে কেবল যীশু একা রইলেন। যীশু মাথা তুলে তাকে বললেন, 'নারী, ওঁরা কোথায়? কেউ কি তোমাকে দণ্ডিত করেনি?' সে বলল, 'না, প্রভু, কেউ করেনি।' আর যীশু বললেন, 'আমিও তোমাকে দণ্ডিত করব না। এবার যাও; এখন থেকে আর পাপ করো না।'

ঈশ্বরের রহস্যগুলি ও খ্রীষ্টের কৃপা দর্শন কর

শাস্ত্রীরা ও ফরিসিরা ষড়যন্ত্র করতে গিয়ে প্রভু যীশুর সামনে একটি ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোককে উপস্থিত করেছিল: তিনি তাকে ক্ষমা করলে তবে মনে হত, তিনি বিধান তুচ্ছ করতেন; তাকে দণ্ডিত করলে, তবে আপন উদ্দেশ্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতেন, কেননা তিনি নাকি সকলের পাপ মোচন করতেই এসেছিলেন। এজন্য তারা তাকে তাঁর সামনে দাঁড় করিয়ে বলল: *গুরু, এই স্ত্রীলোকটি ব্যভিচার করার সময়ে ধরা পড়েছে; এবং বিধানে মোশী আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, এই ধরনের মেয়েদের পাথর ছুড়ে মারা হবে। তবে আপনি কী বলেন?*

তারা একথা বলছে, এমন সময় যীশু আনত হয়ে আঙুল দিয়ে মাটিতে লিখতে লাগলেন। আর যেহেতু তারা তাঁর উত্তরের অপেক্ষায় ছিল, সেজন্য তিনি মাথা তুলে বললেন: *আপনাদের মধ্যে যিনি নিষ্পাপ, তিনি-ই প্রথমে একে পাথর ছুড়ে মারুন।* যে নিষ্পাপ, সে-ই মাত্র পাপের শাস্তি দেবে, এ উক্তির চেয়ে দিব্য উক্তি কি থাকতে পারে? তুমি কি করে সহ্য করতে পারতে, যে নিজের পাপের পক্ষসমর্থন করে, সেই পরের পাপের শাস্তি দেবে? যে পরের বেলায় তা দণ্ডিত করে যা সে নিজেও করে, সে কি নিজে থেকে নিজেকে দণ্ডিত করে না?

যীশু একথা বলতে বলতে মাটিতে লিখছিলেন। কী লিখছিলেন? হয় তো একথা: *তোমার ভাইয়ের চোখে যে কুটোটুকু রয়েছে, তুমি তো তা লক্ষ কর, কিন্তু তোমার নিজের চোখে যে কড়িকাঠ রয়েছে, তা তুমি দেখ না!* তিনি মাটিতে সেই আঙুল দিয়ে লিখছিলেন যা দিয়ে বিধান লিখেছিলেন: পাপীরা *ধুলায় লিপিবদ্ধ হবে,* ধার্মিকেরা স্বর্গে, যেমন তিনি শিষ্যদের বলেছিলেন: *আনন্দ কর, কারণ তোমাদের নাম স্বর্গে লেখা আছে।*

একথা শুনে তারা বৃদ্ধ থেকে শুরু করে শেষজন পর্যন্ত একে একে ভাবতে ভাবতে চলে গেল। যীশু একা রইলেন, আর সেই স্ত্রীলোক, ওখানে মাঝখানে। যুক্তিসঙ্গত ভাবেই তো লেখা আছে, যারা খ্রীষ্টের সঙ্গে থাকতে পারল না, তারা বাইরে চলে গেল, কেননা বাইরে বাহ্যিক অক্ষর, কিন্তু ভিতরে রহস্যটি রয়েছে। ধর্মময়তার সূর্য দেখতে অক্ষম হয়ে যারা বিধানের ছায়ায় বাস করত, তারা পবিত্র শাস্ত্রে এমন কিছুর পিছনে যেত যা ফলের চেয়ে গাছের পাতারই সঙ্গে তুলনীয়।

পরিশেষে তারা চলে গেলে যীশু একা রইলেন, আর সেই স্ত্রীলোক, ওখানে মাঝখানে। যীশু পাপ ক্ষমা করার জন্য একা রইলেন, যেমনটি বলেছিলেন, *দেখ, সেই ক্ষণ আসছে, এমনকি তা এসেই গেছে, যখন তোমরা প্রত্যেকে যে যার পথে ছড়িয়ে পড়বে আর আমাকে একাই রেখে যাবে:* কোন মধ্যস্থ, বা কোন স্বর্গদূত আসেননি, প্রভু নিজেই আপন জনগণের পরিত্রাণ সাধন করেন। তিনি একা রইলেন, কেননা কোন মানুষই পাপমোচনের অধিকারে খ্রীষ্টের সঙ্গে সম-অধিকারী হতে পারে না। তেমন অধিকার কেবল খ্রীষ্টেরই যিনি জগতের পাপ হরণ করলেন। আর সেই স্ত্রীলোকটি ক্ষমা পেল, যে স্ত্রীলোক ইহুদীরা চলে যেতে যীশুর সঙ্গে একা রইলেন।

মাথা তুলে যীশু স্ত্রীলোকটিকে বললেন: *ওঁরা কোথায়? কেউ কি তোমাকে দণ্ডিত করেনি? সে বলল, না, প্রভু, কেউ করেনি। আর যীশু বললেন, আমিও তোমাকে দণ্ডিত করব না। এবার যাও; এখন থেকে আর পাপ করো না।*

ঐশরহস্যগুলি ও খ্রীষ্টের দয়া লক্ষ কর। স্ত্রীলোকটি অভিযুক্ত হলে খ্রীষ্ট মাথা আনত করেন,

তখনই মাথা তোলেন যখন অভিযোক্তা মিলিয়ে যায়। কেননা তিনি কাউকে দণ্ডিত করতে চান না, তিনি বরং সকলকে ক্ষমাই করতে ইচ্ছা করেন। তবে, *এবার যাও, এখন থেকে আর পাপ করো না* এর অর্থ কী? অর্থ এ: যেহেতু খ্রীষ্ট তোমার মুক্তি সাধন করলেন, সেজন্য দণ্ড যা মোচন করতে অক্ষম কিন্তু কেবল বোঝাতেই সক্ষম, অনুগ্রহই তার সংস্কার করুক।

তালপত্র রবিবার

ক বর্ষ - মথি ২১:১-১১

যেরুসালেমের কাছাকাছি এসে তাঁরা যখন জৈতুন পর্বতে বেথ্‌ফাগে গ্রামে এসে পৌঁছলেন, তখন যীশু দু'জন শিষ্যকে আগে পাঠিয়ে দিলেন; তাঁদের বললেন, 'তোমরা সামনের ওই গ্রামে যাও; গিয়ে দেখতে পাবে, একটা গাধা বাঁধা আছে, ও তার সঙ্গে তার বাচ্চা; বাঁধন খুলে ওগুলো আমার কাছে নিয়ে এসো। আর যদি কেউ তোমাদের কিছু বলে, তোমরা বলবে, প্রভুর এগুলোর দরকার আছে; কিন্তু শীঘ্রই এগুলো ফিরিয়ে পাঠাবেন।' তেমনটি ঘটল যেন নবীর মধ্য দিয়ে উচ্চারিত এই বচন পূর্ণ হয়:

তোমরা সিয়োন-কন্যাকে বল,
দেখ, তোমার রাজা তোমার কাছে আসছেন;
তিনি কোমল, ও একটা গাধার পিঠে আসীন,
ভারবাহী একটা পশুর বাচ্চারই পিঠে।

তাই ওই শিষ্যেরা গিয়ে যীশুর নির্দেশমত কাজ করলেন, আর গাধাকে ও বাচ্চাটাকে এনে তাদের পিঠের উপরে নিজেদের চাদর পেতে দিলেন, আর তিনি সেগুলোর উপরে গিয়ে আসন নিলেন। তখন ভিড়ের মধ্যে অধিকাংশ লোক নিজ নিজ চাদর পথে পেতে দিল, ও অন্যান্য লোক গাছের নানা ডাল কেটে পথে ছড়িয়ে দিল। ভিড়ের যে সকল লোক তাঁর আগে আগে চলছিল ও যারা পিছু পিছু আসছিল, তারা চিৎকার করে বলছিল:

'দাউদসন্তানের হোসান্না;
যিনি প্রভুর নামে আসছেন, তিনি ধন্য;
ঊর্ধ্বলোকে হোসান্না!'

আর তিনি যেরুসালেমে প্রবেশ করলে গোটা শহরটা টলমল হয়ে উঠল; সকলে বলতে লাগল, 'ইনি কে?' আর লোকেরা বলছিল, 'ইনি গালিলেয়ার নাজারেথের সেই নবী যীশু।'

ক্রীটের বিশপ সাধু আন্দ্রিয়ের উপদেশাবলি **তালপত্র, উপদেশ ৯**

যিনি প্রভুর নামে আসছেন, যিনি ইস্রায়েলের রাজা, তিনি ধন্য

এসো, আমরা সবাই মিলে জৈতুন পর্বতে গিয়ে উঠি; এসো, সেই খ্রীষ্টকে বরণ করতে ছুটে যাই, যিনি আজ বেথানিয়া থেকে ফিরে এসে আমাদের পরিত্রাণ-রহস্যের সিদ্ধি সাধন করতে পূজনীয় ও ধন্য যন্ত্রণাভোগের দিকে স্বেচ্ছায় এগিয়ে যাচ্ছেন।

তিনিই স্বেচ্ছায় যেরুসালেমের দিকে পথ চলছেন, যিনি আমাদের জন্য স্বর্গ থেকে নেমে এলেন যাতে দুর্বলতায় শায়িত এ আমাদের তাঁর নিজের সঙ্গে *সমস্ত আধিপত্য, কর্তৃত্ব, পরাক্রম, প্রভুত্ব* ও *উল্লেখযোগ্য যত নামের ঊর্ধ্বে* উন্নীত করতে পারেন।

তিনি এলেন বটে, কিন্তু গৌরব দখল করতে নয়, ধুমধাম ও আড়ম্বরের মধ্যেও নয়। লেখা

আছে: *তিনি জোরে কথা বলবেন না, চিৎকার করবেন না, রাস্তা-ঘাটে তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা যাবে না;* তিনি বরং হবেন কোমল ও নম্র, তাঁর পোশাক হবে নগণ্য, তাঁর অবস্থা দীনহীন।

যিনি যন্ত্রণাভোগের দিকে দ্রুত পদে এগিয়ে যাচ্ছেন, এসো, আমরাও তাঁর সঙ্গে ছুটে যাই; এসো, তাদেরই অনুকরণ করি যারা সেসময় তাঁকে বরণ করতে বেরিয়ে পড়েছিল। তবু জলপাইগাছ ও খেজুরগাছের পাতা বা গালিচা ও এধরনের জিনিস তাঁর পায়ের সামনে বিছিয়ে দিতে নয়, বরং যথাসাধ্য বিনম্র অন্তরে, সরল মনে ও ভক্তিপূর্ণ প্রাণে নিজেদেরই প্রণত করতে বেরিয়ে পড়ি, যেন আগমনকারী বাণীকে গ্রহণ করতে পারি, ও নিজেদের অন্তরে সেই ঈশ্বর স্থান পেতে পারেন যাঁকে কোন স্থান ধারণ করতে অক্ষম। যিনি কোমল, আমাদের কাছে নিজেকে কোমল দেখাতে তিনি আনন্দিত; তিনি ঠিক যেন আমাদের নিম্নদশার *শেষপ্রান্তে ওঠেন,* যেন এসে আমাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারেন ও আমাদের সঙ্গে তেমন আত্মীয়তা গুণে তাঁর নিজের কাছে আমাদের উন্নীত ও পুনর্চালিত করতে পারেন।

আর যদিও লেখা আছে যে আমাদের ভাবী অবস্থার প্রথমফসল ও পূর্বাস্বাদনের উদ্দেশ্যে তিনি এখন *পূর্বাচলে স্বর্গের স্বর্গের ঊর্ধ্বে উঠলেন*—এতেই তাঁর আপন গৌরব ও ঈশ্বরত্বের প্রমাণ—তবু মানবস্বরূপের প্রতি তাঁর প্রবণতার জোরে তিনি এ মানবজাতিকে ফেলে রাখবেন না যতক্ষণ না তিনি পৃথিবীর নিম্নস্থল থেকে মানবস্বরূপকে গৌরব থেকে উচ্চতর গৌরবে উন্নীত করে নিজের সঙ্গে জ্যোতির্ময় করে তোলেন।

তাই এসো, খ্রীষ্টের সামনে নিজেদেরই পেতে দিই—কোন কাপড় নয়, সেই মরা পাতা ও সেই তেজময় শাখাও নয়, যেগুলো ক্ষণিকের মত চোখ বিনোদিত ক'রে প্রাণশক্তি নিঃশেষ হলে তেজও হারিয়ে ফেলে। বরং এসো, নিজেদেরই পেতে দিই তাঁরই অনুগ্রহকে, এমনকি তাঁকে নিজেকেই সম্পূর্ণরূপে পরিধান ক'রে, কেননা *তোমরা যারা খ্রীষ্টের উদ্দেশে দীক্ষাস্নাত হয়েছ, সকলে স্বয়ং খ্রীষ্টকেই পরিধান করেছ।* তাই এসো, পাতা-কাপড়ের মত তাঁর পায়ে নিজেদেরই পেতে দিই।

পাপের কারণে আমরা যারা আগে রক্তলাল ছিলাম ও পরবর্তীতে পরিত্রাণদায়ী দীক্ষাস্নানে ধৌত হয়ে পশমের মত শুভ্র হয়ে উঠলাম, এসো, এই আমরা সেই মৃত্যুঞ্জয়কে খেজুর পাতা নয়, বরং জয়মালা নিবেদন করি। এসো, আধ্যাত্মিক প্রাণের পাতা ওড়াতে ওড়াতে আমরাও সেই ছেলেদের সঙ্গে প্রতিদিন সেই ধন্য বাণী ঘোষণা করি: *যিনি প্রভুর নামে আসছেন, যিনি ইস্রায়েলের রাজা, তিনি ধন্য!*

খ বর্ষ - মার্ক ১১:১-১০

যেরুসালেমের কাছাকাছি এসে তাঁরা যখন জৈতুন পর্বতে বেথ্‌ফাগে ও বেথানিয়া গ্রামে এসে পৌঁছলেন, তখন যীশু নিজের শিষ্যদের মধ্য থেকে দু'জনকে পাঠিয়ে দিলেন; তাঁদের বললেন, 'তোমরা সামনের ওই গ্রামে যাও; সেখানে প্রবেশ করামাত্র দেখতে পাবে, একটা গাধা বাঁধা আছে যার উপরে কোন মানুষ কখনও বসেনি; তার বাঁধন খুলে নিয়ে এসো। আর যদি কেউ তোমাদের বলে, তোমরা এ করছ কেন? তোমরা বলবে, প্রভুর এর দরকার আছে; কিন্তু শীঘ্রই এটাকে এখানে ফিরিয়ে পাঠাবেন।'

তাঁরা গিয়ে দেখতে পেলেন, একটা গাধার বাচ্চা একটা দরজার কাছে, রাস্তার উপরেই, বাঁধা রয়েছে, তখন তার বাঁধন খুলতে লাগলেন। সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা লোকদের মধ্যে কেউ কেউ বলল, 'গাধার বাচ্চার বাঁধন খুলে কি করছ?' তখন যীশু যেমন বলেছিলেন, তাঁরা তাদের সেইমত বললেন, আর তারা

তাঁদের বাচ্চাটা নিয়ে যেতে দিল। পরে যীশুর কাছে গাধার বাচ্চাটাকে এনে তার পিঠের উপরে নিজেদের চাদর পেতে দিলেন, আর তিনি তার উপরে আসন নিলেন। তখন অনেকে নিজ নিজ চাদর পথে পেতে দিল, ও অন্যান্য লোক মাঠ থেকে ডালপালা কেটে পথে ছড়িয়ে দিল। যে সকল লোক আগে আগে চলছিল আর যারা পিছু পিছু আসছিল, তারা চিৎকার করে বলছিল: 'হোসান্না; যিনি প্রভুর নামে আসছেন, তিনি ধন্য; ধন্য আমাদের পিতা দাউদের আসন্ন রাজ্য; ঊর্ধ্বলোকে হোসান্না!'

যোহন-রচিত সুসমাচারে সাধু আগস্তিনের ব্যাখ্যা **৫১শ বিভাগ ২-৪**

যিনি পৃথিবীতে ইহুদীরাজ বলে অভিহিত হলেন তিনি স্বর্গে দূতদের প্রভু

পর্ব উপলক্ষে যে বহু লোক এসেছিল, তারা যখন শুনল, যীশু যেরুসালেমের দিকে আসছেন, তখন খেজুর পাতা নিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে বেরিয়ে গেল। তারা চিৎকার করে বলছিল, হোসান্না; যিনি প্রভুর নামে আসছেন, যিনি ইস্রায়েলের রাজা, তিনি ধন্য!

জয়ের প্রতীক বলে খেজুর পাতা হল প্রশংসামূলক নৈবেদ্য: বস্তুত প্রভু আপন মৃত্যুতে মৃত্যুকে জয় করতে যাচ্ছিলেন; ক্রুশ-জয়চিহ্নে মৃত্যুর অধিপতির উপরে জয়লাভ করতে যাচ্ছিলেন। *যিনি প্রভুর নামে আসছেন,* অর্থাৎ যিনি পিতা ঈশ্বরের নামে আসছেন, *যিনি ইস্রায়েলের রাজা, তিনি ধন্য,*—যদিও 'প্রভুর নামে' বলতে 'তাঁর নিজের নামে'ও বোঝাতে পারে, কারণ তিনি নিজে প্রভু। তবু তাঁর বাণী শ্রেয়তর উপলব্ধির দিকে আমাদের মন চালিত করে: *আমি আমার পিতার নামে এসেছি, আর তোমরা আমাকে গ্রহণ কর না; নিজের নামে অন্য কেউ এলে, তোমরা তাকে গ্রহণ করতে।*

সুতরাং খ্রীষ্ট বিনম্রতার গুরু, কেননা তিনি *নিজেকে নমিত করলেন ও মৃত্যু পর্যন্ত, এমনকি ক্রুশ-মৃত্যু পর্যন্তই নিজেকে বাধ্য করলেন।* তিনি যখন আমাদের কাছে বিনম্রতা শেখান, তখন নিজের ঈশ্বরত্বকে হারান না বটে: ঈশ্বরত্বে তিনি পিতার সমতুল্য, বিনম্রতায় আমাদের সদৃশ; পিতার সমতুল্য হওয়ায় তিনি আমাদের সৃষ্টি করলেন আমরা যেন জীবন পাই; আমাদের সদৃশ হওয়ায় আমাদের মুক্তিদান করলেন আমাদের যেন বিনাশ না হয়।

জনতা তাঁকে এভাবে বন্দনা করত, *হোসান্না! যিনি প্রভুর নামে আসছেন, যিনি ইস্রায়েলের রাজা, তিনি ধন্য!* সেই বিপুল জনতা খ্রীষ্টকে আপন রাজা বলে ঘোষণা করতে দে'খে ইহুদী নেতাদের কী জ্বালা!

তবু প্রভুর পক্ষে ইস্রায়েলের রাজা হওয়ার অর্থ কী ছিল? সর্বযুগের রাজার পক্ষে মানুষের রাজা হওয়ায় মহান কী আছে? খ্রীষ্ট তো কর আদায় করার জন্য, এক সেনাদল যোগাড় করার জন্য, বা শত্রুদের বাহ্যিক ভাবে সংগ্রাম করার জন্য রাজা ছিলেন না। বরং আত্মাদের সুস্থির ও চিরকালের মত রক্ষা করার জন্য, ও যারা বিশ্বাস, আশা ও প্রেম করে, তাদের সকলকে স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্যই রাজা। যিনি পিতার সমতুল্য ঈশ্বরপুত্র, যিনি নিজেই সেই বাণী যাঁর দ্বারা সবকিছু অস্তিত্ব পেল, তিনি যে ইস্রায়েলের রাজা হতে চাইলেন, তাঁর পক্ষে তা গৌরবোন্নয়ন নয়, বরং তাঁর প্রসন্নতার প্রমাণ; ক্ষমতা-বৃদ্ধি নয়, বরং দয়ারই চিহ্ন। কেননা পৃথিবীতে যাঁকে ইহুদীরাজ বলে অভিহিত করা হল, তিনি স্বর্গে দূতদের প্রভু।

যীশু একটা গাধার বাচ্চা খুঁজে পেয়ে তার পিঠে আসন নিলেন, যেমনটি লেখা আছে,

সিয়োন-কন্যা, ভয় করো না: দেখ, তোমার রাজা আসছেন; তিনি গাধীর একটা বাচ্চার পিঠে আসীন। এই যে সিয়োন-কন্যা যাকে উদ্দেশ্য করে এ দিব্য অনুপ্রাণিত বাণী উচ্চারিত, সে সেই মেষগুলির একটা মেষ যেগুলি পালকের কণ্ঠ শুনছিল; আবার সে সেই জনতা স্বরূপ, যে জনতা ভক্তিভরে জয়ধ্বনি তুলতে তুলতে আগমনকারী প্রভুর পিছে পিছে চলছিল। তাকেই নবী বলেন, *ভয় করো না;* তাঁকেই চিনে নাও যাঁর বন্দনা করছ; যখন তাঁকে যন্ত্রণাভোগ করতে দেখবে, তখন ভয় করো না, কেননা তখনই সেই রক্ত পাতিত হবে যার গুণে তোমার সমস্ত অপরাধ মুছে দেওয়া হবে ও তোমাকে জীবন দান করা হবে।

গ বর্ষ - লুক ১৯:২৮-৪০

সেসময় যীশু যেরুসালেমের দিকে এগিয়ে চললেন। যখন জৈতুন বলে পরিচিত পর্বতের পাশে, বেথ্‌ফাগে ও বেথানিয়ার কাছে, এসে পৌঁছলেন, তখন তিনি দু'জন শিষ্যকে পাঠিয়ে দিলেন; বললেন, 'তোমরা সামনের ওই গ্রামে যাও; সেখানে প্রবেশ করামাত্র দেখতে পাবে, একটা গাধার বাচ্চা বাঁধা আছে যার উপরে কোন মানুষ কখনও বসেনি; তার বাঁধন খুলে নিয়ে এসো। আর যদি কেউ তোমাদের জিজ্ঞাসা করে, তোমরা এর বাঁধন খুলছ কেন? তবে তোমরা একথা বলবে, প্রভুর এর দরকার আছে।'

তখন যাঁদের পাঠানো হল, তাঁরা গিয়ে, তিনি যেমন বলেছিলেন, তেমনই দেখতে পেলেন। যখন তাঁরা গাধার বাচ্চার বাঁধন খুলছিলেন, তখন মালিকেরা তাঁদের বলল, 'গাধার বাচ্চার বাঁধন খুলছ কেন?' তাঁরা বললেন, 'প্রভুর এর দরকার আছে।' পরে তাঁরা সেটাকে যীশুর কাছে এনে তার পিঠের উপরে নিজেদের চাদর পেতে দিয়ে তার উপরে যীশুকে বসালেন। আর তিনি রওনা হলে লোকেরা নিজ নিজ চাদর পথে পেতে দিতে লাগল। তিনি জৈতুন পর্বত থেকে নামার পথের কাছাকাছি এসে গেছেন, এমন সময়ে গোটা শিষ্যদল যে সকল পরাক্রম-কর্ম দেখেছিলেন, তার জন্য মনের আনন্দে জোর গলায় ঈশ্বরের প্রশংসা ক'রে বলতে লাগলেন,

'যিনি প্রভুর নামে আসছেন,
যিনি রাজা, তিনি ধন্য;
স্বর্গলোকে শান্তি! ঊর্ধ্বলোকে গৌরব!'

ভিড়ের মধ্য থেকে কয়েকজন ফরিসি তাঁকে বললেন, 'গুরু, আপনার শিষ্যদের ধমক দিন।' কিন্তু তিনি উত্তরে বললেন, 'আমি আপনাদের বলছি, এরা যদি চুপ করে থাকে, পাথরগুলোই চিৎকার করবে।'

যোহন-রচিত সুসমাচারে সাধু আগস্তিনের ব্যাখ্যা **৩৭শ বিভাগ ৯-১০**

সেই রক্ত যদি পাতিত না হত, জগতের মুক্তি সাধিত হত না

তখনও তাঁর ক্ষণ আসেনি: এমন ক্ষণ নয়, যে ক্ষণে তিনি মরতে বাধ্য হবেন, বরং সেই ক্ষণ যে ক্ষণে তিনি প্রসন্ন হয়ে এ হতে দেবেন, মানুষ যেন তাঁকে হত্যা করে। তিনি তো ভাল করেই জানতেন তাঁর মৃত্যুর ক্ষণ; নিজের সম্বন্ধে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীও জানতেন; এবার তিনি আপন যন্ত্রণাভোগ শুরু করার আগে সেই ভবিষ্যদ্বাণীর সিদ্ধি দেখতে চাচ্ছিলেন; যাতে ভবিষ্যদ্বাণীগুলো সিদ্ধ হলে পর তিনি এমনিই ভাগ্যের জোরে নয়, বরং নিরূপিত ক্রমন্বয় অনুসারেই আপন যন্ত্রণাভোগ শুরু করতে পারেন।

তোমরা শুনে নিজেরাই বিচার কর। ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর মধ্যে একটায় লেখা আছে, *ওরা আমার*

খাদ্যে মাখিয়েছে বিষ, আমার তৃষ্ণায় পান করার মত আমাকে দিল সির্কা। তা কীভাবে সিদ্ধি লাভ করেছে, তা আমরা সুসমাচার থেকে জানি: ওরা আগে তাঁকে পিত্তি দিয়েছিল, তিনি মুখে স্পর্শ করে তা ত্যাগ করেছিলেন; তারপর শাস্ত্রের বাণী যেন সিদ্ধি লাভ করে তিনি ক্রুশে ঝুলতে ঝুলতে বললেন, *আমার পিপাসা পেয়েছে।* তখন ওরা সির্কায় ভিজিয়ে একটা স্পঞ্জ হিসোপ-ডাঁটায় বেঁধে তাঁর মুখের কাছে ধরল; সির্কা গ্রহণ করে তিনি বললেন, *সিদ্ধি হয়েছে।* তেমন বাণীর অর্থ কী? অর্থ এ, আমার যন্ত্রণাভোগের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তব রূপ পেয়েছে, ফলত আমি এখানে আর কী করি? বস্তুতই তিনি *সিদ্ধি হয়েছে* ব'লে *মাথা নত করে আত্মা সঁপে দিলেন।*

যে দস্যুরা তাঁর সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিল, তারাও কি তাদেরই দ্বারা নিরূপিত ক্ষণে প্রাণ ত্যাগ করল? নিজেদের যন্ত্রণা নিয়ন্ত্রণ করতে পারত না বিধায় তারা মাংসগত রশিতে আবদ্ধ ছিল; কিন্তু প্রভু যখন ইচ্ছা করলেন, তখনই কুমারী গর্ভে মাংস ধারণ করলেন; যখন ইচ্ছা করলেন, তখনই মানুষদের মাঝে এলেন; যতদিন ইচ্ছা করলেন, ততদিন ধরে তাদের মধ্যে বাস করলেন; যখন ইচ্ছা করলেন, তখনই মাংস ত্যাগ করলেন। তিনি প্রয়োজনে বাধ্য নয়, বরং তাঁর নিজের সিদ্ধান্ত-বলেই এ সমস্ত করলেন। সুতরাং তিনি এ ক্ষণেরও অপেক্ষায় ছিলেন—যে ক্ষণ ভাগ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, বরং এমন, যা তাঁর পক্ষে উপযুক্ত ও তাঁর দ্বারা নিরূপিত, যাতে আগে সেই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী সিদ্ধি লাভ করে যেগুলো তাঁর যন্ত্রণাভোগের আগেই ঘটবার কথা। কেমন করে ভাগ্যের অধীন হবেন সেই ব্যক্তি যিনি একসময় বলেছিলেন, আমার প্রাণ দেবার অধিকার আছে, আবার তা ফিরিয়ে নেবারও অধিকার আছে; কেউই তা আমা থেকে কেড়ে নিচ্ছে না, আমি নিজে থেকেই তা দান করছি, আর তারপরে তা আবার ফিরিয়ে নেব। তিনি তেমন অধিকার তখনই দেখালেন, যখন ইহুদীরা তাঁকে গ্রেপ্তার করতে চেষ্টা করল; সেসময় তিনি বললেন, *তোমরা কাকে খুঁজছ?* তারা উত্তর দিল, *নাজারেথের যীশুকে;* তিনি উত্তরে বললেন, *আমিই সে!* এ কণ্ঠ শোনামাত্র তারা *পিছিয়ে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেল।* হয় তো কেউ বলবে: তাঁর যখন তেমন অধিকার ছিল, তবে যখন ইহুদীরা তাঁকে অপমান করে বলছিল *তুমি ঈশ্বরের পুত্র হলে ক্রুশ থেকে নেমে এসো,* তখন নিজ ক্ষমতার প্রমাণ দেবার জন্য তিনি কেনই বা নামেননি? কারণ তিনি ক্ষমতার প্রমাণ স্থগিত করছিলেন যাতে সহিষ্ণুতাই শেখাতে পারেন। আর আসলে তিনি যদি ওদের সেই কথায় উত্তেজিত হয়ে নেমে আসতেন, তাহলে আমরা মনে করতাম, তিনি সেই অপমানের জ্বালা সহ্য করতে পারেননি। এজন্য তিনি নেমে আসেননি, বরং সেই ক্রুশের গায়ে লেগে থাকলেন, যখন তিনি ইচ্ছা করবেন তখনই যেন তারা তাঁকে নামিয়ে দেয়।

যিনি সমাধি থেকে পুনরুত্থান করতে সক্ষম হলেন, ক্রুশ থেকে নামা তাঁর পক্ষে কি তত কঠিন ব্যাপার হত?

অতএব, আমরা যারা এ সমস্ত শিক্ষা পেয়েছি, এসো, একথা উপলব্ধি করি যে, আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের ক্ষমতা যা সেসময় গুপ্ত ছিল, সেই বিচারেই প্রকাশিত হবে যা সম্বন্ধে লেখা রয়েছে: *আমাদের পরমেশ্বর প্রকাশ্যে আসবেন, তিনি নীরব থাকবেন না।* এর মানে কী? এর মানে হল এই যে, তিনি আগে নিশ্চুপ হয়ে থেকেছিলেন। কখন? যখন তিনি বিচারিত হলেন, তখন। কেন? যাতে পূর্ণতা লাভ করতে পারত নবীর এ বাণী: *তিনি ছিলেন জবাইখানায় চালিত মেষশাবকেরই মত, লোমকাটিয়ের সামনে নীরব মেষেরই মত—তবু খুললেন না মুখ।* সুতরাং, তিনি ইচ্ছা না

করলে যন্ত্রণাভোগ করতেন না; তিনি যন্ত্রণাভোগ না করলে তাঁর রক্ত পাতিত হত না; কিন্তু তাঁর রক্ত পাতিত না হলে জগৎ মুক্তি লাভ করত না। অতএব এসো, তাঁর ঈশ্বরত্বের ক্ষমতা ও তাঁর দয়াপূর্ণ দীনতাকে ধন্যবাদ জানাই।

পাস্কাকাল

পাস্কা রবিবার

ক, খ, গ বর্ষ - লুক ২৪:১-১২ (কিংবা যোহন ২০:১-৯)

সপ্তাহের প্রথম দিনে, বেশ ভোরেই, যে স্ত্রীলোকেরা যীশুর সঙ্গ নিয়েছিলেন তাঁরা তাঁদের প্রস্তুত করা গন্ধদ্রব্যগুলো সঙ্গে নিয়ে সমাধিস্থানে গেলেন। তাঁরা দেখলেন, সমাধিগুহা থেকে পাথরখানা গড়িয়ে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ভিতরে গিয়ে প্রভু যীশুর দেহ পেলেন না। তাঁরা বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, এমন সময়ে উজ্জ্বল পোশাক-পরা দু'জন পুরুষ হঠাৎ তাঁদের কাছে এসে দাঁড়ালেন। তাঁরা ভয়ে অভিভূত হয়ে মাটির দিকে মুখ নত করলেন; কিন্তু সেই দু'জন তাঁদের বললেন, 'যিনি জীবিত, তাঁকে তোমরা মৃতদের মধ্যে কেন খুঁজছ? তিনি এখানে নেই, পুনরুত্থানই করেছেন। গালিলেয়ায় থাকতে তিনি তোমাদের যা বলেছিলেন, তা মনে করে দেখ; তিনি তো বলেছিলেন, মানবপুত্রকে পাপী মানুষদের হাতে সমর্পিত হতে হবে, ক্রুশবিদ্ধ হতে হবে, এবং তৃতীয় দিনে তাঁকে পুনরুত্থান করতে হবে।'

তখন তাঁর সেই কথা তাঁদের মনে পড়ল, এবং সমাধিস্থান থেকে ফিরে গিয়ে সেই এগারোজনকে ও অন্য সকলকে এই সমস্ত কথা জানালেন। তাঁরা ছিলেন মাগদালার মারীয়া, যোহানা ও যাকোবের মা মারীয়া; তাঁদের সঙ্গে অন্য যে সকল স্ত্রীলোক ছিলেন, তাঁরাও প্রেরিতদূতদের কাছে একই কথা বললেন। কিন্তু এঁদের কাছে এই সমস্ত কথা প্রলাপ বলেই মনে হল, আর তাঁদের বিশ্বাস করলেন না। তবু পিতর উঠে সমাধিগুহায় ছুটে গেলেন, এবং নিচু হয়ে তাকিয়ে কেবল ক্ষোম-বস্ত্রের সেই ফালিগুলো দেখতে পেলেন। তখন তেমন ঘটনায় আশ্চর্য হয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন।

দ্বাদশ শতাব্দীর অজানা লেখক-লিখিত 'প্রভুর যন্ত্রণাভোগ ও পুনরুত্থান' ৫:৩৮

পুনরুত্থানের মর্মসত্য

তিনি দেখলেন, সাদা পোশাক পরা দু'জন স্বর্গদূত যীশুর দেহ যেখানে রাখা হয়েছিল, একজন তার মাথায়, অন্যজন পায়ের দিকে বসে আছেন। তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, নারী, কাঁদছ কেন? কাকে খুঁজছ? হে পুণ্য স্বর্গদূত, তোমরা তো জানতে তিনি কেন কাঁদছিলেন ও কাকে খুঁজছিলেন; একথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তোমরা কেন তাঁকে আবার কাঁদিয়েছ? তবু অপ্রত্যাশিত সান্ত্বনার আনন্দ এগিয়ে আসছে বিধায় কান্না ও দুঃখ অঝোরে গড়িয়ে পড়ুক।

তিনি পিছন ফিরে দেখলেন, সেখানে যীশু নিজেই দাঁড়িয়ে আছেন; তিনি কিন্তু জানতেন না যে, তিনি যীশু। আহা, ভালবাসার মনোরম ও সান্ত্বনাদায়ী দৃশ্য! তিনিই তো নিত্য অনুসন্ধান ও আকাঙ্ক্ষার বস্তু, তিনিই তো নিজেকে লুকিয়ে রাখেন, আবার আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি নিজেকে লুকিয়ে রাখেন মানুষ যেন অধিক ব্যগ্রতার সঙ্গে তাঁর অনুসন্ধান করে, আনন্দের সঙ্গে তাঁকে খুঁজে পেয়ে সে যেন তৎপরতার সঙ্গে তাঁকে আঁকড়ে ধরে, তাঁকে কখনও না ছাড়ে—যতক্ষণ না তিনি তাঁর প্রেমিকের কক্ষে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে সেখানে আপন আবাস প্রতিষ্ঠা করেন। এভাবে ঐশপ্রজ্ঞা পৃথিবীতে লীলা করে ও মানবসন্তানদের মাঝে থেকে আনন্দ পায়।

নারী, কাঁদছ কেন? কাকে খুঁজছ? যাঁকে খুঁজছ, তুমি তাঁকে পেয়েই গেছ, অথচ তুমি কি তা জান না? সত্যকার ও সনাতন আনন্দ পেয়েই গেছ, অথচ কাঁদছ? যাঁকে বাইরে খুঁজছ, তুমি তাঁকে তোমার অভ্যন্তরেই পেয়েই গেছ। সত্যি তুমি সমাধির কাছে বাইরেই কাঁদছ; তোমার মন আমার

সমাধি; এখানেই আমি মৃত নয়, চিরকালের মত জীবন্ত হয়ে বিশ্রাম করি।

তোমার মন আমার বাগান। ঠিক ধরেছ, আমি তার মালী। আমি, যিনি দ্বিতীয় আদম, সেই আমি আমার এদেন যত্ন ও রক্ষা করি: তোমার কান্না, তোমার ভালবাসা, তোমার আকাঙ্ক্ষা, এসব আমারই কাজ। তুমি তোমার অন্তরে আমাকে পেয়েই গেছ, অথচ তা জান না; এজন্যই আমাকে বাইরে খুঁজে বেড়াচ্ছ।

তবে এবার আমি বাইরে দেখা দেব, যাতে তোমাকে আবার অভ্যন্তরেই নিয়ে যেতে পারি, আর তুমি যাঁকে বাইরে খোঁজ কর, তাঁকে তোমার অভ্যন্তরেই খুঁজে পেতে পার।

মারীয়া, তোমার নামসূত্রে আমি তোমাকে জেনেছি; তুমি বিশ্বাসসূত্রে আমাকে জানতে শেখ: রাব্বুনি! অর্থাৎ গুরু! মারীয়া যেন যীশুকে বলেন, তোমাকে খোঁজ করতে আমাকে শেখাও, তোমাকে স্পর্শ করতে ও তোমার দেহ তৈললেপন করতে আমাকে শেখাও।

মানুষ হিসাবে আমাকে *স্পর্শ করো না;* আগে যখন মরণশীল ছিলাম যেইভাবে আমাকে স্পর্শ করেছিলে ও তৈললেপন করেছিলে, সেভাবেও নয়। *আমি এখনও আমার পিতার কাছে আরোহণ করিনি:* তুমি এখনও বিশ্বাস করনি যে, আমি পিতার সমতুল্য, তাঁর সঙ্গে সনাতন ও তাঁর একই স্বরূপের অধিকারী। একথা বিশ্বাস কর, তবেই আমাকে স্পর্শ করবে। মানুষকে দেখ বিধায়ই তুমি বিশ্বাস করো না: যা দৃষ্টিগোচর, তা বিশ্বাসের বস্তু নয়। তুমি কিন্তু ঈশ্বরকে দেখতে পাও না; বিশ্বাস কর, তবেই তাঁকে দেখতে পাবে। বিশ্বাস করেই আমাকে স্পর্শ করবে, যেইভাবে সেই নারী আমার পোশাকের প্রান্তদেশ স্পর্শ করেই সুস্থ হয়ে উঠেছিল।

কেন? কারণ সে বিশ্বাস নিয়েই আমাকে স্পর্শ করেছিল। তেমন হাত দিয়ে আমাকে স্পর্শ কর, তেমন চোখ দিয়ে আমাকে খোঁজ কর, তেমন পদক্ষেপ নিয়ে আমার কাছে তৎপর হয়ে এসো, কেননা আমি তোমা থেকে তত দূরে নই।

কেননা আমি এমন ঈশ্বর যিনি কাছেই আসেন, আমি তোমার মুখে ও তোমার হৃদয়ে বাণী। হৃদয় ছাড়া মানুষের কাছাকাছি কী আছে? যে কেউ আমাকে খোঁজ করে, সেইখানে সে আমাকে খুঁজে পায়। কেননা বাহ্যিক জিনিস দৃষ্টিগোচর: সেগুলোও আমার হাতের কাজ বটে, তবু নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী। আমি কিন্তু, যিনি তাদের নির্মাতা, আমি হৃদয়ের অন্তঃস্থলেই বাস করি।

২য় রবিবার

ক, খ, গ বর্ষ - যোহন ২০:১৯-৩১

সেই দিন, সপ্তাহের প্রথম দিন, সন্ধ্যাবেলায়, শিষ্যেরা যেখানে ছিলেন, ইহুদীদের ভয়ে সেখানকার সমস্ত দরজা বন্ধ থাকতেই যীশু এলেন ও তাঁদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি তাঁদের বললেন, 'তোমাদের শান্তি হোক!' এবং এই কথা বলে তিনি নিজের দু'হাত আর নিজের পাশটি তাঁদের দেখালেন। প্রভুকে দেখে শিষ্যেরা আনন্দিত হলেন। যীশু তাঁদের আবার বললেন, 'তোমাদের শান্তি হোক! পিতা যেমন আমাকে প্রেরণ করেছেন, আমিও তেমনি তোমাদের পাঠাচ্ছি।' এবং একথা বলার পর তিনি তাঁদের উপরে ফুঁ দিলেন, ও তাঁদের বললেন, 'পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ কর। তোমরা যদি কারও পাপ ক্ষমা কর, তা ক্ষমা করা হবে; যদি কারও পাপ ধরে রাখ, তা ধরে রাখা থাকবে।'

যীশু যখন এসেছিলেন, বারোজনের অন্যতম টমাস—যমজ বলে যিনি পরিচিত—তিনি তখন তাঁদের

সঙ্গে ছিলেন না। তাই অন্য শিষ্যেরা তাঁকে বললেন, 'আমরা প্রভুকে দেখেছি।' কিন্তু তিনি তাঁদের বললেন, 'তাঁর দু'টো হাতে যদি পেরেকের দাগ না দেখি, ও পেরেকের স্থানে যদি আমার আঙুল না রাখি, আর তাঁর বুকের পাশটিতে যদি আমার হাত দিতে না পারি, তবে আমি বিশ্বাস করব না।'

আট দিন পর তাঁর শিষ্যেরা আবার ঘরে ছিলেন, টমাসও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। সমস্ত দরজা বন্ধ ছিল, কিন্তু যীশু এলেন ও তাঁদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, 'তোমাদের শান্তি হোক!' পরে টমাসকে বললেন, 'তোমার আঙুলটা এখানে রাখ, আর আমার হাত দু'টো দেখ; তোমার হাত বাড়াও, আমার বুকের পাশটিতে তা দাও। অবিশ্বাসী হয়ো না, বিশ্বাসীই হও।' টমাস তাঁকে উত্তর দিলেন, 'প্রভু আমার, ঈশ্বর আমার!' যীশু তাঁকে বললেন, 'আমাকে দেখেছ বলেই তুমি বিশ্বাস করছ। না দেখেও বিশ্বাস করে যারা, তারাই সুখী।'

যীশু শিষ্যদের সাক্ষাতে আরও বহু চিহ্নকর্ম সাধন করেছিলেন এই পুস্তকে যেগুলোর উল্লেখ নেই। তবে এগুলো লেখা হয়েছে যেন তোমরা বিশ্বাস করতে পার যে, যীশুই খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র, এবং বিশ্বাস করে যেন তোমরা তাঁর নামে জীবন পেতে পার।

যোহন-রচিত সুসমাচারে আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা **১২শ পুস্তক ১**

যে কেউ খ্রীষ্টকে পেয়েছে,
সে শান্তি ও আনন্দও পেয়েছে

লক্ষ কর কী করে যীশু রুদ্ধ দরজার ভিতর দিয়ে প্রবেশ করায় শিষ্যদের কাছে প্রমাণ করলেন, তিনি স্বরূপে ঈশ্বর; এও প্রমাণ করলেন যে, যিনি আগে তাঁদের সঙ্গে বাস করেছিলেন, তিনি সেই ব্যক্তির চেয়ে ভিন্ন নন: বস্তুতপক্ষে আপন পাশ ও পেরেকের চিহ্ন দেখিয়ে তিনি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করলেন, যে দেহ ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল তিনি নিজেই মাংসের মৃত্যুকে বিনাশ ক'রে তাঁর সেই আপন দেহ-মন্দিরকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলেছিলেন। সুতরাং তিনি স্বরূপেই জীবন, অর্থাৎ ঈশ্বর।

যীশু মাংসের ভাবী পুনরুত্থানের কথা এতই স্পষ্টভাবে ঘোষণা করতে চান যে, আপন দেহকে সেই অনির্বচনীয় দিব্য গৌরবে উপনীত করার সময় এলেই তিনি তবুও আপন প্রসন্নতায় সেইভাবে দেখা দিতে ইচ্ছা করলেন যেভাবে তিনি আগে ছিলেন; তাই করলেন যাতে কেউই না মনে করে, এখন তাঁর অন্য দেহ আছে যা ক্রুশবিদ্ধ সেই মৃতদেহের চেয়ে ভিন্ন।

আমাদের চোখ তাঁর পুণ্য দেহের গৌরব সহ্য করতে যে অক্ষম ছিল—যদিও তিনি পিতার কাছে আরোহণ করার আগেও আপন দেহের গৌরব প্রকাশ করতে ইচ্ছা করতেন—তা তুমি সহজে বুঝতে পারবে যদি ধন্য শিষ্যদের সামনে পর্বতচূড়ায় তাঁর সেই দিনের রূপান্তরের কথা স্মরণ কর। এ প্রসঙ্গে ধন্য রচয়িতা মথি লেখেন যে, পিতর, যাকোব ও যোহনকে সঙ্গে করে খ্রীষ্ট পর্বতের উপরে তাঁদের নিয়ে গেলেন ও তাঁদের সামনে রূপান্তরিত হলেন: তাঁর মুখ ছিল বিদ্যুতের মতই উজ্জ্বল ও তাঁর পোশাক তুষারের মত শুভ্র, ফলে তাঁরা এমন দর্শন সহ্য করতে না পারায় মাটির উপর উপুড় হয়ে পড়লেন।

আপন অপরূপ পরিকল্পনা অনুসারে আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট, যেহেতু তাঁরই দেয় ও আপন রূপান্তরিত মন্দিরের উপযুক্ত তেমন গৌরবেই তখনও পৌঁছেননি, সেজন্য এখন তাঁর আগের চেহারা অনুসারেই দেখা দিচ্ছিলেন; কেননা তিনি চাচ্ছিলেন না, পুনরুত্থানে বিশ্বাস কোন দেহেরই সঙ্গে সম্পর্কিত থাকবে যা, কুমারী মারীয়া থেকে ধারণ করা যে দেহ শাস্ত্র অনুসারে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মরেছিল, সেই দেহেরই চেয়ে ভিন্ন। বস্তুতপক্ষে মৃত্যুর প্রভুত্ব কেবল মাংসের উপরেই ছিল, এমনকি

মাংস থেকেও মৃত্যু বঞ্চিত হয়েছিল: যে দেহ মরেছিল, ঠিক সেই দেহ যদি পুনরুত্থান না করত, তাহলে কী করে মৃত্যু পরাজিত হত? আবার, মৃত্যুর অধীন একটা মানুষের মাধ্যমে ছাড়া, কী করে ক্ষয়শীলতার রাজত্ব শেষ হতে পারত? মানবাত্মার মাধ্যমে নয়, স্বর্গদূতের মাধ্যমেও নয়, এমনকি ঈশ্বরের স্বয়ং বাণীর মাধ্যমেও নয়। অতএব, যেহেতু মৃত্যু এমন কর্তৃত্ব পেয়েছিল যার ফলে, স্বরূপ অনুসারে যা কিছু ধ্বংসনীয়, সে তাঁর মধ্যে সেই সবকিছুই ধ্বংস করতে পারবে, সেজন্য এ ন্যায্যই ছিল যে, পুনরুত্থানের শক্তি সর্বপ্রথমে তাঁরই বেলায় প্রযোজ্য হবে, যাতে স্বয়ং মৃত্যুরই নির্মম কর্তৃত্ব নিঃশেষিত হতে পারে।

প্রভু যে রুদ্ধ দরজার ভিতর দিয়ে প্রবেশ করলেন, এ ঘটনা তাঁর সাধিত বহু অলৌকিক কাজের মধ্যে অন্যতম। তিনি শিষ্যদের সম্ভাষণ করে বলেন, *তোমাদের শান্তি হোক,* কেননা দেখাতে চান, তিনি নিজেই শান্তি। বস্তুতপক্ষে যে কেউ খ্রীষ্টকে অন্তরে পেয়ে গেছে, সে আত্মার শান্তি ও আনন্দও পেয়ে গেছে। ঠিক তাই পল আপন ভক্তদের জন্য বাসনা করছিলেন যখন বলছিলেন, *ঈশ্বরের সেই শান্তি, যা সমস্ত ধারণার অতীত, তোমাদের হৃদয় ও মন খ্রীষ্টযীশুতে রক্ষা করবে।* সমস্ত চিন্তার অতীত যে খ্রীষ্টের শান্তি, তা তাঁর সেই আত্মাই ছাড়া অন্য কিছু নয়, কেননা আত্মা সকলকেই সমস্ত মঙ্গলদানে পরিপূর্ণ করেন যারা তাঁর অংশীদার।

৩য় রবিবার

ক বর্ষ - লুক ২৪:১৩-৩৫

সেই একই দিনে, সপ্তাহের প্রথম দিনেই, শিষ্যদের মধ্যে দু'জন এম্মাউস নামে একটা গ্রামের দিকে পথে চলছিলেন—গ্রামটা যেরুসালেম থেকে প্রায় বারো কিলোমিটার দূরে। যাকিছু ঘটেছিল, তাঁরা তা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। তাঁরা আলাপ-আলোচনা করছিলেন, সেসময়ে যীশু নিজেই এগিয়ে এসে তাঁদের সঙ্গে পথ চলতে লাগলেন; কিন্তু তাঁকে চিনতে তাঁদের চোখ বাধা পাচ্ছিল। তিনি তাঁদের বললেন, 'চলতে চলতে তোমরা নিজেদের মধ্যে যা যা বলাবলি করছ, সেই সমস্ত কথার বিষয়টা কী?' তাঁরা বিষণ্ন মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন; পরে ক্লেওপাস নামে তাঁদের একজন উত্তরে তাঁকে বললেন, 'আপনি কি যেরুসালেমে একাই প্রবাসী যে, এই কয়েক দিনে যা যা ঘটেছে তা জানেন না?' তিনি তাঁদের বললেন, 'কী ঘটেছে?' তাঁরা তাঁকে বললেন, 'সেইসব কিছু, যা নাজারেথের সেই যীশুকে নিয়ে ঘটেছে, ঈশ্বরের ও সমস্ত জনগণের সামনে যিনি কাজে ও কথায় পরাক্রমী নবী ছিলেন! আর কীভাবেই না প্রধান যাজকেরা ও আমাদের সমাজনেতারা তাঁকে প্রাণদণ্ড দেবার জন্য তুলে দিলেন ও ক্রুশবিদ্ধ করালেন! আমরা আশা করছিলাম যে, তিনিই সেই ব্যক্তি, যিনি ইস্রায়েলের মুক্তিকর্ম সাধন করবেন। সর্বোপরি, আজ তিন দিন হল এসব ঘটনা ঘটেছে। আমাদের দলের কয়েকজন স্ত্রীলোক আবার আমাদের স্তম্ভিত করল: সকালবেলায় তারা তাঁর সমাধিগুহায় গিয়েছিল, কিন্তু তাঁর দেহ না পেয়ে ফিরে এসে বলল, এমন স্বর্গদূতদেরও তারা দর্শন পেয়েছে যাঁরা বলেন, তিনি জীবিত আছেন। আমাদের কয়েকজন সঙ্গীও সমাধিগুহায় গিয়ে, সেই স্ত্রীলোকেরা যেমন বলেছিল, তেমনি দেখতে পেল, কিন্তু তাঁকে দেখতে পায়নি।'

তখন তিনি তাঁদের বললেন, 'কেমন নির্বোধ! নবীরা যাকিছু বলেছিলেন, সেই সমস্ত কথা বিশ্বাস করায় তোমরা অন্তরে কেমন ধীর! এ কি অবধারিত ছিল না যে, আপন গৌরবে প্রবেশ করার আগে খ্রীষ্টকে এই সমস্ত যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে?' তখন মোশী ও সকল নবী থেকে শুরু করে তিনি সমস্ত শাস্ত্রে তাঁর নিজের বিষয়ে যে সকল কথা আছে, তার অর্থ তাঁদের বুঝিয়ে দিলেন। তাঁরা যেখানে যাচ্ছিলেন, সেই গ্রামের কাছে যখন এসে পৌঁছলেন, তখন তিনি আরও অধিক এগিয়ে যাবার ভান করলেন। কিন্তু তাঁরা

জোর দিয়ে বলতে লাগলেন, 'আমাদের সঙ্গে থাকুন; সন্ধ্যা হয়ে আসছে, বেলা প্রায় গেছে।' তাই তিনি তাঁদের সঙ্গে থাকবার জন্য ভিতরে গেলেন। পরে, যখন তিনি তাঁদের সঙ্গে ভোজে বসে ছিলেন, তখন রুটি নিয়ে 'ধন্য' স্তুতিবাদ উচ্চারণ করলেন, এবং তা ছিঁড়ে তাঁদের দিলেন। তখন তাঁদের চোখ খুলে গেল আর তাঁরা তাঁকে চিনলেন, তিনি কিন্তু তাঁদের সামনে থেকে মিলিয়ে গেলেন। তাঁরা একে অপরকে বললেন, 'পথে তিনি যখন আমাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, যখন আমাদের কাছে শাস্ত্রের অর্থ বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, তখন আমাদের বুকে হৃদয় কি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠছিল না?' সেই ক্ষণেই উঠে তাঁরা যেরুসালেমে ফিরে গেলেন; সেখানে দেখতে পেলেন, সেই এগারোজন ও তাঁদের সঙ্গীরা সমবেত আছেন। তাঁরা বললেন, 'হ্যাঁ, সত্যি, প্রভু পুনরুত্থান করেছেন, ও সিমোনকে দেখা দিয়েছেন।' পরে সেই দু'জন, পথে যা ঘটেছিল ও কেমন করে রুটি-ছেঁড়ায়ই তাঁরা তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন, এই সমস্ত কথা শোনাতে লাগলেন।

সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি **উপদেশ ২৩৪:১-২**

লুক অনুসারে খ্রীষ্টের পুনরুত্থান

এ দিনগুলিতে সুসমাচারের চারজন রচয়িতা অনুসারে প্রভুর পুনরুত্থানের বিবরণী পাঠ করা হয়; সুতরাং সব চারজনেরই বিবরণী পাঠ করা দরকার, কেননা এক একজন সবকিছু বলেননি, বরং একজন যা বলেননি তা আর একজন বলেছেন; একপ্রকারে এক একজন আর একজনের জন্য স্থান দিয়েছেন যাতে সকলেই প্রয়োজন হতে পারেন।

যে দু'জন শিষ্য বারোজনের দলের ছিলেন না, তাঁদের বিষয়ে রচয়িতা মার্ক সংক্ষেপে লিখেছেন যা লুক বিস্তারিত ভাবেই বর্ণনা করেছেন। তাঁরা ছিলেন সেই শিষ্য যাঁরা পথে চলতে চলতে প্রভু তাঁদের কাছে দেখা দিয়ে তাঁদের সঙ্গে চলেছিলেন। মার্ক কেবল বলেন, তিনি তাঁদের কাছে দেখা দিলেন যাঁরা পথ চলছিলেন; রচয়িতা লুক তাছাড়া এ বর্ণনাও দিয়েছেন, তিনি কী কী বলেছিলেন, তাঁরা কী কী উত্তর দিয়েছিলেন, তিনি তাঁদের সঙ্গে কত দূরে পথ চলেছিলেন আর তিনি রুটি ছিঁড়তেই তাঁরা কীভাবে তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন। তবে ভ্রাতৃগণ, আমরা কেন বর্ণনাটা ব্যাখ্যা করি? কেননা আমরা পুনরুত্থিত সেই খ্রীষ্ট প্রভুর বিশ্বাসে নিজেদের স্থিতমূল করতে চাই। যখন সুসমাচার শুনেছিলাম, তখনও আমরা বিশ্বাস করেছিলাম, আর আজ বিশ্বাসী হয়েই আমরা এ গির্জায় ঢুকেছি; তথাপি আমি জানি না, যার স্মৃতি পুনঃপুনঃ পালন করি আমরা সেকথা কেন আনন্দের সঙ্গেই শুনি। কি করেই বা আমাদের হৃদয় আনন্দ করবে না, যখন মনে করি, পথ চলতে চলতে যাঁদের কাছে প্রভু দেখা দিয়েছিলেন আমরা তাঁদের চেয়ে ভাল? কেননা যা তাঁরা তখনও বিশ্বাস করছিলেন না, আমরা তা বিশ্বাসই করি। তাঁরা আশা হারিয়েছিলেন; আমরা কিন্তু সন্দেহ করি না, এমনকি যা ছিল তাঁদের সন্দেহের বস্তু, ঠিক তাই আমরা সন্দেহ করি না।

প্রভু ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন বিধায় তাঁরা আশা হারিয়েছিলেন; তা তাঁদের কথায় তখনই স্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছিল যখন তিনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, *তোমরা নিজেদের মধ্যে যা যা বলাবলি করছ, সেই সমস্ত কথার বিষয়টা কী?* আর তোমরা অবসন্ন কেন? তাঁরা উত্তরে বলেছিলেন, *আপনি কি যেরুসালেমে একাই প্রবাসী যে, এই কয়েক দিনে যা যা ঘটেছে তা জানেন না?* সবকিছু জানা সত্ত্বেও তিনি নিজের বিষয়ে প্রশ্ন রাখছিলেন, কেননা তিনি তাঁদের সঙ্গে নিজের কথার সহভাগিতা করতে চাচ্ছিলেন। তখন তাঁরা বলেছিলেন, *সেইসব কিছু, যা নাজারেথের সেই যীশুকে নিয়ে*

ঘটেছে, ঈশ্বরের ও সকল লোকের সামনে যিনি কাজে ও কথায় পরাক্রমী নবী ছিলেন! আর কীভাবেই না প্রধান যাজকেরা ও আমাদের সমাজনেতারা তাঁকে প্রাণদণ্ড দেবার জন্য তুলে দিলেন ও ক্রুশবিদ্ধ করালেন! আমরা আশা করছিলাম যে…

তোমরা আশা করছিলে: এখন কি আর আশা কর না? এটা কি শিষ্যরূপে তোমাদের সমস্ত দৃঢ়তা? ক্রুশে সেই দস্যু তোমাদের চেয়ে বেশ আগেই রয়েছে! তোমরা তাঁকেই ভুলে গেছ যিনি তোমাদের শিক্ষা দিতেন, আর সেই দস্যু তাঁকেই চিনতে পারল যিনি ক্রুশে ঝুলানো। আমরা আশা করছিলাম। তোমরা কীবা আশা করছিলে? আশা করছিলাম, *তিনিই ইস্রায়েলের মুক্তিকর্ম সাধন করবেন।* তোমরা যা আশা করছিলে আর তিনি ক্রুশবিদ্ধ হলে তোমরা যা হারিয়েছ, সেই দস্যু তা চিনতে পেরেছে। কেননা সে প্রভুকে বলেছিল, যীশু, তুমি যখন তোমার রাজ্যে প্রবেশ করবে, তখন আমার কথা মনে রেখ। এজন্যই তিনি ছিলেন ইস্রায়েলের মুক্তিসাধক। সেই ক্রুশ ছিল শিক্ষালয়: এখানেই গুরু দস্যুকে শিক্ষা দিলেন; যে কাষ্ঠে তিনি ঝুলানো তা হয়ে উঠল আসন যা থেকে গুরু শিক্ষা দিলেন। কিন্তু যিনি তোমাদের কাছে ফিরে গেলেন, তিনি তোমাদের আশা পুনর্জাগরিত করুন। আর তাই ঘটল। তবু প্রিয়জনেরা, স্মরণে রাখ, যাঁদের চোখ এতই আচ্ছন্ন ছিল যে তাঁরা তাঁকে চিনতে পারলেন না, প্রভু যীশু রুটি-ছেঁড়ার সময়েই তাঁদের কাছে নিজেকে চিনিয়ে দিতে চাইলেন। আমি যা বলছি, ভক্তরা তা বোঝে: তাঁরা রুটি-ছেঁড়ার সময়েই প্রভুকে চিনতে পারলেন। কেননা সমস্ত রুটি নয়, বরং যে রুটি খ্রীষ্টের আশীর্বাদ পায়, সেই রুটিই খ্রীষ্টের দেহ হয়ে ওঠে।

খ বর্ষ - লুক ২৪:৩৫-৪৮

আর সেই দু'জন শিষ্য, পথে যা ঘটেছিল ও কেমন করে রুটি-ছেঁড়ায়ই তাঁরা তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন, এই সমস্ত কথা শোনাতে লাগলেন।

তাঁরা তখনও এবিষয়ে কথা বলছেন, এমন সময়ে স্বয়ং তিনিই তাঁদের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন; তাঁদের বললেন, 'তোমাদের শান্তি হোক।' এতে তাঁরা আতঙ্কিত ও সন্ত্রাসিত হয়ে মনে করছিলেন, তাঁরা যেন ভূত দেখছেন। কিন্তু তিনি তাঁদের বললেন, 'তোমরা এত কম্পিত কেন? তোমাদের হৃদয়ে সন্দেহ জাগছে কেন? আমার হাত ও আমার পা দেখ, এ আমি নিজেই; আমাকে স্পর্শ কর, নিজেরা দেখ। ভূতের তো হাড়-মাংস নেই, অথচ তোমরা দেখতে পাচ্ছ, তা আমার আছে।' একথা বলে তিনি তাঁর নিজের হাত-পা তাঁদের দেখালেন। কিন্তু তাঁরা আনন্দের আতিশয্যে তখনও বিশ্বাস করছিলেন না ও আশ্চর্যান্বিত ছিলেন বিধায় তিনি তাঁদের বললেন, 'তোমাদের কাছে এখানে কি খাবার মত কিছু আছে?' তাঁরা তাঁকে একখানা ভাজা মাছ দিলেন। তা নিয়ে তিনি তাঁদের সামনে খেলেন।

পরে তাঁদের বললেন, 'তোমাদের সঙ্গে থাকাকালে আমি তোমাদের যা বলেছিলাম, আমার সেই বাণীর অর্থ এ: মোশীর বিধানে, নবী-পুস্তকাবলিতে এবং সামসঙ্গীত-মালায় আমার সম্বন্ধে যাকিছু লেখা আছে, সেই সমস্ত কিছু পূর্ণতা লাভ করা প্রয়োজন।' তখন তিনি তাঁদের মনের দ্বার খুলে দিলেন, তাঁরা যেন শাস্ত্র বুঝতে পারেন; তাঁদের বললেন, 'এ কথাই তো লেখা আছে: খ্রীষ্টকে যন্ত্রণাভোগ করতে হবে ও তৃতীয় দিনে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করতে হবে; এবং যেরুসালেম থেকেই শুরু ক'রে তাঁর নামে পাপমোচনের উদ্দেশে মনপরিবর্তনের কথা সকল জাতির কাছে প্রচারিত হবে। তোমরাই এসব কিছুর সাক্ষী।'

সুখী তারা, যারা না দেখেও বিশ্বাস করে

যিনি কিছুকাল পূর্বে বিশ্বাসে ধীর হয়েছিলেন, তিনি এবার স্বীকারোক্তিতে ক্ষিপ্র হলেন, আর কিছুক্ষণের মধ্যে নিরাময় হলেন। কেবল আট দিন অতিবাহিত হয়েছিল, আর খ্রীষ্ট পেরেকের দাগ ও বুকই দেখিয়ে অবিশ্বাসের বাধা সরিয়ে দিলেন।

পদার্থ হিসাবে মর্তদেহের পক্ষে উপযুক্ত প্রবেশপথ প্রয়োজন, এবং দেহটা যত বড় প্রবেশপথ তত বড় হওয়া চাই; অথচ আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট দরজা রুদ্ধ থাকতেই আশ্চর্য ভাবে প্রবেশ ক'রে টমাসকে আপন বুক দেখালেন, হাতে-পায়ে পেরেকের দাগও দেখালেন; এইভাবে টমাসের কারণে সকলের বিশ্বাস দৃঢ়তর করলেন।

কেবল টমাসের বেলায় লেখা আছে তিনি বললেন, *তাঁর দু'টো হাতে যদি পেরেকের দাগ না দেখি, ও পেরেকের স্থানে যদি আমার আঙুল না রাখি, আর তাঁর বুকের পাশটিতে যদি আমার হাত দিতে না পারি, তবে আমি বিশ্বাস করব না।* তবু অবিশ্বাসজনিত সেই যে পাপ একপ্রকারে সকলেরই সমান পাপ ছিল, আর আমরা জানি, অন্যরা 'আমরা প্রভুকে দেখেছি' টমাসকে একথা বলা সত্ত্বেও তবু তাঁদের মন সন্দেহ-মুক্ত ছিলই না।

বস্তুতপক্ষে যাঁরা *আনন্দের আতিশয্যে তখনও বিশ্বাস করছিলেন না ও আশ্চর্যান্বিত ছিলেন, তিনি তাঁদের বললেন, তোমাদের কাছে এখানে কি খাবার মত কিছু আছে? তাঁরা তাঁকে একখানা ভাজা মাছ দিলেন। তা নিয়ে তিনি তাঁদের সামনে খেলেন।*

তুমি কি দেখতে পার, অবিশ্বাসের সন্দেহ কেবল ধন্য টমাসকে নয়, অন্য শিষ্যদের আত্মাকেও ফাঁদে আটকাচ্ছে? বিস্ময়ই শিষ্যদের বিশ্বাসে ধীর করছিল; অপরদিকে যে দেখে ও লক্ষ করে তার অবিশ্বাসের জন্য কোন ছুতাই থাকতে পারে না; এজন্য ধন্য টমাস নিশ্চয়তার সঙ্গে স্বীকার করলেন, *প্রভু আমার, ঈশ্বর আমার!* যীশু বললেন, *আমাকে দেখেছ বলেই তুমি বিশ্বাস করছ। না দেখেও বিশ্বাস করে যারা, তারাই সুখী।*

ত্রাণকর্তার এ বাণী বিশেষ সহায়তায় পূর্ণ ও খুবই উপকারী বাণী; এতেও আমাদের আত্মার জন্য তাঁর চিন্তা কম নয়, কেননা যেমনটি লেখা আছে, তিনি মঙ্গলময়, তিনি চান, সকল মানুষ যেন পরিত্রাণ পেতে পারে ও সত্য জ্ঞানে এসে পৌঁছতে পারে। এসবকিছু সত্যিই প্রশংসনীয়।

সকল মানুষ নির্বিশেষে বিশ্বাসের বিশ্বাসযোগ্যতা দেবার জন্য, সেই টমাসের প্রতি যিনি সেইভাবে কথা বলছিলেন ও সেই অন্য শিষ্যদের প্রতি যাঁরা খ্রীষ্টকে একটা আত্মা বা ভূত মনে করছিলেন, এ সকলেরই প্রতি ধৈর্যশীল হওয়া প্রয়োজন ছিল; পেরেকের দাগ ও বুকের ক্ষত দেখানো, অসাধারণ ভাবে ও নিষ্প্রয়োজনে খাদ্য নেওয়া, এও প্রয়োজন ছিল, যাতে যাঁরা বিশ্বাস করার জন্য এসব কিছু খোঁজ করছিলেন, তাঁদের মনের মধ্যে অবিশ্বাসের কোন সূত্রও যেন না থাকে।

কিন্তু যে কেউ যা দেখেনি তা বিশ্বাস করে ও গুরু যা তার কানে শোনান তা সত্য বলে গ্রহণ করে, সে-ই মহা বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁকে সম্মান করে যাঁর কথা প্রচারিত। এজন্যই লেখা আছে, যে কেউ ধন্য প্রেরিতদূতদের কণ্ঠ বিশ্বাস করবে, সে সুখী, কেননা যেমনটি লুক বলেন, তাঁরাই হলেন ঘটনাগুলির সাক্ষী ও বাণীর সেবক। আমরা অনন্ত জীবন আকাঙ্ক্ষা করলে ও স্বর্গীয় আবাসে বাস করা মহা সৌভাগ্য মনে করলে, তবে তাঁদের প্রতি আমাদের বাধ্যও হতে হবে।

গ বর্ষ - যোহন ২১:১-১৯

যীশু শিষ্যদের কাছে আর একবার আত্মপ্রকাশ করলেন, তিবেরিয়াস সাগরের তীরে। তিনি এভাবেই আত্মপ্রকাশ করলেন: সিমোন পিতর, যমজ বলে পরিচিত টমাস, গালিলেয়ার কানা গ্রামের নাথানায়েল, জেবেদের ছেলেরা ও তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অন্য দু'জন একসঙ্গে ছিলেন। সিমোন পিতর তাঁদের বললেন, 'আমি মাছ ধরতে যাব।' তাঁরা তাঁকে বললেন, 'আমরাও তোমার সঙ্গে যাব।' তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন ও নৌকায় উঠলেন। কিন্তু সেই রাতে কিছুই ধরতে পারলেন না।

তখন সবে ভোর হয়েছে, এমন সময়ে সাগর-তীরে যীশু দাঁড়িয়ে আছেন। তবু শিষ্যেরা বুঝতে পারলেন না যে, তিনি যীশু। যীশু তাঁদের বললেন, 'বৎস, তোমরা কিছু ধরেছ কি?' তাঁরা তাঁকে উত্তর দিলেন, 'না।' তিনি তাঁদের বললেন, 'নৌকার ডান দিকে জাল ফেল, মাছ পাবে।' তাই তাঁরা জাল ফেললেন এবং প্রচুর মাছের কারণে জালটা আর টেনে তুলতে পারছিলেন না। যে শিষ্যকে যীশু ভালবাসতেন, তিনি পিতরকে বললেন, 'উনি প্রভু!' সিমোন পিতর যখন শুনলেন যে, উনি প্রভু, তখন গায়ে কাপড় জড়ালেন—তিনি তো খালি গায়ে ছিলেন—আর সাগরে ঝাঁপ দিলেন। কিন্তু অন্যান্য শিষ্যেরা নৌকায় করে এলেন মাছে ভরা জালটা টানতে টানতে; ডাঙা থেকে তাঁরা দূরে ছিলেন না, আনুমানিক দু'শো হাত।

ডাঙায় উঠলে তাঁরা দেখলেন, সেখানে কাঠকয়লার আগুন, তার উপর চাপানো কয়েকটা মাছ, পাশে কিছু রুটি। যীশু তাঁদের বললেন, 'যে মাছ তোমরা এইমাত্র ধরেছ, তার কয়েকটা নিয়ে এসো।' তাই সিমোন পিতর নৌকায় উঠে জালটা ডাঙায় টেনে তুললেন: জাল একশ' তিপ্পান্নটা বড় বড় মাছে ভরা ছিল, অথচ এত মাছেও জালটা ছিঁড়ল না। যীশু তাঁদের বললেন: 'এসো, খেতে বস।' শিষ্যদের মধ্যে কেউই তাঁকে জিজ্ঞাসা করার সাহস পাচ্ছিলেন না, 'আপনি কে?' কারণ তাঁরা জানতেন যে, তিনি প্রভু।

যীশু কাছে এগিয়ে এলেন, এবং রুটি নিয়ে তাদের দিলেন, মাছও সেইভাবে দিলেন। মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করার পর এ-ই হয়েছিল যীশুর তৃতীয় আত্মপ্রকাশ।

তাঁরা খাওয়া শেষ করলে পর যীশু সিমোন পিতরকে বললেন, 'যোহনের ছেলে সিমোন, এদের চেয়ে তুমি আমাকে কি বেশি ভালবাস?' তিনি তাঁকে বললেন, 'হ্যাঁ, প্রভু, আপনি জানেন যে, আমি আপনাকে ভালবাসি।' যীশু তাঁকে বললেন, 'আমার মেষশাবকদের যত্ন নাও।' দ্বিতীয়বার তিনি পুনরায় তাঁকে বললেন, 'যোহনের ছেলে সিমোন, তুমি কি আমাকে ভালবাস?' তিনি তাঁকে বললেন, 'হ্যাঁ, প্রভু, আপনি জানেন যে, আমি আপনাকে ভালবাসি।' তিনি তাঁকে বললেন, 'আমার মেষগুলি পালন কর।' তৃতীয়বার তিনি তাঁকে বললেন, 'যোহনের ছেলে সিমোন, তুমি কি আমাকে ভালবাস?' যীশু যে তৃতীয়বার 'তুমি কি আমাকে ভালবাস?' এই কথা তাঁকে বলেছিলেন, তাতে পিতর দুঃখ পেলেন; তাঁকে বললেন, 'প্রভু, আপনি সবই জানেন; আপনি জানেন যে, আমি আপনাকে ভালবাসি।' যীশু তাঁকে বললেন, 'আমার মেষগুলির যত্ন নাও। আমি তোমাকে সত্যি সত্যি বলছি, তুমি যখন যুবক ছিলে, তখন তোমার যেখানে ইচ্ছে নিজেই কোমর বেঁধে চলাফেরা করতে; কিন্তু তুমি যখন বৃদ্ধ হবে, তখন তোমার হাত দু'টো বাড়িয়ে দেবে, এবং অন্য একজন তোমার কোমর বেঁধে তোমার যেখানে ইচ্ছা নেই সেখানে তোমাকে নিয়ে যাবে।' পিতর যে কী ধরনের মৃত্যু দ্বারা ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করবেন, এই কথায় যীশু তার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তারপর তিনি তাঁকে বললেন, 'আমার অনুসরণ কর।'

সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি **উপদেশ ১৬:২-৩**

পিতরকে প্রশ্ন করে প্রভু আমাদেরই প্রশ্ন করেন

পিতর, তুমি কি আমাকে ভালবাস? যখন প্রভুর এ বাণী শোন, তখন তুমি এ বাণী এমন একটা আয়নার মত জ্ঞান কর যেখানে নিজেকেই দেখতে পাও। কেননা মণ্ডলীর প্রতিমূর্তি ছাড়া পিতর

আর কী ছিলেন? সুতরাং পিতরকে প্রশ্ন করে প্রভু আমাদেরই প্রশ্ন করছিলেন, মণ্ডলীকেই প্রশ্ন করছিলেন। পিতর যে সত্যি মণ্ডলীর প্রতিমূর্তি ছিলেন, একথায় নিশ্চিত হবার জন্য এসো, আমরা সুসমাচারের সেই বাণী ব্যাখ্যা করি যেখানে লেখা আছে, *তুমি পিতর, আর এই শৈলের উপরে আমি আমার জনমণ্ডলী গেঁথে তুলব, আর পাতালের দ্বার তার উপরে কখনও বিজয়ী হবে না। স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি আমি তোমাকে দেব।*

একজনমাত্রই চাবিকাঠি পান। স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি যে কী, খ্রীষ্ট নিজেই তা ব্যাখ্যা করলেন, *পৃথিবীতে তুমি যা বেঁধে দেবে, স্বর্গে তা বাঁধা হবে; পৃথিবীতে তুমি যা মুক্ত করবে, স্বর্গে তা মুক্ত হবে।*

একথা যদি কেবল পিতরকেই উদ্দেশ করে বলা হয়ে থাকে, তাহলে কেবল পিতরই সেই অনুসারে কাজ করলেন। কিন্তু তিনি মরলেন, তিনি চলে গেলেন; তাই এখন কে বেঁধে দেবে, কে মুক্ত করবে? আমি একথা বলতে সাহস করি যে, সেই চাবিকাঠি আমাদেরই হাতে রয়েছে। কী বলছি? আমরা কি বেঁধে দিই ও মুক্ত করি? আর শুধু তা নয়, তোমরাও বেঁধে দাও ও মুক্ত কর: তোমাদের সংসর্গ থেকে যে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে, সেই বাঁধা আছে; আর যাকে তোমাদের সংসর্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়, সেই তোমাদের দ্বারা বাঁধা হয়; সে পুনর্মিলিত হলে তবেই তোমাদের দ্বারা সে মুক্ত হয় কেননা তোমরা তার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর।

কেননা আমরা সকলেই খ্রীষ্টকে ভালবাসি, সকলেই তাঁর অঙ্গ। যখন তিনি পালকে পালকদের হাতে তুলে দেন, তখন পালকদের সংখ্যা একমাত্র পালকের দেহে অন্তর্ভুক্ত হয়। তা বুঝবার জন্য একথা শোন: পিতরই পালক বটে, পল পালক, যোহন, যাকোব, আন্দ্রিয় ও অন্য সকল প্রেরিতদূত পালক, এতে সন্দেহের লেশমাত্র নেই। তবে *থাকবে একটামাত্র মেষপাল, একটিমাত্র মেষপালক*, তেমন কথা কীভাবে সত্য? কথা সত্য কেননা পালকদের বিপুল গোটা সংখ্যা একটিমাত্র পালকের দেহে পুনর্চালিত হবে। তাঁর অঙ্গ বলে তোমরাও সেখানে আছ।

যিনি আগে ছিলেন নির্যাতক ও পরে প্রচারক, সেই সৌল এ অঙ্গগুলিকেই নির্যাতন করতেন, তিনি খ্রীষ্টবিশ্বাস থেকে তাদের মন ফেরাবার জন্য তাদের হত্যা করতে ব্যগ্র ছিলেন। কিন্তু একটা কণ্ঠ দ্বারাই তাঁর সমস্ত রোষ নিঃশেষ হয়ে গেল। কোন্ কণ্ঠ? *সৌল, সৌল, কেন তুমি আমাকে নির্যাতন কর?* তিনি কীবা করতে পারতেন তাঁরই বিরুদ্ধে যিনি স্বর্গে সমাসীন? তিনি কী করেই বাণীকে ক্ষতি করতে পারতেন? কী করে বাক্যকে ক্ষতি করতে পারতেন? নিজের বিরুদ্ধে তিনি তো আর কিছুই করতে পারতেন না, অথচ সেই কণ্ঠ চিৎকার করে বলছিল, *তুমি আমাকেই নির্যাতন করছ।* এতে তিনি ঘোষণা করছিলেন, আমরা তাঁর অঙ্গগুলি। সুতরাং খ্রীষ্টের ভালবাসাকেই আমরা তোমাদের মধ্যে ভালবাসি; খ্রীষ্টের ভালবাসাকেই তোমরা আমাদের মধ্যে ভালবাস: সেই ভালবাসাই প্রলোভন, পরিশ্রম, ক্লান্তি, দুরবস্থা ও হাহাকারের মধ্য দিয়ে আমাদের সেইখানে চালিত করবে যেখানে শ্রম নেই, দুরবস্থাও নেই, কান্নাও নেই, দুঃখও নেই, ক্ষোভও নেই; যেখানে কেউই জন্মায় না, মরেও না, যেখানে কেউই প্রতাপশালীর ক্রোধ ভয় করে না, কেননা সর্বশক্তিমানের শ্রীমুখের সঙ্গেই সে মিলিত।

৪র্থ রবিবার

ক বর্ষ - যোহন ১০:১-১০

একদিন যীশু বললেন, 'আমি আপনাদের সত্যি সত্যি বলছি, দরজা দিয়ে মেষঘেরিতে না ঢুকে যে কেউ অন্য দিক দিয়ে বেয়ে ওঠে, সে তো চোর ও দস্যু; দরজা দিয়ে যে ঢোকে, সে-ই মেষগুলির পালক। দারোয়ান তারই জন্য দরজা খুলে দেয়; মেষগুলি তার কণ্ঠস্বর শোনে, ও সে নিজের মেষগুলিকে এক একটা নাম ধরে ডাকে ও তাদের বাইরে নিয়ে যায়। নিজের সমস্ত মেষ বাইরে আনবার পর সে তাদের আগে আগে চলতে থাকে, আর মেষগুলি তার কণ্ঠ চেনে বিধায় তার পিছু পিছু চলে। অচেনা লোকের পিছনে তারা চলে না, বরং তার কাছ থেকে পালিয়ে যাবে, কারণ অচেনা লোকের কণ্ঠ তারা চেনে না।' যীশু এই রূপকটা তাঁদেরই জন্য বলেছিলেন, কিন্তু তাঁরা বুঝতে পারলেন না তিনি তাঁদের কী বলতে চাচ্ছিলেন।

তাই যীশু আবার তাঁদের বললেন, 'আমি আপনাদের সত্যি সত্যি বলছি, আমিই মেষগুলির দরজা। আমার আগে যারা এসেছিল, তারা সকলে চোর ও দস্যু, কিন্তু মেষগুলি তাদের দিকে কান দেয়নি। আমিই দরজা: কেউ যদি আমার মধ্য দিয়ে ঢোকে, সে পরিত্রাণ পাবে, সে ভিতরে যাবে আবার বাইরে আসবে এবং চারণভূমির সন্ধান পাবে। চোর আসে কেবল চুরি, হত্যা ও ধ্বংস করার জন্য; আমি এসেছি তারা যেন জীবন পায় ও প্রচুর পরিমাণেই তা পায়।'

মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরি-লিখিত 'সুসমাচারে উপদেশাবলি' **১৪:৩-৬**

উত্তম পালক খ্রীষ্ট

আমিই উত্তম মেষপালক। যারা আমার নিজের মেষ, তাদের আমি জানি, অর্থাৎ তাদের ভালবাসি, *তারাও আমাকে জানে।* বা স্পষ্ট কথায়, যারা ভালবাসে, তারা পরের জন্য আত্মদান করে; কেননা সত্যকে ভালবাসার আগে সত্যকে জানাই আসে।

আমার প্রিয় ভাইবোনেরা, একটু ভেবে দেখ তোমরা তাঁর মেষ কিনা, ভেবে দেখ তাঁকে জান কিনা, ভেবে দেখ সত্যের আলো জান কিনা। বলতে চাই, বিশ্বাস নয়, ভালবাসার মধ্য দিয়েই তোমরা জান কিনা; বিশ্বাস-স্বীকারের মধ্য দিয়ে নয়, বাস্তব ভালবাসার মধ্য দিয়েই তাঁকে জান কিনা। যিনি এসব কথা বলেন, সেই সুসমাচার-রচয়িতা যোহন এবিষয়ে সাক্ষ্য দিয়ে বলেন, *যে বলে সে ঈশ্বরকে জানে, অথচ তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন করে না, সে মিথ্যাবাদী।*

সেজন্য একথার পরপরেই প্রভু বলে চলেন, *পিতা আমাকে জানেন আর আমি পিতাকে জানি, এবং মেষগুলির জন্য আমার প্রাণ বিসর্জন দিই।* তিনি আসলে বলতে চান, আমার মেষগুলির জন্য প্রাণ বিসর্জন দিই, এতেই প্রমাণিত যে আমি পিতাকে জানি ও পিতা আমাকে জানেন। অর্থাৎ, যে ভালবাসার খাতিরে আমি মেষগুলির জন্য মরতে যাচ্ছি, সে ভালবাসায় আমি দেখাই পিতার প্রতি আমার ভালবাসার মাত্রা।

মেষগুলির কথা আবার উত্থাপন করে তিনি বলেন, *যে মেষগুলি আমার নিজের, তারাই আমার কণ্ঠে কান দেয়; তাদের আমি জানি আর তারা আমার অনুসরণ করে; এবং আমি তাদের অনন্ত জীবন দান করি।* এ মেষগুলির বিষয়ে তিনি কিঞ্চিৎ আগে বলেছিলেন, *কেউ যদি আমার মধ্য দিয়ে ঢোকে, সে পরিত্রাণ পাবে, সে ভিতরে যাবে আবার বাইরে আসবে এবং চারণভূমির সন্ধান পাবে।* সে আসলে বিশ্বাসের ভিতরে যাবে আর বিশ্বাসের বাইরে এসে দর্শনেরই কাছে পৌঁছবে, বাহ্যিক

বিশ্বাস ছেড়ে আন্তর-ধ্যানেই পৌঁছবে আর অবশেষে শাশ্বত ভোজেই চারণভূমির সন্ধান পাবে।

তাই তাঁর মেষগুলি চারণভূমির সন্ধান পায়, কেননা সরলহৃদয়ে যে তাঁর অনুসরণ করে, সে চিরসবুজ ঘাস খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়। চিরবসন্ত-তুল্য সেই পরমদেশের আত্মিক আনন্দ ছাড়া এ মেষগুলির চারণভূমি আর কীবা হতে পারে? কেননা মনোনীতদের চারণভূমি হল ঈশ্বরের স্বয়ং শ্রীমুখ: স্পষ্টভাবে তাঁকে দে'খে মন অবিরতই জীবনদায়ী খাদ্য খেয়ে পরিতৃপ্ত হবে।

অতএব প্রিয় ভাইবোনেরা, এসো, এ চারণভূমির অন্বেষণ করি যাতে তেমন সম্মানিত স্বর্গীয় নাগরিকদের পর্বোৎসবে আনন্দ করতে পারি। পর্বোৎসব নিজেই আমাদের আনন্দ করতে আমন্ত্রণ করে। তাই এসো, ভাইবোনেরা, অন্তর প্রজ্বলিত করি, বিশ্বাস্য বিষয়ে বিশ্বাস উত্তপ্ত হয়ে উঠুক, আমাদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ঊর্ধ্বলোকের জন্য উদ্দীপিত হোক: এইভাবে যে ভালবাসে, সে যাত্রাপথে পা বাড়িয়েই দিয়েছে।

আন্তর পর্বোৎসবের আনন্দ থেকে যেন কোন প্রতিকূল ব্যাপার আমাদের সরিয়ে না দেয়, কেননা যদি একজন গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে আকাঙ্ক্ষা করে, পথের কোন বাধা তার আকাঙ্ক্ষা পাল্টাতে পারে না। কোন অনুকূল ব্যাপারও যেন আমাদের মন না ভোলায়, কেননা যে যাত্রী যেতে যেতে সুন্দর সুন্দর মাঠ দেখতে গিয়ে গন্তব্যস্থানটা ভুলে যায়, সেই যাত্রী নির্বোধ।

খ বর্ষ - যোহন ১০:১১-১৮

> একদিন যীশু বললেন: 'আমিই উত্তম মেষপালক। উত্তম মেষপালক মেষগুলির জন্য নিজ প্রাণ বিসর্জন দেয়। যে শুধু বেতনভোগী, যে নিজে মেষপালক নয়, মেষগুলি যার নিজের নয়, নেকড়েবাঘ আসতে দেখলেই সে মেষগুলিকে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়; আর নেকড়েবাঘ সেগুলিকে ছিনিয়ে নেয় ও ছড়িয়ে ফেলে। বেতনভোগী বলেই সে পালিয়ে যায়, এবং মেষগুলির জন্য তার কোন চিন্তা নেই।
>
> আমিই উত্তম মেষপালক: যারা আমার নিজের মেষ, তাদের আমি জানি, তারাও আমাকে জানে, যেমনটি পিতা আমাকে জানেন আর আমি পিতাকে জানি, এবং মেষগুলির জন্য আমার নিজের প্রাণ বিসর্জন দিই। আর আমার আরও মেষ আছে, যারা এই ঘেরির নয়; তাদেরও আমাকে নিয়ে আসতে হবে, আর তারা আমার কণ্ঠে কান দেবে; তখন থাকবে একটামাত্র মেষপাল, একটিমাত্র মেষপালক। পিতা এজন্যই আমাকে ভালবাসেন যে, আমি আমার প্রাণ বিসর্জন দিই, তা যেন ফিরিয়ে নিতে পারি। কেউই আমার কাছ থেকে তা কেড়ে নেয় না, নিজে থেকেই আমি তা বিসর্জন দিই। তা বিসর্জন দেবার অধিকার আমার আছে, আর তা ফিরিয়ে নেবারও অধিকার আমার আছে: তেমন আজ্ঞা আমি আমার পিতা থেকেই পেয়েছি।'

সাধু পিতর খ্রীসোলগের উপদেশাবলি **উপদেশ ৬**

হারানো মেষকে জীবন-চারণভূমিতে ফিরিয়ে আনবার জন্য স্বর্গ থেকে মেষপালক এসেছেন

খ্রীষ্টের আগমনে উত্তম মেষপালকই যে পৃথিবীতে এসেছেন, একথা তিনি নিজেই বলেন: *আমিই উত্তম মেষপালক। উত্তম মেষপালক আপন মেষগুলির জন্য প্রাণ বিসর্জন দেন।* তাছাড়া তিনি গুরু, যিনি গোটা জগৎকে নিরাময় করার জন্য সঙ্গী ও সহযোগীর অনুসন্ধানে ঘুরে বেড়ান ও বলেন, *পৃথিবী থেকে তোমরা সকলে প্রভুর উদ্দেশে জাগিয়ে তোল জয়ধ্বনি।*

স্বর্গে ফিরে যাওয়ার সময় এলে তিনি আপন মেষগুলির পালনের ভার পিতরকে দেন, তিনি যেন তাঁর প্রতিনিধি হয়ে তাদের চালিত করেন: *পিতর, তুমি কি আমাকে ভালবাস? আমার*

মেষশাবকদের পালন কর। আর অতিরিক্ত কঠোরতা দেখিয়ে তাঁর মনপরিবর্তনের ভঙ্গুর সূত্রপাত উদ্বিগ্ন না করার জন্য, বরং কোমলতার মধ্য দিয়ে তাঁকে সুস্থির করার জন্য তিনি আবার বলেন, *পিতর, তুমি কি আমাকে ভালবাস? আমার মেষগুলিকে পালন কর।* তিনি মেষগুলিকে পালনের ভার তাঁকে দেন; সেগুলির বাচ্চারও কথা উল্লেখ করেন, কেননা তিনি জানতেন, তাঁর মেষগুলি উর্বর হবেই। *পিতর, তুমি কি আমাকে ভালবাস? আমার মেষশাবকদের পালন কর।* পালক পিতরের সহকর্মী পল এ মেষশাবকদের প্রচুর দুধ খেতে দিতেন; তাঁর কথা: *আমি তোমাদের গুরুপাক খাদ্য নয়, দুধ পান করিয়েছি।* একই চিন্তা পোষণ করতেন বিধায় ধন্য দাউদ রাজাও বলেন: *প্রভু আমার মেষপালক; অভাব নেই তো আমার; আমায় তিনি শুইয়ে রাখেন নবীন ঘাসের চারণমাঠে, আমায় নিয়ে যান শান্ত জলের কূলে।*

যুদ্ধ-সংগ্রামের বহু হাহাকারের পর, রক্তপাতেরই অবসন্ন এক জীবনের পর যে সুসমাচারের শান্তির চারণভূমিতে ফিরে আসে, পরবর্তী অনুচ্ছেদ তাকে সেবার আনন্দের সংবাদ দেয়। মানুষ তো ছিল পাপের ক্রীতদাস, মৃত্যুর বন্দি, রিপুর বেড়িতে ক্লিষ্ট; হতভাগার মত সে নির্মম এ প্রভুদের সেবা করত। পাপের অধীন থাকতে মানুষ কখন অবসন্ন হয়নি? মৃত্যুর কর্তৃত্বে থাকতে সে কখন কাঁদেনি? রিপু বা অপরাধের বোঝার চাপে ভারাক্রান্ত হয়ে সে কখন নিরাশ হয়নি? এজন্যই তেমন নির্মম প্রভুদের সহ্য করতে করতে সে যেন শেষ নিশ্বাসই ছাড়ছিল।

অতএব নবী যখন দেখতে পেলেন আমরা মুক্ত হয়েছি ও স্রষ্টার বাধ্যতায়, পিতার অনুগ্রহে, মঙ্গলময় একমাত্র প্রভুর স্বেচ্ছাপূর্বক সেবায় ফিরে এসেছি, তখন তিনি যুক্তির সঙ্গেই বলে ওঠেন, *সানন্দে প্রভুর সেবা কর, তাঁর সম্মুখে এসো হর্ষধ্বনির ছন্দে:* অপরাধ ও দুঃখ যা কিছু হরণ করেছিল, অনুগ্রহ ও সদ্বিবেক তা ফিরিয়ে দেয়।

আমরা তাঁর জনগণ, তাঁর চারণভূমির মেষপাল। শাস্ত্রে বারবার একথা উল্লিখিত, স্বর্গ থেকে এমন পালক আসবেন যিনি কলুষিত চারণমাঠের দরুন অসুস্থ সকল বিক্ষিপ্ত মেষগুলিকে জীবনের চারণভূমিতে আনন্দোল্লাসের মধ্যে ফিরিয়ে আনবেন। *প্রবেশ কর তাঁর তোরণে তাঁর কাছে স্বীকার করতে করতে:* কেবল পাপস্বীকারই বিশ্বাস-তোরণের মধ্য দিয়ে আমাদের প্রবেশ করায়।

প্রবেশ কর তাঁর তোরণে ধন্যবাদ গীতি গেয়ে, তাঁর প্রাঙ্গণে প্রশংসাগান গেয়ে; তাঁকে জানাও ধন্যবাদ, ধন্য কর তাঁর নাম: তথা, সেই যে নাম গুণে আমরা পরিত্রাণকৃত ও যে *নামে প্রতিটি জানু নত হয়—স্বর্গে, মর্তে ও পাতালে। কেননা প্রভু সত্যি মঙ্গলময়, তাঁর কৃপা চিরস্থায়ী।*

তাঁর কৃপা সত্যিই মধুর: কেবল সেই কৃপা গুণেই তিনি সমগ্র বিশ্বের তিক্ত দণ্ডবিধান মুছে দিতে প্রসন্ন হলেন: *ওই দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, জগতের পাপ যিনি হরণ করেন!*

গ বর্ষ - যোহন ১০:২৭-৩০

একদিন যীশু বললেন: 'যে মেষগুলি আমার নিজের, তারাই আমার কণ্ঠে কান দেয়; তাদের আমি জানি আর তারা আমার অনুসরণ করে; এবং আমি তাদের অনন্ত জীবন দান করি: তাদের কখনও বিনাশ হবে না, আমার হাত থেকেও কেউ তাদের ছিনিয়ে নেবে না। আমার পিতা, যিনি তাদের আমাকে দিয়েছেন, তিনি সকলের চেয়ে মহান, আর কেউ আমার পিতার হাত থেকে তাদের ছিনিয়ে নিতে পারে না। আমি এবং পিতা, আমরা এক।'

সাক্রামেন্তে খ্রীষ্টদেহ গ্রহণের ফল

যদি সত্যিকারে *বাণী হলেন মাংস*, ও সত্যিকারে আমরা প্রভুর ভোজে সেই মাংস-হওয়া-বাণীকে গ্রহণ করি, তাহলে যিনি মানুষ হয়ে জন্ম নিয়ে আমাদের মাংস-স্বরূপকে চির-অবিচ্ছেদ্য স্বরূপ বলে ধারণ করলেন, এবং তাঁর যে মাংস আমাদের গ্রহণ করতে হয়, সেই মাংস-সাক্রামেন্তের ছায়ায় যিনি তাঁর আপন মাংস-স্বরূপকে সনাতন স্বরূপের সঙ্গে মিলিত করলেন, কি করেই বা আমরা অস্বীকার করব যে, তিনি আপন স্বরূপকে নিয়েই আমাদের মধ্যে থাকেন? এভাবে আমরা সকলে এক, কেননা পিতা খ্রীষ্টের মধ্যে, আর খ্রীষ্ট পিতার মধ্যে রয়েছেন। ফলে তিনি মাংসের মধ্য দিয়ে আমাদের মধ্যে আছেন, আর আমরা তাঁর মধ্যে আছি, কেননা আমরা যা আছি, তা তাঁর সঙ্গে ঈশ্বরেই আছে।

আমরা দেহরক্তের সহভাগিতা-সাক্রামেন্তের মধ্য দিয়ে কতটুকু তাঁর মধ্যে আছি, এবিষয়ে তিনি নিজে বলেন, *জগৎ আমাকে আর দেখতে পাবে না, কিন্তু তোমরা আমাকে দেখতে পাবে, কারণ আমি জীবিত আছি, তোমরাও জীবিত থাকবে, যেহেতু আমি আমার পিতাতে আছি, এবং তোমরা আমাতে আছ আর আমি তোমাদের অন্তরে আছি।* তিনি যদি কেবল ইচ্ছারই মিলনের কথা বোঝাতে চাইতেন, তাহলে কেনই বা তিনি মিলন অর্জনের ক্ষেত্রে ক্রমান্বয় ও অনুক্রমের কথাও বললেন? তিনি তো ঐশস্বরূপ গুণে পিতার মধ্যে আছেন, অপরদিকে আমরা তাঁর মানবজন্ম গুণে তাঁর মধ্যে আছি, তিনি আবার সাক্রামেন্তগুলির রহস্য গুণে আমাদের মধ্যে আছেন: এই তো সেই বিশ্বাস যা তিনি চান আমরা স্বীকার করব। এ বিশ্বাস অনুসারে সেই মধ্যস্থের মাধ্যমে পূর্ণ মিলন সাধিত: আমরা তাঁর মধ্যে থাকতে তিনি পিতার মধ্যে থাকেন আর পিতার মধ্যে থাকতেই আমাদের মধ্যেও থাকেন: এভাবে আমরা পিতার সঙ্গে মিলন অর্জন করি। তাঁর ঐশপ্রজনন গুণে খ্রীষ্ট পিতার মধ্যে স্বরূপগত ভাবে বিরাজমান, আর আমাদের মধ্যে স্বরূপগত ভাবে বিরাজমান হওয়ায় আমরাও স্বরূপগত ভাবে পিতার মধ্যে বিরাজমান।

এ স্বরূপগত মিলন আমাদের মধ্যে কীভাবে ক্রিয়াশীল, একথা তিনি নিজে ব্যাখ্যা করেন: *যে কেউ আমার মাংস খায় ও আমার রক্ত পান করে, সে আমাতে বসবাস করে আর আমি তার অন্তরে বসবাস করি।* কেউই তাঁর মধ্যে বসবাস করতে পারবে না, যদি না তিনি নিজে ইতিমধ্যে তার অন্তরে উপস্থিত: তাঁর মাংস যে গ্রহণ করবে, তিনি নিজের মধ্যে কেবল তারই মাংস ধারণ করবেন।

এ পুনর্মিলন-সাক্রামেন্ত সম্বন্ধে তিনি আগেই শিক্ষা দিয়ে বলেছিলেন, *আমাকে যেমন স্বয়ং পিতাই প্রেরণ করেছেন আর আমি যেমন পিতারই জন্য জীবিত আছি, তেমনি আমাকে যে খায়, সে আমারই জন্য জীবিত থাকবে।* সুতরাং তিনি পিতারই জন্য জীবিত আছেন; আর যেমন তিনি পিতারই জন্য জীবিত আছেন, তেমনি আমরা তাঁর মাংসেরই জন্য জীবিত আছি।

যে কোন উদাহরণ বুদ্ধিকে সহায়তা করে, কেননা উদাহরণের মধ্য দিয়ে আসল কথা আরও সহজে অনুধাবন করা হয়। কথাটা হল যে, মাংসের মানুষ আমরা খ্রীষ্টের মাংসের মধ্য দিয়ে আমাদের মধ্যে খ্রীষ্টকে পেয়ে গেছি বিধায় তিনিই আমাদের জীবনের মূলকারণ: যে অবস্থায় তিনি পিতারই জন্য জীবিত, আমরা তাঁর দ্বারা সেই একই অবস্থায় জীবিত।

৫ম রবিবার

ক বর্ষ - যোহন ১৪:১-১২

শেষভোজের সময়ে যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, 'তোমাদের হৃদয় যেন কম্পিত না হয়। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রাখ, আমার প্রতিও বিশ্বাস রাখ। আমার পিতার গৃহে অনেক বাসস্থান আছে; যদি না থাকত, তবে তোমাদের বলেই দিতাম; আমি তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করতে যাচ্ছি। আর চলে গিয়ে তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করার পর আমি আবার আসব এবং তোমাদের নিজের কাছে নিয়ে যাব, আমি যেখানে আছি, সেখানে তোমরাও যেন থাকতে পার। আমি যেখানে যাচ্ছি, তোমরা তো তার পথ জান।'

টমাস তাঁকে বললেন, 'প্রভু, আপনি কোথায় যাচ্ছেন আমরা তা জানি না, তবে কেমন করে পথটা জানতে পারি?' যীশু তাঁকে বললেন, 'আমিই সেই পথ, সেই সত্য, সেই জীবন! পিতার কাছে কেউই যেতে পারে না, যদি না সে আমার মধ্য দিয়ে যায়। তোমরা যদি আমাকে জানতে, তাহলে আমার পিতাকেও জানতে। তোমরা তো তাঁকে এখন জান, দেখতেও পেয়েছ তাঁকে।' ফিলিপ তাঁকে বললেন, 'প্রভু, পিতাকে আমাদের দেখিয়ে দিন, তাতে আমরা তুষ্ট হব।' যীশু তাঁকে বললেন, 'ফিলিপ, এতদিন আমি তোমাদের সঙ্গে আছি আর তুমি আমাকে জান না? যে আমাকে দেখেছে, সে পিতাকেও দেখেছে; কেমন করে তুমি বলছ, পিতাকে আমাদের দেখিয়ে দিন? তুমি কি বিশ্বাস কর না যে, আমি পিতাতে আছি আর পিতা আমাতে আছেন? আমি যে সমস্ত কথা তোমাদের বলি, নিজে থেকে তা বলি না, কিন্তু যিনি আমাতে আছেন, সেই পিতাই নিজের সমস্ত কাজ সাধন করেন। তোমরা আমাকে বিশ্বাস কর: আমি পিতাতে আছি আর পিতা আমাতে আছেন; অন্তত, এই সমস্ত কাজের খাতিরেই বিশ্বাস কর।

আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, আমার প্রতি যে বিশ্বাস রাখে, আমি যে সমস্ত কাজ করি, তা সেও করবে, এবং তার চেয়ে মহত্তর কাজও করবে, কারণ আমি পিতার কাছে যাচ্ছি।'

সাধু আম্ব্রোজ-লিখিত 'শুভ মৃত্যু' **১২:৫২-৫৫**

স্থানটি পিতার কাছে, পথটি স্বয়ং খ্রীষ্ট

এসো, আমরা আমাদের মুক্তিসাধক সেই যীশুর কাছে নির্ভয়ে যাই; এসো, দৃঢ় অন্তর নিয়ে পুণ্যজনদের দলের দিকে, ন্যায়নিষ্ঠ-মণ্ডলীর দিকে যাই! হ্যাঁ, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে যাব, আমাদের বিশ্বাসগুরুদের কাছে যাব; আর যদিও আমাদের কাজকর্ম নানা ত্রুটিতে চিহ্নিত, বিশ্বাস আমাদের সহায়তা করুক, প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হোক। প্রভু হবেন সকলের আলো; আর সেই সত্যকার আলো যা প্রতিটি মানুষকে আলোকিত করে সকলের উপরে উদ্ভাসিত হবে। আমরা সেখানে যাব, যেখানে প্রভু যীশু আপন সেবকদের জন্য গৃহ প্রস্তুত করেছেন, তিনি যেখানে আছেন আমরাও যেন সেখানে থাকতে পারি: তিনি তা-ই ইচ্ছা করলেন। শোন এ প্রসঙ্গে তিনি কী বলেন: *আমার পিতার গৃহে অনেক বাসস্থান আছে।* আর তাঁর ইচ্ছা কী? *আমি আবার আসব এবং তোমাদের নিজের কাছে নিয়ে যাব, আমি যেখানে আছি, সেখানে তোমরাও যেন থাকতে পার।* হয় তো আপত্তি করে তুমি বল, তিনি তখন কেবল আপন শিষ্যদেরই কাছে একথা বলছিলেন, কেবল তাঁদেরই কাছে থাকবার অনেক স্থান দানের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলেন। তবে শুধু এগারো জনের জন্যই কি তিনি অনেক স্থান প্রস্তুত করছিলেন? তাহলে কি করেই বা তাঁর সেই কথা পূর্ণতা লাভ করবে, যা অনুসারে বহু জাতি সবদিক থেকে এসে ঈশ্বরের রাজ্যে ভোজে বসবে? যখন খ্রীষ্টের পক্ষে ইচ্ছা করা ও সাধন করা সমান কথা, তখন তাঁর ইচ্ছা যে পূর্ণ হবে, আমরা কি তা সন্দেহ করতে পারি? অবশেষে তিনি পথ ও স্থান নির্দেশ করেছেন: *যে স্থানে আমি যাচ্ছি, তোমরা তার পথ জান।* স্থানটি

পিতার কাছে, পথটি স্বয়ং খ্রীষ্ট, যেইভাবে তিনি নিজে বলেন, *আমিই সেই পথ, সেই সত্য, সেই জীবন! পিতার কাছে কেউই যেতে পারে না, যদি না সে আমার মধ্য দিয়ে যায়।*

এসো, আমরা এ পথ ধরি, সত্য পালন করি, জীবনের অনুসরণ করি। তেমন পথ চালিত করে, তেমন সত্য সান্ত্বনা দেয়, তেমন জীবন আত্মদান করে। আর আমরা যেন তাঁর প্রকৃত ইচ্ছা জানতে পারি, উপদেশ শেষে তিনি একথাও বলেন, *পিতা, যাদের তুমি আমাকে দিয়েছ, আমি চাই, আমি যেখানে আছি তারাও সেখানে থাকবে, যেন তারা আমার গৌরব দর্শন করতে পারে।* পিতা: নামটা দু'বার উচ্চারণ করা মানে জোর দিয়ে বলা, যেমন, *আব্রাহাম, আব্রাহাম!* অন্যত্র আমরা পড়ি, *আমি, আমিই তোমার অপরাধ মুছে দিই।* তিনি আগে যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এখন যে তা যাচনা করেন, তা খুবই সুন্দর। আগে প্রতিশ্রুতি, পরে যাচনা, উল্টোভাবে নয়: এর অর্থ, যিনি প্রতিশ্রুতি দেন, তিনিই তো দানের অধিকারী, আপন ক্ষমতায় সচেতন: পিতার মঙ্গলময়তার ব্যাখ্যাতাই যেন তিনি সেই পিতার কাছে যাচনা করেন। তিনি আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যাতে তুমি তাঁর ক্ষমতা জানতে পার; তারপরে যাচনা করেছেন যাতে তোমার কাছে মঙ্গলময়তার কথা বোঝাতে পারেন। তিনি আগে যাচনা করেছেন, পরে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তেমন নয়, যাতে কেউই না মনে করত, তিনি যা যাচনা করে পেয়েছিলেন তারই দানের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলেন; বরং তিনি যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাই দান করছিলেন। তিনি যে যাচনা করেছেন, একথা তুমি যেন গুরুত্বহীন না মনে কর; কেননা এতে প্রকাশিত হয় পিতার ইচ্ছার সঙ্গে তাঁর মিলন—এ একতারই প্রমাণ, বাড়তি ক্ষমতার প্রমাণ নয়।

প্রভু যীশু, আমরা তোমার অনুসরণ করি; তুমি কিন্তু আমাদের ডাক, আমরা যেন সত্যিই তোমার অনুসরণ করতে পারি; কেননা তোমাকে ছাড়া কেউই আরোহণ করতে পারে না—তুমিই তো পথ, সত্য ও জীবন; তুমিই তো শক্তি, বিশ্বস্ততা ও পুরস্কার। পথ বলে তোমার আপনজনদের গ্রহণ কর; সত্য বলে তাদের সুস্থির কর; জীবন বলে তাদের সঞ্জীবিত কর!

খ বর্ষ - যোহন ১৫:১-৮

শেষভোজের সময়ে যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন: 'আমিই সত্যকার আঙুরলতা, আর কৃষক হলেন আমার পিতা। আমার যে শাখায় ফল ধরে না, তা তিনি ফেলে দেন, আর যে সব শাখায় ফল ধরে, সেগুলিকে তিনি পরিশুদ্ধ করেন, যেন তাতে আরও বেশি ফল ধরে। আমি যে বাণী তোমাদের শুনিয়েছি, সেই বাণী গুণে তোমরা এর মধ্যে পরিশুদ্ধ হয়েছ। আমি যেমন তোমাদের অন্তরে রয়েছি, তেমনি তোমরা আমাতে থাক। আঙুরলতায় না থাকলে শাখা যেমন নিজে থেকে ফল ফলাতে পারে না, তেমনি আমাতে না থাকলে তোমরাও ফলশালী হতে পার না।

আমি হলাম আঙুরলতা, তোমরা হলে শাখা: যে আমাতে থাকে আর আমি যার অন্তরে থাকি, সে-ই প্রচুর ফলে ফলশালী হয়, কেননা আমার বাইরে [থাকলে] তোমরা কিছুই করতে পার না। কেউ যদি আমাতে না থাকে, তবে সে শাখার মত বাইরে নিক্ষিপ্ত হয় আর শুকিয়ে যায়; সেই শাখাগুলি জড় করে আগুনে ফেলা হয় ও পুড়িয়ে দেওয়া হয়। তোমরা যদি আমাতে থাক ও আমার সমস্ত কথা তোমাদের অন্তরে থাকে, তাহলে তোমাদের যা ইচ্ছা তোমরা যাচনা কর, তোমাদের জন্য তা-ই করা হবে। তোমরা যদি প্রচুর ফলে ফলশালী হও এবং আমার শিষ্য রূপে দাঁড়াও, তবে আমার পিতা তাতেই গৌরবান্বিত হন।'

যোহন-রচিত সুসমাচারে আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা **১০ম পুস্তক ২**

আমি আঙুরলতা, তোমরা শাখা

প্রভু বলেন, তিনি নিজেই আঙুরলতা: এতে দেখাতে চান তাঁর ভালবাসায় আমাদের রোপিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ও তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত হলে আমাদের উপকারিতা। যারা তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত ও একপ্রকারে তাঁর দেহে একীভূত ও গাছের কলমের মত যুক্ত, তিনি শাখার সঙ্গে তাদের তুলনা করেন। পবিত্র আত্মার সহভাগিতার মধ্য দিয়ে তারাই তাঁর আপন স্বরূপের অংশীদার হয়ে ওঠে, কেননা খ্রীষ্টের পবিত্র আত্মাই আমাদের তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত করেন।

আমরা সদিচ্ছার প্রেরণায় বিশ্বাসগুণে খ্রীষ্টের কাছে গিয়েছি, কিন্তু দত্তকপুত্রত্বের মর্যাদা লাভের গুণেই তাঁর স্বরূপের অংশীদার হয়ে উঠি—সাধু পলের কথা অনুসারে, *প্রভুর সঙ্গে যে মিলিত হয়, সে প্রভুর সঙ্গে একাত্মা হয়।*

আমরা আমাদের অবলম্বন ও ভিত্তি সেই খ্রীষ্টের উপরেই নির্মিত, এবং পবিত্র যাজকত্ব ও আত্মায় ঈশ্বরের মন্দিরের উদ্দেশে জীবন্ত ও আত্মিক প্রস্তর বলে অভিহিত। খ্রীষ্ট আমাদের ভিত্তিরূপে না দাঁড়ালে আমরা তো নির্মিত হতে পারি না। একই কথা আঙুরলতার উপমা দ্বারা ব্যক্ত হয়।

তিনি বলেন, তিনি নিজেই আঙুরলতা, তিনি যেন সেই শাখাগুলির মাতা ও জননী যা থেকে সেগুলি উৎপন্ন হয়। বস্তুতপক্ষে আমরা তাঁর দ্বারা ও তাঁর মধ্যে আত্মায় নবজন্ম লাভ করেছি যাতে জীবনফল উৎপন্ন করতে পারি, এমন নবজীবন যা তাঁর প্রতি সক্রিয় ভালবাসারই নামান্তর। আগেকার ফল ছিল অধঃপতিত জীবনের পচা ফল।

তাছাড়া আমরা জীবিত অবস্থায় সংরক্ষিত, বা একপ্রকারে তাঁরই মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হই যদি আমাদের দেওয়া সেই পুণ্য আজ্ঞাগুলি আঁকড়িয়ে ধরে পালন করি, সেই প্রাপ্ত মর্যাদার শ্রেণি রক্ষা করতে যত্নবান থাকি, ও আমাদের মধ্যে অবস্থানকারী আত্মাকে দুঃখ দেওয়ার মত অবকাশ না ঘটাই—সেই যে আত্মা ঐশঅবস্থানের অর্থ আমাদের বুঝিয়ে দেন।

আমরা যে কীভাবে খ্রীষ্টে আছি ও তিনি আমাদের মধ্যে আছেন, একথা সাধু যোহন ব্যাখ্যা করেন, *এতেই আমরা জানি যে, আমরা তাঁর মধ্যে রয়েছি আর তিনিও আমাদের অন্তরে রয়েছেন, কারণ তিনি তাঁর আত্মাকে আমাদের দান করেছেন।*

শিকড় যেমন শাখাগুলিকে আপন স্বরূপের গুণ ও অবস্থার সহভাগী করে, তেমনি ঈশ্বরের একমাত্র বাণী মানুষকে, বিশেষভাবে যারা বিশ্বাসসূত্রে তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত তাদেরই দান করেন তাঁর আপন আত্মাকে; তাদের যত রকম পবিত্রতা মঞ্জুর করেন, তাঁর নিজের ও পিতার স্বরূপের সঙ্গে সাদৃশ্য ও আত্মীয়তা দান করেন, ভালবাসার জন্য পুষ্টি যোগান ও যত সদ্‌গুণ ও মঙ্গলময়তার জ্ঞান ব্যবস্থা করেন।

গ বর্ষ - যোহন ১৩:৩১-৩৩ক,৩৪-৩৫

যুদা চলে গেলে যীশু বললেন, 'এখন মানবপুত্র গৌরবান্বিত হলেন, এবং ঈশ্বর তাঁর মধ্যে গৌরবান্বিত হলেন। ঈশ্বর যখন তাঁর মধ্যে গৌরবান্বিত হলেন, তখন ঈশ্বরও নিজের মধ্যে তাঁকে গৌরবান্বিত করবেন, আর তাঁকে এখনই গৌরবান্বিত করবেন। বৎসেরা, আমি এখন আর অল্পকালের মত তোমাদের সঙ্গে আছি।

এক নতুন আজ্ঞা তোমাদের দিচ্ছি: তোমরা পরস্পরকে ভালবাস। আমি যেমন তোমাদের ভালবেসেছি, তেমনি তোমরাও পরস্পরকে ভালবাস। তোমরা যে আমার শিষ্য, তা সকলে এতেই বুঝতে পারবে, যদি পরস্পরের প্রতি তোমাদের ভালবাসা থাকে।'

যোহন-রচিত সুসমাচারে সাধু আগস্তিনের ব্যাখ্যা **৬৫শ বিভাগ ১-৩**

নতুন আজ্ঞা

প্রভু যীশু বলছেন, তিনি আপন শিষ্যদের নতুন একটা আজ্ঞা দিচ্ছেন, তথা তাঁরা পরস্পরকে ভালবাসবে: *আমি এক নতুন আজ্ঞা তোমাদের দিচ্ছি: তোমরা পরস্পরকে ভালবাস।*

এ আজ্ঞা কি প্রভুর প্রাচীন বিধানে অন্তর্ভুক্ত ছিল না? সেখানেও লেখা আছে, *তুমি তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসবে।* তবে কেনই বা প্রভু এমন আজ্ঞাই নতুন বলেন যা মনে হচ্ছে খুবই প্রাচীন? এ আজ্ঞা আমাদের সেই পুরনো মানুষকে ত্যাগ করিয়ে নতুন মানুষে পরিবৃত করে, এজন্যই কি আজ্ঞাটি নতুন? ঠিক তাই! আজ্ঞাটি তাকেই নতুন করে যে তাকে পালন করে, বা আরও সূক্ষ্ম কথায়, তাকেই যে তার প্রতি বাধ্য। তবু যে ভালবাসা নবীনতা এনে দেয়, তা সাধারণ মানবীয় ভালবাসা থেকে ভিন্ন, বরং এমন ভালবাসা যা প্রভু এ কথাগুলিতেই চিহ্নিত ও নির্দিষ্ট করেন, *আমি তোমাদের যেমন ভালবেসেছি।*

এটিই তো সেই ভালবাসা যা আমাদের নবীন করে তোলে, কেননা আমরা নবমানুষ, নবসন্ধির উত্তরাধিকারী ও নবসঙ্গীতের গায়ক হয়ে উঠি। প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, এ ভালবাসাই প্রাচীনকালের ধার্মিকদের, কুলপতিদের ও নবীদের নবীকৃত করেছে যেইভাবে পরবর্তীতে প্রেরিতদূতদের নবীকৃত করেছে। এ ভালবাসা এখন সকল জাতিকেও নবীকৃত করে, ও বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত মানবজাতিকে নিয়ে এক নতুন জাতিকে তথা ঈশ্বরের একমাত্র পুত্রের সেই নব-কনেরই দেহকে গড়ে তোলে যার বিষয়ে পরম গীতে লেখা আছে, *এ কে, যে প্রভায় জ্যোতির্ময়ী হয়ে উদীয়মান হচ্ছে?* সে অবশ্যই প্রভায় জ্যোতির্ময়ী, কেননা নবায়িতা হয়েছে। নতুন আজ্ঞা দ্বারা ছাড়া সে কার দ্বারাই বা নবায়িতা হয়েছে?

এজন্যই অঙ্গগুলি একে অপরের প্রতি যত্নশীল: একটা অঙ্গ কষ্ট ভোগ করলে তার সঙ্গে সবগুলি কষ্ট ভোগ করে, কিংবা একটা অঙ্গ সম্মানিত হলে সবগুলি তার সঙ্গে আনন্দিত। তারা তো প্রভুর এ শিক্ষা শোনে ও মেনে চলে, *আমি এক নতুন আজ্ঞা তোমাদের দিচ্ছি: তোমরা পরস্পরকে ভালবাস,* কিন্তু যারা প্রবঞ্চনা করে তারা যেইভাবে পরস্পরকে ভালবাসে সেইভাবে নয়, মানুষ হিসাবে মানুষ যেইভাবে অপরকে মানুষ হিসাবে ভালবাসে সেইভাবেও নয়। বরং যারা নিজেরাই ঐশজীব ও পরাৎপরের সন্তান তারা তাঁর একমাত্র পুত্রের ভাই হবার জন্য যেইভাবে পরস্পরকে ভালবাসে সেইভাবে। সেই পারস্পরিক ভালবাসায় ভালবাসতে হবে, যে ভালবাসায় তিনি নিজে তাঁর আপন ভাই সেই মানুষদের ভালবেসেছেন, তিনি যেন সেখানেই তাদের চালিত করতে পারেন যেখানে বাসনা যত মঙ্গলদানেই পরিতৃপ্ত হয়ে উঠবে। বাসনা তখনই সম্পূর্ণরূপে মিটে যাবে যখন ঈশ্বর হবেন *সবার মধ্যে সব।*

তেমনই ভালবাসাকে তিনি আমাদের দান করেন, যিনি ঐকান্তিকভাবে আমাদের বলেছেন, *আমি তোমাদের যেমন ভালবেসেছি, তোমরাও তেমনি পরস্পরকে ভালবাস।* এ উদ্দেশ্যেই তিনি আমাদের ভালবেসেছেন, যাতে আমরাও পরস্পরকে ভালবাসি। আমাদের ভালবাসছিলেন বিধায়

তিনি চাইলেন আমরা পারস্পরিক ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ থাকব, আমরা যেন সর্বপ্রধান মাথার দেহ ও মধুময় বন্ধনে আবদ্ধ অঙ্গ হতে পারি।

৬ষ্ঠ রবিবার

ক বর্ষ - যোহন ১৪:১৫-২১

শেষভোজের সময়ে যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, 'তোমরা যদি আমাকে ভালবাস, তাহলে আমার আজ্ঞাগুলো পালন করবে। আর আমি পিতাকে অনুরোধ করব, এবং তিনি অপর একজন সহায়ক তোমাদের দেবেন, যেন সেই সহায়ক চিরকাল ধরে তোমাদের সঙ্গে থাকেন: সেই সত্যময় আত্মাকেই দেবেন, জগৎ যাঁকে গ্রহণ করতে পারে না, কারণ জগৎ তাঁকে দেখতে পায় না, জানেও না। তোমরা তাঁকে জান, কারণ তিনি তোমাদের কাছে কাছে থাকেন ও তোমাদের অন্তরে থাকবেন।

আমি তোমাদের অনাথ অবস্থায় রেখে যাব না; তোমাদের কাছে আসব। আর অল্পকাল, পরে জগৎ আমাকে আর দেখতে পাবে না, কিন্তু তোমরা আমাকে দেখতে পাবে, কারণ আমি জীবিত আছি, তোমরাও জীবিত থাকবে। সেদিন তোমরা জানবে যে, আমি আমার পিতাতে আছি, এবং তোমরা আমাতে আছ আর আমি তোমাদের অন্তরে আছি। আমার আজ্ঞাগুলো গ্রহণ করে নিয়ে যে তা পালন করে, সে-ই আমাকে ভালবাসে; আর যে আমাকে ভালবাসে, সে হবে আমার পিতার ভালবাসার পাত্র, আমিও তাকে ভালবাসব, এবং তার কাছে আত্মপ্রকাশ করব।'

যোহন-রচিত সুসমাচারে সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি **উপদেশ ৭৫:১**

আমি তোমাদের অনাথ অবস্থায় রেখে যাব না

তোমরা যদি আমাকে ভালবাস, তাহলে আমার আজ্ঞাগুলো পালন করবে। আমি তোমাদের আজ্ঞা দিলাম তোমরা যেন পরস্পরকে ভালবাস ও একে অপরের সঙ্গে সেভাবে ব্যবহার কর যেইভাবে আমি তোমাদের সঙ্গে ব্যবহার করেছি। এই তো ভালবাসা: আজ্ঞাগুলি পালন করা ও প্রেমিকের অধীনে থাকা। *আমি পিতাকে অনুরোধ করব, এবং তিনি অপর একজন সান্ত্বনাদানকারী তোমাদের দেবেন।* এগুলো এমন ব্যক্তির কথা যিনি দূরে যাবার উপক্রম করছেন। আর যেহেতু তাঁরা তখনও তাঁকে ভালভাবে জানতেন না, সেজন্য অনুমান করা যায়, তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁরা সম্ভবত তাঁর সাহচর্য, তাঁর বাণী, তাঁর শারীরিক উপস্থিতির খোঁজ করবেন, এমনকি তাঁর অনুপস্থিতির জন্য কিছুই তাঁদের সান্ত্বনা দিতে পারবে না। আর তিনি কী বলেন? *আমি পিতাকে অনুরোধ করব, এবং তিনি অপর একজন সান্ত্বনাদানকারী তোমাদের দেবেন।* তার মানে, পিতা আমার মত আর একজনকে দেবেন।

তিনি আপন আত্মবলিদানে তাঁদের পরিশুদ্ধ করলে পর তখনই পবিত্র আত্মা এসে পড়েন। কেন তাঁদের মধ্যে যীশু থাকতেই আত্মা নেমে আসেননি? তার কারণ, বলি তখনও উৎসর্গীকৃত হয়নি। তারপরেই, পাপ বিনষ্ট হয়ে গেলে তাঁরা বিপদের মধ্যে প্রেরিত হয়ে যখন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি নেবেন, তখনই সেই সান্ত্বনাদানকারীর আগমন প্রয়োজন হবে। তবে কেনই বা পুনরুত্থানের পর পরেই আত্মা আসেননি? এজন্যই, তাঁরা যেন মহত্তর আকাঙ্ক্ষায় ও মহত্তর অনুগ্রহ নিয়ে তাঁকে গ্রহণ করেন।

কেননা খ্রীষ্ট যতদিন তাঁদের মধ্যে থেকেছিলেন, তাঁরা ততদিন অবসন্ন ছিলেন না; তিনি কিন্তু

যখন চলে গেলেন, তাঁরা তখন একাকী ও আতঙ্কিত হয়ে পড়ে মহা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গেই তাঁর অপেক্ষা করছিলেন।

তিনি যেন তোমাদের সঙ্গে থাকেন, এর অর্থ হল: তোমাদের মৃত্যুর পরেও তিনি চলে যাবেন না। আর সান্ত্বনাদানকারীর কথা শুনে তাঁরা যেন তাঁকে স্বচক্ষেই দেখবার আশায় নতুন দেহধারণের কথা না মনে করেন, তেমন ধারণা বাতিল করতে গিয়ে খ্রীষ্ট বলে চলেন, *জগৎ তাঁকে গ্রহণ করতে পারে না, কারণ জগৎ তাঁকে দেখতে পায় না।*

তিনি তোমাদের সঙ্গে আমার মত জীবনযাপন করবেন না, তিনি বরং তোমাদের আত্মায় বাস করবেন: এই তো সেই *তোমাদের সঙ্গে থাকবেন* কথাটির অর্থ। উপরন্তু তিনি তাঁকে সত্যের আত্মা বলে অভিহিত করেন, আর এইভাবে প্রাক্তন বিধানের দৃষ্টান্তের দিকে অঙুলি নির্দেশ করেন। *তিনি যেন তোমাদের সঙ্গে থাকেন।* এর অর্থ কী? তিনি নিজের বেলায় যা বলেছিলেন, ঠিক তাই: *আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি।* তাছাড়া কিন্তু আর একটা অর্থ রয়েছে: আমি যে যন্ত্রণা ভোগ করেছি, তিনি তা ভোগ করবেন না, দূরেও যাবেন না।

জগৎ তাঁকে গ্রহণ করতে পারে না, কারণ জগৎ তাঁকে দেখতে পায় না। এ কেমন কথা? তিনি কি অদৃশ্য বস্তুর মধ্যে একজন? মোটেই না। খ্রীষ্ট এখানে জ্ঞানের কথা নির্দেশ করেন; বস্তুতপক্ষে তিনি বলে চলেন, *সে তাকে জানে না;* সাধারণত সূক্ষ্ম জ্ঞানকে দর্শন বলে, কেননা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে দৃষ্টিশক্তিই সবচেয়ে তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয়। তিনি দুর্জনদের জগৎ ব'লে অভিহিত করেন ও তেমন মূল্যবান দান তাঁদের অর্পণ ক'রে তিনি শিষ্যদের সান্ত্বনা দেন। লক্ষ কর যীশু দানের শ্রেষ্ঠতা কতই না প্রশংসা করেন: তিনি বলেন, তিনি এমন অপরই একজন যিনি তাঁর চেয়ে ভিন্ন; আবার বলেন, তিনি তাঁদের একা ফেলে রাখবেন না; আবার, তিনি কেবল তাদেরই কাছে আসবেন যাদের কাছে তিনি এসেছিলেন। আর অবশেষে, *তিনি তোমাদের অন্তরে থাকবেন।*

তবু এভাবেও তিনি শিষ্যদের শোক দূর করতে পারলেন না। তাঁরা তাঁকে ও তাঁর সঙ্গ খোঁজ করে যাচ্ছিলেন। তাঁদের সাহায্য করতে গিয়ে তিনি বলেন, *আমি তোমাদের অনাথ অবস্থায় রেখে যাব না, তোমাদের কাছে আবার আসব।* ভয় করো না, আমি সবসময়ের মত তোমাদের ছেড়ে যাব বিধায় যে আর একজন সান্ত্বনাদানকারী পাঠাবার কথা বলেছি, তেমন নয়। তিনি তোমাদের মধ্যে থাকবেন, আমি তো একথা এমনভাবে বলিনি আমি যেন তোমাদের আর কখনও দেখতে পারব না! প্রকৃতপক্ষে আমি নিজেই তোমাদের কাছে আসব। *আমি তোমাদের অনাথ অবস্থায় রেখে যাব না।*

খ বর্ষ - যোহন ১৫:৯-১৭

> শেষভোজের সময়ে যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন: 'পিতা যেমন আমাকে ভালবেসেছেন, আমিও তেমনি তোমাদের ভালবেসেছি; আমার ভালবাসায় স্থিতমূল থাক। যদি আমার আজ্ঞাগুলি পালন কর, তবে আমার ভালবাসায় থাকবেই, আমিও যেমন আমার পিতার সমস্ত আজ্ঞা পালন করেছি ও তাঁর ভালবাসায় থাকি। এই সমস্ত তোমাদের বলেছি, যেন আমার আনন্দ তোমাদের অন্তরে স্থিতমূল থাকে এবং তোমাদের সেই আনন্দ যেন পরিপূর্ণ হয়।
>
> আমার আজ্ঞা এ: তোমরা পরস্পরকে ভালবাস, আমি তোমাদের যেভাবে ভালবেসেছি। বন্ধুদের জন্য প্রাণ দেওয়া: এর চেয়ে বড় ভালবাসা মানুষের আর কিছুই নেই। আমি তোমাদের যা আজ্ঞা করি, তোমরা যদি

তা পালন কর, তবেই তোমরা আমার বন্ধু। আমি তোমাদের আর দাস বলছি না, কারণ দাস নিজের প্রভু কী করেন তা জানে না; তোমাদের আমি বন্ধু বলছি, কারণ আমার পিতার কাছ থেকে যাকিছু শুনেছি, তা সমস্তই তোমাদের জানিয়েছি। তোমরা যে আমাকে বেছে নিয়েছ এমন নয়, আমিই তোমাদের বেছে নিয়েছি, তোমাদের নিযুক্তও করেছি, যেন তোমরা গিয়ে ফলশালী হয়ে ওঠ ও তোমাদের ফল স্থায়ী হতে পারে, যাতে তোমরা পিতার কাছে যাকিছু আমার নামে যাচনা কর, তিনি তা তোমাদের দেন। আমি তোমাদের এই আজ্ঞা দিচ্ছি, তোমরা পরস্পরকে ভালবাস।'

যোহন-রচিত সুসমাচারে সাধু আগস্তিনের ব্যাখ্যা **৮২শ বিভাগ ১-৪**

আমরা খ্রীষ্টকে ততখানি ভালবাসি তাঁর আজ্ঞাগুলি যতখানি পালন করি

ত্রাণকর্তা শিষ্যদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে পরিত্রাণদায়ী অনুগ্রহের কথা বারবার উত্থাপন করে বলেন, *তোমরা যদি প্রচুর ফলে ফলশালী হও এবং আমার শিষ্য রূপে দাঁড়াও, তবে আমার পিতা তাতেই গৌরবান্বিত হন।* সুতরাং যদি পিতা তখনই গৌরবান্বিত, আমরা যখন প্রচুর ফলে ফলবান হই ও খ্রীষ্টের প্রকৃত শিষ্য হই, এতে আমাদের এমন গৌরব বোধ করার কথা নয় যে, আমাদের সাধিত কাজ যেন আমাদেরই দ্বারা সাধিত হয়েছে। অনুগ্রহ তো তাঁরই, ফলে এতে আমাদের নয়, তাঁরই গৌরব প্রকাশিত। এজন্যই অন্য পরিস্থিতিতে *তোমাদের আলো মানুষদের সামনে এমনভাবেই জ্বলুক যেন তারা তোমাদের সৎকর্ম দেখে,* তিনি তেমন কথা বলার পর, তারা যেন আপন সাধিত সৎকর্ম নিজেদেরই চেষ্টায় সাধিত বলে না মনে করে, সেজন্য তিনি পরপরেই বলে চলেন, *তারা যেন তোমাদের স্বর্গস্থ পিতাকে গৌরবান্বিত করে।* কেননা এতেই পিতা গৌরবান্বিত যে, আমরা প্রচুর ফলে ফলবান হই ও খ্রীষ্টের প্রকৃত শিষ্য হই। কিন্তু কেইবা আমাদের ফলবান ও শিষ্য করে তোলেন সেই তিনি ছাড়া যাঁর দয়া আগে থেকেই আমাদের মধ্যে সক্রিয়? প্রকৃতপক্ষে আমরা তো *তাঁরই শিল্পকর্ম, খ্রীষ্টযীশুতে সেই সমস্ত সৎকর্মের উদ্দেশ্যেই সৃষ্ট।*

পিতা যেমন আমাকে ভালবেসেছেন, তেমনি আমিও তোমাদের ভালবেসেছি। আমার ভালবাসায় থেকো। এই যে, কোত্থেকে আমাদের সমস্ত সৎকর্ম নির্গত হয়! বিশ্বাস ভালবাসার মধ্য দিয়ে সক্রিয়, তবে বিশ্বাস থেকে ছাড়া সেই সৎকর্মগুলি আর কোত্থেকেই বা আসতে পারত? আর তিনি যদি প্রথম আমাদের ভাল না বাসতেন আমরা কী করে তাঁকে ভালবাসতে পারতাম? একই সুসমাচার-রচয়িতা আপন লেখা পত্রে একথা সুস্পষ্টভাবেই ঘোষণা করে বললেন, *আমরা ঈশ্বরকে ভালবাসি, কারণ তিনিই প্রথমে আমাদের ভালবেসেছেন।*

প্রকৃতপক্ষে পিতাও আমাদের ভালবাসেন, কিন্তু তাঁরই মধ্যে আমাদের ভালবাসেন, কেননা এতেই পিতা গৌরবান্বিত যে, আমরা সেই আঙুরলতায় তথা সেই পুত্রেই প্রচুর ফলে ফলবান হই আর তাঁর প্রকৃত শিষ্য হই।

তোমরা আমার ভালবাসায় স্থির থেকো। কীভাবে স্থির থাকব? পরবর্তী বাণী শোন: *তোমরা যদি আমার আজ্ঞাগুলি পালন কর, তবে আমার ভালবাসায় থাকবেই।*

তবে কি, ভালবাসাই আমাদের আজ্ঞাগুলিকে পালন করায়, না পালিত আজ্ঞাগুলিই আমাদের ভালবাসা সক্রিয় করে? কিন্তু এমন কেইবা সন্দেহ করবে যে, ভালবাসাই আগে আসে? যে ভালবাসে না, তার পক্ষে আজ্ঞাগুলি পালন করার আর কোন যুক্তি থাকে না।

সুতরাং *তোমরা যদি আমার আজ্ঞাগুলি পালন কর, তবে আমার ভালবাসায় থাকবেই*, এ কথার মধ্য দিয়ে তিনি ভালবাসার উৎস নয়, বরং ভালবাসা কীভাবে বাস্তবায়িত করতে হয়, তাই দেখান। তিনি যেনই বলেন, তোমরা আমার আজ্ঞাগুলি পালন না করলে, মনে করবে না তোমরা আমার ভালবাসায় আছ: কেননা সেগুলি পালন করলে, তবেই আমার ভালবাসায় থাকবে। অর্থাৎ কিনা, তোমরা যদি আমার আজ্ঞাগুলি পালন কর, তাহলেই স্পষ্ট হবে, তোমরা আমার ভালবাসায় থাকছ। এ সমস্ত কথা বলা হয়েছে যেন কেউই নিজেকে না ভোলায় এমন কথা ব'লে যে, তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন না ক'রেও সে তাঁকে ভালবাসে; কেননা আমরা তাঁকে ততখানিই ভালবাসি তাঁর আজ্ঞাগুলি যতখানি পালন করি; কিন্তু আমরা যতকম পালন করি, ততকম ভালবাসি।

অতএব আমরা প্রথমে তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন করব তিনি যেন আমাদের ভালবাসেন তেমন নয়; বরং তিনি প্রথমে আমাদের ভাল না বাসলে আমরা তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন করতে পারব না। এ অনুগ্রহ এমন, যা বিনম্রদের কাছে উজ্জ্বল, গর্বিতদের কাছে গুপ্ত।

গ বর্ষ - যোহন ১৪:২৩-২৯

একদিন যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, 'যদি কেউ আমাকে ভালবাসে, তবে সে আমার বাণী মেনে চলবে, আর আমার পিতা তাকে ভালবাসবেন, এবং আমরা তার কাছে আসব ও তার কাছে করব আমাদের নিজেদের বাসস্থান। যে আমাকে ভালবাসে না, সে আমার বাণী মেনে চলে না; আর এই যে বাণী তোমরা শুনছ, তা আমার নয়, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তা সেই পিতারই বাণী।

এখনও তোমাদের সঙ্গে থাকতে থাকতেই আমি এই সমস্ত কথা তোমাদের বলেছি, কিন্তু সেই সহায়ক, সেই পবিত্র আত্মা, আমার নামে যাঁকে পিতা পাঠাবেন, তিনিই সবকিছু তোমাদের শিখিয়ে দেবেন, আর আমি যাকিছু তোমাদের বলেছি, তিনি তোমাদের তা স্মরণ করিয়ে দেবেন। তোমাদের জন্য শান্তি রেখে যাচ্ছি, আমারই শান্তি তোমাদের দান করছি—জগৎ যেভাবে তা দান করে থাকে, আমি সেভাবে তা তোমাদের দান করি না। তোমাদের হৃদয় যেন কম্পিত না হয়, যেন ভীত না হয়। তোমরা শুনেছ, আমি তোমাদের বলেছি, চলে যাচ্ছি, আবার তোমাদের কাছে আসব। তোমরা যদি আমাকে ভালবাসতে, তবে পিতার কাছে যাচ্ছি বলে তোমাদের আনন্দ হত, কেননা পিতা আমার চেয়ে মহান। তা ঘটবার আগেই আমি এখন তোমাদের বলে দিলাম, তা যখন ঘটবে, তখন যেন তোমরা বিশ্বাস করতে পার।'

পরম গীতে সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি **উপদেশ ২৭:৮-১০**

যদি আমার ভালবাসা না থাকে, আমি কিছুই নই

পুত্র একথা বলেন, *আমি ও পিতা তার কাছে আসব ও তার কাছে করব আমাদের নিজেদের বাসস্থান।* 'তার কাছে', অর্থাৎ কিনা পবিত্রজনের কাছে আসব। আমি মনে করি নবীও একই কথা ভাবছিলেন যখন বললেন, *অথচ তুমি পবিত্র আবাসে বাস কর, তুমি ইস্রায়েলের প্রশংসাবাদ।* প্রেরিতদূতও একই কথা সমর্থন করে বলেন, *খ্রীষ্ট যেন বিশ্বাসগুণে তোমাদের হৃদয়ে বাস করেন।*

এতে আমাদের বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই যে, প্রভু যীশু এ আকাশমণ্ডলে বাস করতে প্রীত, যে আকাশমণ্ডলের জন্য তিনি সৃষ্টির অন্যান্য জিনিসের মত 'তাই হোক' শুধু বলেননি, বরং তাকে জয় করার জন্য সংগ্রাম করলেন ও তাকে মুক্তি দেবার জন্য মরলেন। এজন্যই দুঃখকষ্ট ভোগ করার পর তিনি বলেন, *এইখানে হবে আমার বিশ্রামস্থান চিরকাল ধরে, এইখানে বাস করব—এই তো বাসনা আমার।* ধন্য সেই প্রাণ যাকে বলা হয়, *এসো, আমার সখী,* তোমাতেই আমার সিংহাসন স্থাপন করব। প্রাণ আমার, কেনই অবসন্ন তুমি? কেন আমার মধ্যে গর্জন কর? তুমি কি

মনে কর, হয় তো নিজের মধ্যে প্রভুর জন্য স্থান পাবে না? আমাদের মধ্যে কোন্ স্থান এত মহান যে তাঁর গৌরব ধারণ করতে পারে ও তাঁর মহিমা গ্রহণ করতে পারে? আহা, সেই স্থান যা তাঁর পাদপীঠ, আমি যেন কমপক্ষে সেইখানে তাঁকে আরাধনা করতে যোগ্য হতে পারি! কে আমাকে শক্তি দেবে, আমি যেন তেমন প্রাণেরই পদাঙ্কে যুক্ত হতে পারি যাকে প্রভু আপন উত্তরাধিকাররূপে মনোনীত করলেন? তথাপি তিনি যদি প্রসন্ন হয়ে আমার প্রাণে তাঁর দয়ার তেল সঞ্চার করেন যাতে আমিও বলতে পারি *তোমার আজ্ঞাবলির পথে ছুটে চলি, তুমি যে উদার করেছ আমার অন্তর,* তাহলেই আমিও হয় তো নিজের মধ্যে তিনি যেন আপন শিষ্যদের সঙ্গে ভোজে বসতে পারেন তেমন অলঙ্কৃত ভোজালয় ব্যবস্থা করতে না পারলেও তবু কমপক্ষে তাঁকে মাথা রাখার জায়গাটুকু নিবেদন করতে পারব।

উপরন্তু এ প্রয়োজন যে, প্রাণ বেড়ে ওঠে ও ঈশ্বরকে গ্রহণ করার ক্ষমতা প্রসারিত করে। সেই ক্ষমতা হল তার ভালবাসা, যেইভাবে প্রেরিতদূত বলেন, *তোমরা তোমাদের হৃদয় প্রসারিত কর।* কেননা আধ্যাত্মিক হওয়ায় প্রাণ যদিও কোন দৈহিক স্থানে পরিব্যাপ্ত নয়, তবু প্রকৃতি যা দিতে অস্বীকার করে, অনুগ্রহ তা দান করে। ফলে প্রাণ আধ্যাত্মিক দিক থেকে বৃদ্ধি পায় ও প্রসারিত হয়। প্রাণ সিদ্ধ পুরুষেই ততখানি বৃদ্ধি পায় যতখানি খ্রীষ্টের পূর্ণ পরিপক্বতার উপযুক্ত মাত্রায় না পৌঁছে; প্রভুর পবিত্র মন্দির হিসাবেও সে বৃদ্ধি পায়।

সুতরাং প্রাণ কতখানি উদার, তা তার ভালবাসা থেকেই মাপা হয়: যার প্রচুর ভালবাসা আছে, তার প্রাণ উদার; যার কম আছে, তার প্রাণ ছোট; যার একটুকুও নেই, তার প্রাণ শূন্য—যেইভাবে পল বলেন, *যদি আমার ভালবাসা না থাকে, আমি কিছুই নই।*

প্রভুর স্বর্গারোহণ

ক বর্ষ - মথি ২৮:১৬-২০

যীশুর পুনরুত্থানের পর, সেই এগারোজন শিষ্য গালিলেয়ার দিকে, সেই পর্বতেরই দিকে রওনা হলেন, যে স্থান যীশু তাঁদের জন্য স্থির করেছিলেন। তাঁকে দেখে তাঁরা তাঁর সামনে প্রণিপাত করলেন, কিন্তু কেউ কেউ সন্দেহ করছিলেন। যীশু কাছে এসে তাঁদের বললেন, 'স্বর্গে ও মর্তে সমস্ত অধিকার আমাকে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা যাও, সকল জাতিকে আমার শিষ্য কর; পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামের উদ্দেশে তাদের দীক্ষাস্নাত কর। আমি তোমাদের যা যা আজ্ঞা করেছি, সেই সমস্ত তাদের পালন করতে শেখাও। আর দেখ, আমি প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি—যুগান্ত পর্যন্ত।'

মহাপ্রাণ সাধু লিওর উপদেশাবলি **উপদেশ ৭৪:১-২**

আমাদের মুক্তিসাধকের যা কিছু দৃশ্য ছিল
তা সাক্রামেন্তের আকারেই বিদ্যমান হয়েছে

প্রিয়জনেরা, আমাদের পরিত্রাণ-রহস্য, যার মূল্য বিশ্বস্রষ্টা আপন রক্তমূল্যেই নির্ধারণ করলেন, তাঁর দ্বারা বিনম্রতায় সাধিত হল—তাঁর জন্ম থেকে যন্ত্রণাভোগ-সমাপ্তি পর্যন্তই বিনম্রতা সাধিত হল।

দাসের রূপেও যদিও তিনি ঈশ্বরত্বের বহু লক্ষণ বিকিরণ করছিলেন, তথাপি সেকালে তাঁর কাজের উদ্দেশ্য প্রকৃতপক্ষে এ ছিল, তথা: ধারণ-করা-মানবস্বরূপের বাস্তবতা প্রমাণ করা।

অপরদিকে যন্ত্রণাভোগের পর, যে মৃত্যু নিষ্পাপ ব্যক্তিতে প্রবেশ ক'রে শক্তিহীন হয়েছিল, সেই মৃত্যুর শেকল ছিন্ন ক'রে দুর্বলতা শক্তিতে, মরণশীলতা অমরত্বে, অপমান গৌরবেই পরিণত হল।

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এসব কিছু অনেকের চোখের সামনে নানা স্পষ্ট সাক্ষ্যদানেই প্রকাশ করলেন, যে পর্যন্ত তিনি মৃতদের উপরে যে বিজয়মালা লাভ করেছিলেন তা স্বর্গে নিয়ে গেলেন। পাস্কা মহোৎসবে যেমন প্রভুর পুনরুত্থানই ছিল আমাদের আনন্দের কারণ, তেমনি আজ স্বর্গে তাঁর আরোহণই হচ্ছে আমাদের স্ফূর্তির বিষয়, কেননা আজ আমরা সেই দিন স্মরণ ও সম্মান করি যে দিনে আমাদের নিম্ন মানবস্বরূপ খ্রীষ্টে উন্নীত হল সমস্ত স্বর্গবাহিনীর ঊর্ধ্বে—দূতদের যত শ্রেণি ও শক্তিবৃন্দের উচ্চতার ঊর্ধ্বে, এমনকি পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে সিংহাসনে আসীন হল!

আমরা তেমন ঐশকাজগুলির উপরে স্থাপিত ও নির্মিত রয়েছি, যেন সেই সমস্ত কিছু যা একসময় ন্যায়সঙ্গত ভাবে সম্ভ্রম জাগিয়ে তুলছিল তা মানুষের চোখের সামনে থেকে সরে গেলে, যখন বিশ্বাস আর নিঃশেষ হবে না, আশা টলমল হবে না, ভালবাসা শীতোষ্ণ হবে না, তখন যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহ অধিক অপরূপ হয়ে প্রকাশ পেতে পারে।

চোখে যা দেখা যায় না তা নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করা, দৃষ্টি যেখানে পৌঁছতে পারে না সেখানে আকাঙ্ক্ষা স্থাপন করা, এই তো মহাপ্রাণের শক্তি, এই তো ভক্ত হৃদয়ের মহাজ্যোতি!

আমাদের পরিত্রাণ যদি দৃষ্টিগোচর বস্তুতেই মাত্র স্থাপিত হত, তাহলে আমাদের হৃদয়ে তেমন ভক্তি কোথা থেকেই বা উদ্ভূত হত, আর কেমন করেই বা মানুষ বিশ্বাস গুণেই ধর্মময় বলে প্রতিপন্ন হতে পারত?

এজন্যই যিনি নিজেরই হাতে খ্রীষ্টের দেহে যন্ত্রণাভোগের চিহ্নগুলি স্পর্শ না করা পর্যন্ত খ্রীষ্টের পুনরুত্থানে বিশ্বাস রাখতে অসম্মত ছিলেন, প্রভু তাঁকে বললেন, *আমাকে দেখেছ বলেই তুমি বিশ্বাস করছ। না দেখেও বিশ্বাস করে যারা, তারাই সুখী।*

প্রিয়জনেরা, আমরা যেন তেমন আশীর্বাদের পাত্র হতে পারি, আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট শুভসংবাদ-প্রচার ও নবসন্ধির রহস্যগুলি ক্ষেত্রে যা উচিত ছিল তা সমাধা ক'রে পুনরুত্থানের চল্লিশ দিন পরে শিষ্যদের চোখের সামনে স্বর্গে উন্নীত হয়ে আপন দেহগত উপস্থিতির সমাপ্তি ঘটালেন।

আর তিনি পিতার ডান পাশে ততদিন থাকেন, যতদিন মণ্ডলীর সন্তান-বৃদ্ধির জন্য ঈশ্বরের নির্ধারিত কাল পূর্ণ না হয়: তখন তিনি যে মাংসে আরোহণ করলেন, জীবিত ও মৃতদের বিচার করতে তিনি সেই একই মাংসে পুনরাগমন করবেন।

সুতরাং আমাদের মুক্তিসাধকের যা কিছু দৃশ্য ছিল তা সাক্রামেন্তের আকারেই বিদ্যমান হয়েছে, এবং যেন বিশ্বাস অধিক উৎকৃষ্ট ও বলবান হতে পারে, সেজন্য ধর্মবিশ্বাসই দৃশ্যের স্থান দখল করল, যাতে করে দিব্য আলোতে আলোকিত হয়ে বিশ্বাসীদের হৃদয় সেই বিশ্বাসের অধিকার অনুসরণ করে।

খ বর্ষ - মার্ক ১৬:১৫-২০

শিষ্যদের কাছে দেখা দিয়ে যীশু তাঁদের বললেন, 'তোমরা বিশ্বজগতে বেরিয়ে পড়, সমস্ত সৃষ্টির কাছে সুসমাচার প্রচার কর। যে বিশ্বাস করবে ও দীক্ষাস্নাত হবে, সে পরিত্রাণ পাবে; যে বিশ্বাস করবে না,

তাকে বিচারাধীন করা হবে: যারা বিশ্বাস করবে, তাদের পাশেপাশে এই চিহ্নগুলো থাকবে: তারা আমার নামে অপদূত তাড়াবে, নতুন নতুন ভাষায় কথা বলবে, হাতে করে সাপ তুলবে, ও মারাত্মক বিষ খেলেও তাদের কোন ক্ষতি হবে না; তারা পীড়িতদের উপর হাত রাখবে আর তারা সুস্থ হবে।'

আর তাঁদের সঙ্গে কথা বলার পর প্রভু যীশুকে উর্ধ্বে, স্বর্গে তুলে নেওয়া হল, এবং তিনি ঈশ্বরের ডান পাশে আসন নিলেন। আর তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন ও সর্বত্র প্রচার করলেন; আর একইসময় প্রভু তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় ছিলেন ও বাণীর সহগামী চিহ্নগুলো দ্বারা সেই বাণী সুপ্রতিষ্ঠিত করতেন।

নিস্যার বিশপ সাধু গ্রেগরির উপদেশ **খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণ**

কে এ গৌরবের রাজা?

সুসমাচার মর্তলোকে যীশুর জীবন ও স্বর্গলোকে তাঁর ফিরে যাওয়ার কথা বর্ণনা করে। কিন্তু সেই উত্তম নবী দাউদ, দেহের ভার থেকে কেমন যেন মুক্ত হয়ে স্বর্গীয় শক্তিবৃন্দের মাঝে প্রবেশ ক'রে, স্বর্গে প্রভুর প্রত্যাগমনে সেই শক্তিবৃন্দ নিজেদের মধ্যে যা যা বলছিলেন, সেই সমস্ত কথা আমাদের শুনিয়ে দিলেন। যে স্বর্গদূতেরা পৃথিবীর ব্যাপারে নিযুক্ত ও যাঁদের কাছে মানবজীবনকে স্বর্গে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তাঁরা এ আদেশ দিলেন, *হে নেতৃবৃন্দ, তোরণ উত্তোলন কর; উত্তোলিত হও সনাতন সিংহদ্বার, প্রবেশ করুন গৌরবের রাজা।* কিন্তু যিনি নিজের মধ্যে সমস্ত কিছু সংস্থিত করে রাখেন, যেইখানে থাকুন না কেন যেহেতু তিনি আপন গ্রহীতাদের ধারণ-ক্ষমতা অনুসারে নিজেকে নমিত করেন, আর শুধু মানুষদের মধ্যে নয়, স্বর্গদূতদের মধ্যে থাকতেও তিনি তাঁদের স্বরূপের পর্যায়ে নিজেকে নমিত করেন, সেহেতু দ্বার-রক্ষকেরা তাঁকে না চিনে জিজ্ঞাসা করেন, *কে এ গৌরবের রাজা?*

তখন শক্তিবৃন্দ উত্তর দিয়ে প্রমাণ দেন, তিনি হলেন সেই শক্তিমান, যুদ্ধে সেই পরাক্রমী, তিনিই মানবকুলের গ্রেপ্তারকারী সেই মৃত্যুর অধিপতির সঙ্গে লড়াই করে তাকে পরাস্ত করেছেন। এ চরম শত্রুকে ধ্বংস করার পর তিনি মুক্তি ও শান্তিতেই মানবজাতিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন। সেই কণ্ঠ একই আমন্ত্রণ ধ্বনিত করে: মৃত্যু-রহস্য পূর্ণ হয়েই গেছে, শত্রুরা পরাজিত হয়েই গেছে, তাদের উপর এবার ক্রুশের জয়ধ্বজা উত্তোলিত। তিনি *স্বর্গারোহণ করে বন্দিদশাকে বন্দি করে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন;* মূল্যবান উপঢৌকন রূপে মানুষকে জীবন ও রাজ্য দান করলেন।

তবু স্বর্গদ্বার তাঁর সামনে এখনও রুদ্ধ। আমাদের রক্ষীরা তাঁর দিকে এগিয়ে আসেন, এবং স্বর্গদ্বার খুলে দিতে আদেশ দেন, যাতে ভিতরে প্রবেশ করে তিনি তাঁর উচিত গৌরবে আরোপিত হতে পারেন। কিন্তু, যেহেতু তিনি আমাদের হীনাবস্থায় পরিবৃত, ও তাঁর পোশাক মানবযন্ত্রণার পেষাইকুণ্ডে রক্তলাল হয়েছে, সেজন্য তাঁরা তাঁকে চিনতে পারেন না। তবে তাঁর সঙ্গীদের কাছে সেই একই প্রশ্ন আসে, *কে এ গৌরবের রাজা?* এবার কিন্তু *সেই শক্তিমান, যুদ্ধে সেই পরাক্রমী* তেমন উত্তর আর দেওয়া হয় না, বরং *সেনাবাহিনীর প্রভু*, যিনি বিশ্বরাজ্যের অধিকারী, যিনি নিজের মধ্যে সমস্ত কিছু পুনর্মিলিত করেন, যিনি সবকিছুর উপরে প্রধান, যিনি সমগ্র সৃষ্টিকে তার আদি অবস্থায় ফিরিয়ে নেন, তিনিই এ গৌরবের রাজা!

তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ, দাউদ আপন অনুগ্রহ মণ্ডলীর আনন্দের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে কেমন করে আমাদের অনুষ্ঠান মধুময় করে তুলেছেন?

সুতরাং এসো, আমরাও ঈশ্বরভক্তিতে, নম্র জীবনাচরণে, বিদ্বেষী ও নির্যাতনকারীদের প্রতি

সহিষ্ণুতায় যথাসাধ্য নবীর অনুকরণ করি, যেন তাঁর শিক্ষা আমাদের চালিত করে; হ্যাঁ, সেই শিক্ষা যেন আমাদের প্রভু সেই যীশুখ্রীষ্টেই আমাদের পুণ্যজীবন যাপন করতে শেখায়, যাঁর গৌরব হোক চিরদিন চিরকাল। আমেন।

গ বর্ষ - লুক ২৪:৪৬-৫৩

একদিন যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, 'এ কথাই তো লেখা আছে: খ্রীষ্টকে যন্ত্রণাভোগ করতে হবে ও তৃতীয় দিনে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করতে হবে; এবং যেরুসালেম থেকেই শুরু ক'রে তাঁর নামে পাপমোচনের উদ্দেশে মনপরিবর্তনের কথা সকল জাতির কাছে প্রচারিত হবে। তোমরাই এসব কিছুর সাক্ষী। আর দেখ, আমার পিতার প্রতিশ্রুত দান তোমাদের উপর প্রেরণ করছি; তাই তোমরা ঊর্ধ্ব থেকে আগত পরাক্রমে যতদিন না পরিবৃত হও, ততদিন এই শহরে থাক।'

পরে তিনি তাঁদের বেথানিয়ার কাছাকাছি নিয়ে গেলেন, এবং দু'হাত তুলে তাঁদের আশীর্বাদ করলেন। তখন এমনটি ঘটল যে, তিনি আশীর্বাদ করতে করতে তাঁদের ছেড়ে চলে গেলেন, এবং ঊর্ধ্বে, স্বর্গেই তাঁকে বহন করা হল। তাঁরা তাঁকে আরাধনা করে মহা আনন্দে যেরুসালেমে ফিরে গেলেন, এবং সবসময় মন্দিরে থেকে ঈশ্বরের স্তুতিবাদ করতেন।

যোহন-রচিত সুসমাচারে আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা **৯ম পুস্তক**

আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট আমাদের জন্য নতুন ও জীবন্ত পথ খুলে দিয়েছেন

প্রভু একথা বলছিলেন যে, আমার পিতার কাছে যদি থাকবার অনেক স্থান না থাকত, পুণ্যজনদের আবাস প্রস্তুত করার জন্য আমি অনেক আগেই যেতাম। যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে তাদের আগমনের অপেক্ষায় অনেক স্থান প্রস্তুত আছে জেনে আমি এজন্যই যে দূরে যাব তেমন নয়, আমি বরং এই কারণেই চলে যাব যে, স্বর্গের পথে তোমাদের পুনরাগমন এমন কিছু যা প্রস্তুত করা প্রয়োজন, কেননা স্বর্গ একসময় অগম্য হওয়ায় তার পথ এখন সমতল করা দরকার। কেননা স্বর্গ সত্যি মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ অগম্য স্থান ছিল; সেসময়ের আগে মানবস্বরূপ দূতদের পুণ্য ও পবিত্রতম স্থানে কখনও প্রবেশ করেনি। পিতা ঈশ্বরের কাছে মৃতদের ও পৃথিবীর বুকে শায়িতদের প্রথমফসল রূপে নিজেকে উৎসর্গ করায় ও স্বর্গীয় প্রাণীদের কাছে প্রথম মানুষ হয়ে আত্মপ্রকাশ করায় খ্রীষ্টই প্রথম আমাদের জন্য সেই প্রবেশপথ খুলে দিলেন ও মানুষকে সেখানে আরোহণ করার উপায় দিলেন।

এজন্যই স্বর্গদূতেরা মানবদেহে সেই আগমনের মহা ও অপরূপ রহস্যের কথা না জেনে স্তম্ভিত হয়ে বিস্ময়ের সঙ্গে সেই আরোহণকারীর দিকে তাকাচ্ছিলেন, ও তেমন অভিনব ও অপ্রত্যাশিত দৃশ্যে উদ্বিগ্ন হয়ে একথাই প্রায় বলতে যাচ্ছিলেন, *এ কে, এদোম থেকে যে আসছে?* অর্থাৎ, এ কে, পৃথিবী থেকে যে আসছে? পিতা ঈশ্বরের আশ্চর্যময় প্রজ্ঞার কথা স্বর্গবাহিনীর কাছে অজানা থাকবে, পরমাত্মা তা হতে দিলেন না; এমনকি বিশ্বরাজ ও প্রভুর জন্য স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত করতে আদেশ দিয়ে তিনি বললেন, *হে নেতৃবৃন্দ, তোমাদের তোরণ উত্তোলন কর; উত্তোলিত হও, সনাতন সিংহদ্বার; প্রবেশ করুন গৌরবের রাজা।*

সুতরাং আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট আমাদের জন্য নতুন ও জীবন্ত পথ খুলে দিলেন, যেইভাবে পল

বলেন, *খ্রীষ্ট মানুষের হাতে গড়া পবিত্রধামে প্রবেশ করেননি, তিনি তো স্বর্গধামেই প্রবেশ করেছেন, যেন এখন আমাদের সপক্ষে ঈশ্বরের সম্মুখে দাঁড়াতে পারেন।*

প্রকৃতপক্ষে খ্রীষ্ট পিতা ঈশ্বরের সাক্ষাতে নিজেকেই প্রকাশ করার জন্য আরোহণ করেননি: তিনি তো ছিলেন ও সর্বদাই থাকবেন পিতার মধ্যে ও তাঁর জনকের দৃষ্টিতে; তিনি সর্বদাই তাঁর প্রীতিভাজন।

আগে মানবতাবিহীন হওয়ায়, ঐশবাণী এবার অভিনব ও অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা দিয়ে মানবরূপে আরোহণ করলেন। আর তিনি আমাদের কারণে ও আমাদের উপকারিতার জন্যই তা করলেন, যার ফলে মানুষের সদৃশ হয়ে উঠে তিনি ঐশপুত্রের পরাক্রমে ও মানুষরূপে বাস্তবেই এ বাণী শুনলেন, *আমার ডান পাশে আসন গ্রহণ কর,* যাতে করে তিনি নিজের মধ্যে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করা গোটা মানবজাতিকে ঐশপুত্রত্বলাভের গৌরব সম্প্রদান করতে পারেন।

তিনি সত্যিই আমাদের একজন, কেননা সমস্ত সৃষ্টির ঊর্ধ্বে হয়েও ও পিতার প্রভা, ঈশ্বর-থেকে-ঈশ্বর ও আলো-থেকে-আলো ব'লে পিতার একই সত্তার অধিকারী হয়েও তিনি পিতা ঈশ্বরের ডান পাশে মানবরূপেই আবির্ভূত হলেন। তিনি আমাদের জন্য পিতার সামনে মানবরূপে আবির্ভূত হলেন, যাতে আমরা যারা প্রাচীন অবাধ্যতার জন্য তাঁর শ্রীমুখের সামনে থেকে দূরীকৃত হয়েছিলাম, তিনি তাঁর কাছে আমাদের পুনরায় উপনীত করতে পারেন। তিনি পুত্ররূপেই আসন গ্রহণ করলেন, আমরাও যেন সন্তানরূপে আসন গ্রহণ করতে পারি ও তাঁর মধ্যে ঈশ্বরসন্তান বলে অভিহিত হতে পারি। এজন্য, যিনি বলেন তাঁর মধ্যে খ্রীষ্ট আছেন যিনি তাঁর মধ্য দিয়ে কথা বলেন, সেই পল এ শিক্ষা দান করেন যে, যা যা খ্রীষ্টের বেলায় বিশিষ্টভাবে ঘটেছিল তা মানবস্বরূপের সাধারণ অধিকার; তিনি বলেন, *খ্রীষ্টযীশুতে তিনি খ্রীষ্টের সঙ্গে আমাদের পুনরুত্থিত করলেন এবং তাঁর সঙ্গে স্বর্গধামে আসন দিলেন।*

পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে বসবার মর্যাদা ও গৌরব প্রকৃতপক্ষে খ্রীষ্টের, এমনকি কেবল তাঁরই অধিকার রয়েছে, কারণ তিনি স্বরূপে পুত্র। কিন্তু যেহেতু যিনি আসন গ্রহণ করেছেন, মানবরূপে আবির্ভূত হওয়ায় তিনি আমাদের সদৃশ, এবং একইসময় ঈশ্বর দ্বারা ঈশ্বররূপে স্বীকৃত, সেজন্য তিনি একপ্রকারে আমাদেরও কাছে তাঁর আপন মর্যাদার অনুগ্রহ সম্প্রদান করতে সক্ষম।

৭ম রবিবার

এ রবিবার তখনই পালিত হয়, যখন প্রভুর স্বর্গারোহণ মহাপর্ব ৬ষ্ঠ সপ্তাহের বৃহস্পতিবারে উদ্‌যাপিত হয়।

ক বর্ষ - যোহন ১৭:১-১১ক

শেষভোজের সময়ে যীশু স্বর্গের দিকে চোখ তুলে বললেন, 'পিতা, সেই ক্ষণ এসেছে: তোমার পুত্রকে গৌরবান্বিত কর, যেন পুত্র তোমাকে গৌরবান্বিত করতে পারেন, কারণ তুমি তাঁকে যাদের দিয়েছ, তাদের সকলকেই অনন্ত জীবন দান করার জন্য তুমি তাঁকে সমস্ত মর্তমানুষের উপর অধিকার দিয়েছ। এটিই অনন্ত জীবন: তারা তোমাকে, অনন্য সত্যকার ঈশ্বরকে, এবং যাঁকে তুমি প্রেরণ করেছ, তাঁকে, সেই যীশুখ্রীষ্টকে জানবে। তুমি আমাকে যে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছিলে, তা সম্পন্ন করায় আমি পৃথিবীতে তোমাকে গৌরবান্বিত করেছি। পিতা, জগৎ হবার আগে তোমার কাছে আমার যে গৌরব ছিল, তুমি এখন তোমার নিজের সাক্ষাতে আমাকে সেই গৌরবে গৌরবান্বিত কর।

জগতের মধ্য থেকে যাদের তুমি আমাকে দিয়েছ, সেই সকল মানুষের কাছে আমি তোমার নাম প্রকাশ করেছি। তারা তোমারই ছিল, তাদের তুমি আমাকেই দিয়েছ, আর তারা তোমার বাণী পালন করেছে। তারা এখন জানে যে, তুমি আমাকে যাকিছু দিয়েছ, সবই তোমা থেকে এসেছে; কারণ যে সমস্ত কথা তুমি আমাকে দিয়েছিলে, তা আমি তাদের দিয়েছি, আর তারা তা গ্রহণ করেছে, এবং সত্যি জানে যে, আমি তোমার কাছ থেকে এসেছি, এবং বিশ্বাসও করেছে যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করেছ। আমি তাদের জন্য প্রার্থনা করছি; জগতের জন্য প্রার্থনা করছি না, কিন্তু যাদের তুমি আমাকে দিয়েছ, তাদেরই জন্য প্রার্থনা করছি, কারণ তারা তোমারই। যাকিছু আমার, তা সমস্তই তোমার; এবং যা তোমার, তা আমার, এবং এইভাবেই আমি তাদের অন্তরে গৌরবান্বিত। আমি এজগতে আর থাকছি না, তারা কিন্তু এজগতে থাকছে, আর আমি তোমার কাছে আসছি।’

যোহন-রচিত সুসমাচারে আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা ১১শ পুস্তক ৭

পুত্র পিতার গৌরব প্রকাশ করলেন

ত্রাণকর্তা যখন বলেন, তিনি পিতা ঈশ্বরের নাম জ্ঞাত করেছেন, তখন বলতে চান, তিনি সমস্ত জগতের কাছে তাঁর গৌরব প্রকাশ করেছেন। তিনি কীভাবে তা করেছেন? আপন আশ্চর্য কাজগুলির মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করায়ই তিনি তা করেছেন। পিতা পুত্রের মধ্যে আপন স্বরূপের প্রতিমূর্তি ও প্রতিচ্ছবিতেই যেন গৌরবান্বিত হন, কেননা মূল-ছবির সৌন্দর্য তার প্রতিচ্ছবিতেই ব্যক্ত হয়। সুতরাং, একমাত্র পুত্র নিজেকে জ্ঞাত করেছেন, আর আপন সত্তায় তিনি হলেন প্রজ্ঞা ও জীবন, বিশ্বনির্মাতা ও স্রষ্টা; তিনি অমর ও অক্ষয়শীল, নিষ্কলঙ্ক, ত্রুটিহীন, করুণাময়, পবিত্র, মঙ্গলকর। পিতা তাঁরই মত বলে জ্ঞাত, কেননা জনক আপন জাতকের চেয়ে স্বরূপে ভিন্ন হতে পারেন না। পিতার গৌরব, তাঁর আপন স্বরূপের প্রতিমূর্তিতে ও আদর্শেই যেন, পুত্রের গৌরবে দৃশ্য।

পিতা হলেন একমাত্র ঈশ্বর, আমরা যেন একথা শিখতে ও সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারি যে পুত্র পিতার নাম জ্ঞাত করেছেন, তা শুধু নয়, কেননা অনুপ্রাণিত শাস্ত্র পুত্রের আগমনের আগেও একথা ঘোষণা করেছিল; তিনি বরং একথাও শেখাতে ও বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, সত্যকার ঈশ্বর ছাড়া তিনি পিতাও বলে যথার্থভাবে অভিহিত। তা এমনটি হয়, কেননা পিতার নিজের মধ্যে ও নিজে থেকে উদ্গত এমন পুত্র আছেন যিনি তাঁর নিজের সনাতন একই স্বরূপের অধিকারী: তিনি যে কালের সূচনার পরেই সর্বযুগের প্রভুর পিতা হলেন, তেমন নয়!

ঈশ্বরের বেলায় ‘ঈশ্বর’ নামের চেয়ে ‘পিতা’ নামটি যথার্থ নাম। ‘ঈশ্বর’ নাম তাঁর মর্যাদা ইঙ্গিত করে, বরং ‘পিতা’ নাম তাঁর ব্যক্তিত্বের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে। আমরা যদি ‘ঈশ্বর’ বলি, আমরা তাঁকে বিশ্বপ্রভু বলে স্বীকার করি; যদি তাঁকে ‘পিতা’ বলি, আমরা দেখাই ব্যক্তিত্বের দিক দিয়ে তিনি কিভাবে ভিন্ন, কেননা স্পষ্ট দেখাই যে তাঁর একটি পুত্র আছে। ‘পিতা’ নামটি যে একপ্রকারে সবচেয়ে সূক্ষ্ম ও প্রকৃত নাম, একথা পুত্র নিজেই তখনই ব্যক্ত করেছেন, যখন তিনি ‘আমিই ঈশ্বর’ না ব’লে বরং *আমি ও পিতা এক* বলেছেন; আবার তিনি নিজের সম্বন্ধে বলেছেন, *তাঁকেই পিতা ঈশ্বর আপন মুদ্রাঙ্কনে মুদ্রাঙ্কিত করেছেন।* আর যখন তিনি আপন শিষ্যদের আদেশ দিলেন, তাঁরা সর্বজাতিকে দীক্ষাস্নাত করবেন, তখন তিনি তা ঈশ্বরেরই নামে করতে বলেননি, বরং স্পষ্টই নির্দেশ দিলেন, তাঁরা পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামেই তা করবেন।

খ বর্ষ - যোহন ৪:১১-১৬

একদিন একটি সামারীয় স্ত্রীলোক যীশুকে বলল, 'প্রভু, জল তোলার মত আপনার কিছু নেই, আর কুয়োটা গভীর; আপনি কোথা থেকে সেই জীবনময় জল পাবেন? যিনি এই কুয়োটা আমাদের দিয়ে গেছিলেন, এর জল নিজেও খেয়েছিলেন আর যাঁর সন্তানেরা ও পশুপালও খেয়েছিল, আপনি কি আমাদের পিতৃপুরুষ সেই যাকোবের চেয়েও মহান?' যীশু তাঁকে উত্তর দিয়ে বললেন, 'যে কেউ এই জল খায়, তার আবার তেষ্টা পাবে; কিন্তু আমি যে জল দেব, সেই জল যে খাবে, তার আর কখনও তেষ্টা পাবে না; আমি তাকে যে জল দেব, সেই জলই তার অন্তরে এমন এক জলের উৎস হয়ে উঠবে যা অনন্ত জীবনের উদ্দেশে প্রবাহী।' স্ত্রীলোকটি তাঁকে বলল, 'প্রভু, তেমন জল আমাকে দিন, আমার যেন আর তেষ্টা না পায়, এখানে জল তুলতেও যেন আর আসতে না হয়।' যীশু তাঁকে বললেন, 'যাও, তোমার স্বামীকে ডেকে নিয়ে এখানে ফিরে এসো।'

যোহন-রচিত সুসমাচারে আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা **১১শ পুস্তক ৯**

খ্রীষ্টভক্তদের ঐক্য পিতা ও পুত্রের মধ্যকার ঐক্যের মত হওয়া উচিত

পবিত্রতম পিতা, তোমার যে নাম তুমি আমাকে দিয়েছ, তোমার সেই নামে তাদের রক্ষা কর: আমরা যেমন এক, তারাও যেন তেমনি এক হয়। খ্রীষ্ট ইচ্ছা করলেন, তাঁর শিষ্যেরা একমন এক-ইচ্ছা হয়েই, শান্তি ও পারস্পরিক ভালবাসার বিধানে একাত্মা ও একপ্রাণ হয়ে সংযুক্ত হয়েই রক্ষিত হবে। তিনি বাসনা করলেন, তারা ভালবাসার অবিচ্ছেদ্য বন্ধনেই মিলিত হয়ে এমন নিখুঁত ঐক্যের পথে অগ্রসর হবে, যাতে তাদের স্বেচ্ছাকৃত ঐক্য সেই ঐক্যের দৃষ্টান্ত হতে পারে যা স্বরূপগতভাবে পিতা ও পুত্রের মধ্যে রয়েছে।

এর মানে হল, তাদের ঐক্য কখনও ভাঙবার নয়, চিরস্থায়ীই হবার কথা। অভিলাষের আসক্তি হোক, বা সাংসারিক কিছু হোক, কোন কিছুই যেন তাদের মনের ঐক্য ভোলাতে না পারে। বরং তারা আপ্রাণ চেষ্টা করবে, যেন উপাসনা ও পবিত্রতার একতায় ভালবাসার শক্তি অক্ষুণ্ন রাখে।

শিষ্যচরিতে আমরা পড়ি যে সমগ্র বিশ্বাসীমণ্ডলী আত্মা ও প্রাণের এমন একতায় মিলিত ছিল যা পবিত্র আত্মা থেকেই আগত। পলও একই কথা বলেন: একদেহ এক-আত্মা রয়েছে। আমরা অনেকে হয়েও খ্রীষ্টে একদেহ, কারণ আমরা সকলেই সেই এক রুটির সহভাগী; আর আমরা সকলে সেই একমাত্র আত্মা দ্বারাই অভিষিক্ত হয়েছি যিনি খ্রীষ্টের স্বয়ং আত্মা। সুতরাং, যেহেতু শিষ্যদের একদেহ হওয়ার কথা ও একমাত্র ও একই আত্মার অংশীদার হওয়ার কথা, সেজন্য খ্রীষ্ট ইচ্ছা করলেন, তারা অতুলনীয় আত্মিক ঐক্যে ও অবিচ্ছিন্ন সুসম্পর্কে রক্ষিত হবে।

এপ্রসঙ্গে আমরা ধারণা করতে পারি যে, শিষ্যদের ঐক্য পিতা ও পুত্রেরই সদৃশ ঐক্য, যাঁরা শুধু সত্তায় নয়, ইচ্ছায়ও এক, কেননা ঈশ্বরের পবিত্র স্বরূপে সবদিক দিয়ে ইচ্ছাও এক, সঙ্কল্পও এক। তেমন ধারণা সম্ভবপর ও নির্ভুল, কেননা আমরা পিতা ও পিতা থেকে উদ্গত ও তাঁর মধ্যে বিদ্যমান বাণীর মত যদিও নিজেদের মধ্যে এক-সত্তা নই, তবু প্রকৃত খ্রীষ্টভক্তরা অন্তরের গভীরতম আকাঙ্ক্ষায় এক বলে আত্মপ্রকাশ করে।

গ বর্ষ - যোহন ১৭:২০-২৬

শেষভোজের সময়ে যীশু স্বর্গের দিকে চোখ তুলে বললেন: 'আমি প্রার্থনা করছি শুধু তাদেরই জন্য নয়, কিন্তু তাদেরও জন্য, যারা তাদের বাণীর মধ্য দিয়ে আমার প্রতি বিশ্বাস রাখবে, সকলেই যেন এক হয়; পিতা, তুমি যেমন আমাতে আছ আর আমি তোমাতে আছি, তেমনি তারাও যেন আমাদের মধ্যে থাকে,

যাতে জগৎ বিশ্বাস করতে পারে যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করেছিলে। তুমি আমাকে যে গৌরব দিয়েছ, আমি তা তাদের দিয়েছি, তারা যেন এক হয় আমরা যেমন এক: আমি তাদের অন্তরে আর তুমি আমাতে, তারা যেন পরিপূর্ণরূপেই এক হয়, যাতে জগৎ জানতে পারে যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করেছ এবং আমাকে যেমন ভালবেসেছ, তেমনি তাদেরও ভালবেসেছ। পিতা, আমি ইচ্ছা করি, যাদের তুমি আমাকে দিয়েছ, যেখানে আমি আছি তারাও যেন সেখানে আমার সঙ্গে থাকে, যাতে আমার সেই গৌরব দেখতে পায়, সেই যে গৌরব তুমি আমাকে দিয়েছ; কেননা জগৎপত্তনের আগেই তুমি আমাকে ভালবেসেছ। হে ধর্মময় পিতা, জগৎ তোমাকে জানেনি, কিন্তু আমি তোমাকে জেনেছি, এরাও জেনেছে যে, তুমিই আমাকে প্রেরণ করেছ। আমি তোমার নাম তাদের জানিয়েছি আর জানাতে থাকব; যে ভালবাসায় তুমি আমাকে ভালবেসেছ, সেই ভালবাসা যেন তাদের অন্তরে থাকে, এবং আমিও যেন তাদের অন্তরে থাকি।'

যোহন-রচিত সুসমাচারে আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা **১১শ পুস্তক ১১**

খ্রীষ্টদেহ সাক্রামেন্তে খ্রীষ্ট আমাদের তাঁর নিজের সঙ্গে এক করে তোলেন

আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট কেবল বারোজন শিষ্যের জন্য প্রার্থনা করেননি। তাঁদের প্রচার শুনে যারা সর্বকালেই বিশ্বাসগুণে পবিত্রিত হতে ও পবিত্র আত্মার সহভাগিতা গুণে শুচীকৃত হতে সম্মত হবে, তিনি তাদের সকলের জন্যই প্রার্থনা করলেন: *তারা সকলেই যেন এক হয়; পিতা, তুমি যেমন আমাতে আছ আর আমি তোমাতে আছি, তেমনি তারাও যেন আমাদের মধ্যে থাকে।*

সেই একমাত্র পুত্র পিতার স্বকীয় সত্তা থেকেই উদ্গত, ও আপন স্বরূপে তিনি সম্পূর্ণরূপেই পিতাপ্রাপ্ত। শাস্ত্র অনুসারে তিনি পার্থিব দেহের সঙ্গে অবর্ণনীয় সংযোগের মধ্য দিয়ে আমাদের স্বরূপের সঙ্গে একপ্রকারে মিশ্রিত হয়েই মানুষ হলেন। আমাদের সকলকে ঐশস্বরূপের অংশীদার করার জন্য তিনি দু'টো সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন স্বরূপকে নিজের মধ্যে একপ্রকারে সংযুক্ত করলেন।

পরমাত্মার সহভাগিতা ও নিত্যকালীন উপস্থিতি আমাদের মধ্যেও এসেছে। তা তখনই প্রথম খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ও খ্রীষ্টের মধ্যেই বাস্তব প্রকাশ পেয়েছে, যখন দেখা গেল তিনি আমাদের মত হয়েছিলেন তথা অভিষিক্ত ও পবিত্রিত মানুষ। তবু স্বরূপে তিনি ছিলেন ঈশ্বর, কেননা পিতা থেকেই উদ্গত ছিলেন। আপন আত্মা দ্বারাই তিনি আপন দেহমন্দিরকে ও সমুচিত ভাবে তাঁর সৃষ্ট জগৎকেও পবিত্রিত করলেন। সুতরাং, খ্রীষ্ট-রহস্যের মধ্য দিয়ে আমাদের পক্ষেও পবিত্র আত্মার সহভাগিতা ও ঈশ্বরের সঙ্গে একতা-লাভ সম্ভব হয়ে উঠেছে, কেননা আমরা সকলে তাঁর মধ্যে পবিত্রিত হয়েছি।

আপন প্রজ্ঞা ও পিতার সঙ্কল্প অনুসারে তিনি এমন উপায় স্থির করলেন যাতে আমরা সকলে এক হতে পারি ও ঈশ্বরের সঙ্গে ও একে অপরের সঙ্গে পুণ্য সংযোগে সংযুক্ত হতে পারি—আর তিনি তাই করলেন যদিও আমাদের মধ্যে নানা পার্থক্য থাকায় আমরা এক একজন স্বকীয় ব্যক্তিত্বমণ্ডিত। কেননা পবিত্রতম খ্রীষ্টদেহ সাক্রামেন্তে তিনি একদেহে, তাঁর নিজেরই দেহে আপন বিশ্বাসীদের আশিসধন্য করেন, ও তাঁর নিজের সঙ্গে ও পরস্পরের সঙ্গে তাদের একদেহ করে তোলেন। যারা সেই পবিত্র দেহের মাধ্যমে খ্রীষ্টের সঙ্গে সংযুক্ত, কে তাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে? কে তাদের পারস্পরিক একতা ধ্বংস করতে পারবে? আমরা যখন এক রুটির সহভাগী, তখন আমরা সকলে এক দেহ হয়ে উঠি, কেননা খ্রীষ্ট অবিচ্ছেদ্য।

এভাবেই মণ্ডলী হল খ্রীষ্টের দেহ আর আমরা তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। কেননা যেহেতু আমরা সকলে

সেই এক ও অবিচ্ছেদ্য দেহকে নিজেদের মধ্যে গ্রহণ ক'রে তাঁর পবিত্র দেহের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের সঙ্গে সংযুক্ত আছি, সেহেতু আমাদের অঙ্গগুলি আমাদের নয়, তাঁরই।

পঞ্চাশত্তমী রবিবার

পূর্বদিনের ক, খ, গ বর্ষ - যোহন ৭:৩৭-৩৯

পর্ণকুটির পর্বের শেষ দিনে, অর্থাৎ উৎসবের প্রধান দিনে, যীশু দাঁড়িয়ে উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'কেউ যদি তৃষ্ণার্ত হয়, সে আমার কাছে এসে পান করুক; যে আমার প্রতি বিশ্বাসী—শাস্ত্রে যেমন লেখা আছে—জীবনময় জলের নদনদী তার অন্তর থেকে প্রবাহিত হবে।' তিনি আত্মা সম্বন্ধেই একথা বলেছিলেন, সেই যে আত্মাকে তাঁর প্রতি বিশ্বাসী মানুষদের পাবার কথা; কারণ আত্মাকে তখনও দেওয়া হয়নি, যেহেতু যীশু তখনও গৌরবান্বিত হননি।

সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি **উপদেশ ২৭১**

পবিত্র আত্মার আগমনের দিনগুলিতে যা পূর্বঘোষিত হয়েছে তা তোমাদের মধ্যে পূর্ণতা লাভ করে

ভ্রাতৃগণ, আমাদের জন্য সেই দিনের উদয় হল, যেদিনে পবিত্র মণ্ডলী বিশ্বাসীদের চোখে উদ্ভাসিত হয়, তাদের হৃদয়ে প্রজ্বলিত হয়। আমরা ঠিক সেই দিন উদ্‌যাপন করছি যেদিন প্রভু যীশুখ্রীষ্ট পুনরুত্থানের পর স্বর্গারোহণে গৌরবান্বিত হয়ে পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ করলেন। বস্তুতপক্ষে সুসমাচারে তাঁর এই বাণী লেখা আছে: *কেউ যদি তৃষ্ণার্ত হয়, সে আমার কাছে এসে পান করুক; জীবনময় জলের নদনদী তার অন্তর থেকে প্রবাহিত হবে।* এপ্রসঙ্গে রচয়িতা ব্যাখ্যা দান করে বলেন, *তিনি আত্মা সম্বন্ধেই একথা বলেছিলেন, সেই যে আত্মাকে তাঁর প্রতি বিশ্বাসী মানুষদের পাবার কথা; কারণ আত্মাকে তখনও দেওয়া হয়নি, যেহেতু যীশু তখনও গৌরবান্বিত হননি।* সুতরাং এ বাকি ছিল যে, মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানে ও স্বর্গারোহণে যীশু গৌরবান্বিত হলে পর যে আত্মাকে প্রেরণ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি সেই আত্মাকে দান করবেন: আর তাই ঘটেছে।

আপন শিষ্যদের সঙ্গে চল্লিশ দিন অতিবাহিত করার পর পুনরুত্থিত প্রভু স্বর্গে আরোহণ করলেন, ও পঞ্চাশত্তমী দিনে—যে দিনটি আমরা আজ উদ্‌যাপন করছি—তিনি আত্মাকে প্রেরণ করলেন, যেইভাবে লেখা আছে: *হঠাৎ আকাশ থেকে প্রচণ্ড বাতাস বয়ে যাওয়ার মত একটা শব্দ এল। তাঁরা দেখতে পেলেন, আগুনের মতই যেন কতগুলো জিহ্বা ভাগ ভাগ করে পড়ে তাঁদের প্রত্যেকজনের উপরে বসল; এবং আত্মা তাঁদের যেভাবে বাক্‌শক্তি দিলেন, তাঁরা সেই অনুসারে অন্য অন্য ভাষায় কথা বলতে লাগলেন।*

সেই বাতাস তাঁদের হৃদয়কে দৈহিক তুষ থেকে পরিশুদ্ধ করছিল; সেই আগুন প্রাচীন দেহলালসার খড় পুড়িয়ে দিচ্ছিল। পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে তাঁরা যে যে ভাষায় কথা বলছিলেন, এতে সেই ভাবী মণ্ডলীর একটা দৃষ্টান্ত ছিল, যে মণ্ডলীতে সকল জাতির ভাষা উপস্থিত। কেননা জলপ্লাবনের পরে ধর্মহীন মানুষের গর্ব প্রভুর বিরুদ্ধে উচ্চ একটা মিনার নির্মাণ করেছিল আর মানবজাতি ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, যার ফলে প্রতিটি জাতি অন্য জাতির কাছে নিজ

কথা না বোঝাবার জন্য নিজ নিজ ভাষায় কথা বলত।

এখন কিন্তু ভক্তদের নম্র ভক্তি এ সমস্ত ভাষার বিভেদ মণ্ডলীর ঐক্যে সংগ্রহ করেছে, যার ফলে বিদ্বেষ যা বিক্ষিপ্ত করেছিল, ভালবাসা দ্বারা তা পুনর্মিলিত হয়েছে: এভাবে একদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মত মানবজাতির বিক্ষিপ্ত অঙ্গগুলি খ্রীষ্টের পুণ্য দেহের ঐক্যে ভালবাসার আগুনে গলে গিয়ে একমাথা সেই খ্রীষ্টের সঙ্গে পুনরায় সংযুক্ত হয়েছে। এজন্যই যারা শান্তির অনুগ্রহ ঘৃণা করে ও একতা ও সুসম্পর্ক রক্ষা করে না, তারা পবিত্র আত্মার দান থেকে সম্পূর্ণ রূপে বঞ্চিত। যদিও তারা আজ এখানে আনুষ্ঠানিক ভাবে একত্রিত, যদিও তারা পবিত্র আত্মার প্রতিশ্রুতি ও আগমন বিষয়ক এ পাঠগুলি শোনে, তবু তারা তা শুনে পুরস্কৃত নয়, দণ্ডিতই হবে। হৃদয় যা প্রত্যাখ্যান করে, কান দিয়ে তা গ্রহণ করলে কী লাভ? যাঁর আলো তারা ঘৃণা করে, তাঁর আগমন উদ্‌যাপনে তাদের কী উপকার? তোমরা কিন্তু, হে আমার ভ্রাতৃগণ, হে খ্রীষ্টের দেহের অঙ্গগুলি, একতার পল্লব ও শান্তির সন্তান যে তোমরা, তোমরা সানন্দে ও নির্ভয়ে এদিন উদ্‌যাপন কর, কেননা পবিত্র আত্মার আগমনের দিনগুলিতে যা পূর্বঘোষিত হয়েছে তা তোমাদের মধ্যে পূর্ণতা লাভ করে। যেমন সেসময় পবিত্র আত্মাকে যে গ্রহণ করত একজনমাত্র হয়েও সে সব দেশের ভাষায় কথা বলত, তেমনি এখন সর্বজাতির কাছে সর্বদেশের ভাষায় কথা বলছে এ ঐক্যই যার মধ্যে তোমরাই প্রতিষ্ঠিত যারা পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করেছ; —অবশ্যই, তোমরা যদি কোন হিংসা-সূত্রে সেই খ্রীষ্টমণ্ডলী থেকে নিজেদের ছিন্ন না কর, যে মণ্ডলী সর্বদেশের ভাষায় কথা বলে।

দিনের ক বর্ষ - যোহন ১৪:১৫-১৬,২৩খ-২৬

শেষভোজের সময়ে যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন: ‘তোমরা যদি আমাকে ভালবাস, তাহলে আমার আজ্ঞাগুলো পালন করবে। আর আমি পিতাকে অনুরোধ করব, এবং তিনি অপর একজন সহায়ক তোমাদের দেবেন, যেন সেই সহায়ক চিরকাল ধরে তোমাদের সঙ্গে থাকেন। যদি কেউ আমাকে ভালবাসে, তবে সে আমার বাণী মেনে চলবে, আর আমার পিতা তাকে ভালবাসবেন, এবং আমরা তার কাছে আসব ও তার কাছে করব আমাদের নিজেদের বাসস্থান। যে আমাকে ভালবাসে না, সে আমার বাণী মেনে চলে না; আর এই যে বাণী তোমরা শুনছ, তা আমার নয়, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তা সেই পিতারই বাণী।

এখনও তোমাদের সঙ্গে থাকতে থাকতেই আমি এই সমস্ত কথা তোমাদের বলেছি, কিন্তু সেই সহায়ক, সেই পবিত্র আত্মা, আমার নামে যাঁকে পিতা পাঠাবেন, তিনিই সবকিছু তোমাদের শিখিয়ে দেবেন, আর আমি যাকিছু তোমাদের বলেছি, তিনি তোমাদের তা স্মরণ করিয়ে দেবেন।’

নতুন ঐশতত্ত্ববিদ সাধু সিমেয়োনের ঐশতাত্ত্বিক ও নৈতিক উপদেশাবলি **নীতি ৫**

এজীবনেই ঈশ্বরের অভিজ্ঞতা লাভ করা প্রয়োজন

সেই সহায়ক, সেই পবিত্র আত্মা, আমার নামে যাঁকে পিতা পাঠাবেন, তিনিই সবকিছু তোমাদের শিখিয়ে দেবেন, আর আমি যা কিছু তোমাদের বলেছি, তিনি তোমাদের তা স্মরণ করিয়ে দেবেন। আর শুধু তা নয়, সেই পবিত্র আত্মা যে তাঁদের এমন কিছু শিখিয়ে দেবেন যা যীশু তাঁদের বলেননি, স্বয়ং খ্রীষ্টই একথা প্রমাণ করে বলেন, *তোমাদের কাছে আমার আরও অনেক কিছু বলার আছে, কিন্তু তোমরা এখন তা সহ্য করতে পার না। তবে তিনি যখন আসবেন, সেই সত্যময় আত্মা,*

তিনিই পূর্ণ সত্যের মধ্যে তোমাদের চালনা করবেন, কারণ তিনি নিজে থেকে কিছুই বলবেন না, কিন্তু যে সমস্ত কথা শোনেন, তিনি তা-ই বলবেন; যা যা ঘটবার, তাও তিনি তোমাদের বলে দেবেন। তিনি আমাকে গৌরবান্বিত করবেন, কারণ যা আমার, তা-ই তুলে নিয়ে তিনি তা তোমাদের বলে দেবেন। যা কিছু পিতার, তা সবই আমার; এজন্যই আমি বললাম যে, যা আমার, তা-ই তুলে নিয়ে তিনি তা তোমাদের বলে দেবেন।

সুতরাং তুমি এখন তাঁদেরই শিক্ষার উৎস জান, যাঁরা শেষদিনের কথা, প্রভুর আবির্ভাবের কথা, ও পাপী ও ধার্মিকদের জন্য যা সঞ্চিত রয়েছে তার কথা লিখলেন। আর অন্য যত কিছু আমরা দেখি না, আত্মা দ্বারা আলোকিত হয়ে তাঁরা সেসব কিছুও দেখলেন।

আমাকে বল, পবিত্র আত্মা কে? আমাদের বিশ্বাসের কথা অনুসারে তিনি ঈশ্বর, প্রকৃত ঈশ্বর-থেকে-প্রকৃত ঈশ্বর। এই যে, তুমি তা-ই বলছ যা তুমি নিজে দেখতে পাচ্ছ: অর্থাৎ মণ্ডলীর শিক্ষা অনুসারে, তিনি ঈশ্বর। অতএব, তাঁকে প্রকৃত ঈশ্বর-থেকে-প্রকৃত ঈশ্বর বলে স্বীকার ক'রে ও ধারণা ক'রে তুমি দেখাচ্ছ যে, আমাদের বিশ্বাস অনুসারে পবিত্র আত্মা যাদের আছেন, নিত্য-অবস্থানকারী ঈশ্বরও তাদের আছেন। যেমনটি খ্রীষ্ট আপন শিষ্যদের বললেন, *তোমরা যদি আমাকে ভালবাস, তাহলে আমার আজ্ঞাগুলো পালন করবে। আর আমি পিতাকে অনুরোধ করব, এবং তিনি অপর একজন সহায়ক তোমাদের দেবেন, যিনি চিরকাল পর্যন্ত তোমাদের সঙ্গে থাকবেন।*

সুতরাং তুমি শিখেছ, পবিত্র আত্মা যুগ যুগান্তর ব্যাপী আমাদের সঙ্গে থাকবেন, কেননা *চিরকালের মত তোমাদের সঙ্গে থাকবেন* বলতে এবং অনন্তকাল ধরে তাদের সঙ্গে থাকবেন ও বর্তমানকালে ও ভাবীকালে তাদের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবেই থাকবেন বলতে একই কথা বোঝায়। ধন্য প্রেরিতদূতেরা ও যারা তাঁকে পাবার যোগ্য, তারাও যে পবিত্র আত্মাকে দেখতে পান, একথা সমর্থনে এবাণী শোন: *জগৎ সত্যময় আত্মাকে গ্রহণ করতে পারে না, কারণ জগৎ তাঁকে দেখতে পায় না, জানেও না। তোমরা তাঁকে জান, কারণ তিনি তোমাদের কাছে কাছে থাকেন ও তোমাদের অন্তরে থাকবেন।* আর যাতে তুমি নিশ্চিত হতে পার যে, যারা খ্রীষ্টকে ভালবাসে ও তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন করে, তারা তাঁকেও দেখতে পায়, প্রভুর নিজের বাণী শোন: *আমার আজ্ঞাগুলো গ্রহণ করে নিয়ে যে তা পালন করে, সে-ই আমাকে ভালবাসে; আর যে আমাকে ভালবাসে, সে হবে আমার পিতার ভালবাসার পাত্র, আমিও তাকে ভালবাসব, এবং তার কাছে আত্মপ্রকাশ করব।*

সুতরাং সকল খ্রীষ্টানদের কাছে একথা জ্ঞাত হোক যে, খ্রীষ্ট মিথ্যা বলেন না, আর তিনি ঈশ্বর। আমাদের বিশ্বাস: তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন করায় যারা তাঁর প্রতি নিজেদের ভালবাসা প্রমাণ করে, তিনি তাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করবেন, যেইভাবে করবেন বলে তিনি কথা দিলেন। আপন আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে তিনি স্বয়ং পবিত্র আত্মাকে তাদের দান করেন, আর তখন পবিত্র আত্মা দ্বারা তিনি নিজে ও পিতা অবিচ্ছেদ্য বন্ধনেই তাদের মধ্যে বাস করেন।

দিনের খ বর্ষ - যোহন ১৪:১৫-১৬,২৩খ-২৬

> শেষভোজের সময়ে যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন: 'তোমরা যদি আমাকে ভালবাস, তাহলে আমার আজ্ঞাগুলো পালন করবে। আর আমি পিতাকে অনুরোধ করব, এবং তিনি অপর একজন সহায়ক তোমাদের দেবেন, যেন সেই সহায়ক চিরকাল ধরে তোমাদের সঙ্গে থাকেন। যদি কেউ আমাকে

ভালবাসে, তবে সে আমার বাণী মেনে চলবে, আর আমার পিতা তাকে ভালবাসবেন, এবং আমরা তার কাছে আসব ও তার কাছে করব আমাদের নিজেদের বাসস্থান। যে আমাকে ভালবাসে না, সে আমার বাণী মেনে চলে না; আর এই যে বাণী তোমরা শুনছ, তা আমার নয়, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তা সেই পিতারই বাণী।

এখনও তোমাদের সঙ্গে থাকতে থাকতেই আমি এই সমস্ত কথা তোমাদের বলেছি, কিন্তু সেই সহায়ক, সেই পবিত্র আত্মা, আমার নামে যাঁকে পিতা পাঠাবেন, তিনিই সবকিছু তোমাদের শিখিয়ে দেবেন, আর আমি যাকিছু তোমাদের বলেছি, তিনি তোমাদের তা স্মরণ করিয়ে দেবেন।'

নতুন ঐশতত্ত্ববিদ সাধু সিমেয়োনের ধর্মশিক্ষা ৩৩

পবিত্র আত্মাই জ্ঞানলাভের চাবিকাঠি

বিশ্বাস দ্বারা দেওয়া পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ ছাড়া জ্ঞানলাভের চাবিকাঠি কী হতে পারে? সেই অনুগ্রহের আলো সত্যিই জ্ঞান, এমনকি ঐশজ্ঞানই দান করে, ও আমাদের বন্ধ ও আবৃত মনকে খুলে দেয়, যেইভাবে বহু উপমাকাহিনী ক্ষেত্রে আমরা প্রায়ই অভিজ্ঞতা করতে পারি। সুতরাং, বাণীর আধ্যাত্মিক অর্থের দিকে সতর্ক মনোযোগ দিও। *দ্বাররক্ষক তার জন্য দরজা খুলে দেয়,* শাস্ত্রের একথা অনুসারে, চাবিটা যদি দরজা খুলে না দেয়, দরজা বন্ধই থাকে; আর যদি দরজা খুলে দেওয়া না হয়, কেউই পিতার গৃহে প্রবেশ করে না, যেইভাবে খ্রীষ্ট বলেন, *পিতার কাছে কেউই যেতে পারে না, যদি না সে আমার মধ্য দিয়ে যায়।*

পবিত্র আত্মাই যে প্রথম আমাদের মন খুলে দেন ও পিতা ও পুত্র সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষা দেন, একথা আবার স্বয়ং খ্রীষ্ট দ্বারাই প্রমাণিত: *যিনি পিতা থেকে আগত, সেই সত্যময় আত্মা যখন আসবেন, তখন আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন ও পূর্ণ সত্যের মধ্যে তোমাদের চালনা করবেন।* তোমরা কি দেখতে পার না যে আত্মার মধ্য দিয়ে, এমনকি আত্মার মধ্যেই পিতা ও পুত্র অবিচ্ছেদ্য বলেই জ্ঞাত? আরও, *আমি চলে না গেলে সেই সহায়ক তোমাদের কাছে আসবেন না, কিন্তু তিনি যখন আসবেন, তখন তোমাদের কাছে সবকিছুই স্মরণ করিয়ে দেবেন।* একথাও শোন: *তোমরা যদি আমাকে ভালবাস, আমার আজ্ঞাগুলি পালন কর; আর আমি পিতাকে অনুরোধ করব, আর তিনি অপর একজন সহায়ক তোমাদের দেবেন: সেই সত্যময় আত্মাকে দেবেন তিনি যেন চিরকালের মত তোমাদের সঙ্গে থাকেন।*

পবিত্র আত্মাকে 'চাবি' বলে, কেননা তাঁর দ্বারা ও তাঁর মধ্যেই আমরা আত্মিক আলো গ্রহণ করি, ও পরিশুদ্ধ হয়ে উঠে জ্ঞান-আলোতে আলোকিত হই, ঊর্ধ্ব থেকে বা পুনরায় দীক্ষাস্নাত হই, ও ঈশ্বরের সন্তান বলে অভিহিত হই। এবিষয়ে পল বলেন, *স্বয়ং আত্মাই অনির্বচনীয় আর্তনাদের মধ্য দিয়ে আমাদের হয়ে প্রার্থনা করেন;* তিনি আরও বলেন, *ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে তাঁর পুত্রের আত্মাকে প্রেরণ করেছেন, যিনি ডাকতে থাকেন, 'আব্বা, পিতা!'* সুতরাং আত্মাই আমাদের দেখান সেই দরজা যা আলো, আর দরজা আমাদের শেখায় যে যিনি গৃহে বাস করেন, তিনি নিজেই অগম্য আলো।

দিনের গ বর্ষ - যোহন ১৪:১৫-১৬,২৩খ-২৬

শেষভোজের সময়ে যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন: 'তোমরা যদি আমাকে ভালবাস, তাহলে আমার আজ্ঞাগুলো পালন করবে। আর আমি পিতাকে অনুরোধ করব, এবং তিনি অপর একজন সহায়ক

তোমাদের দেবেন, যেন সেই সহায়ক চিরকাল ধরে তোমাদের সঙ্গে থাকেন। যদি কেউ আমাকে ভালবাসে, তবে সে আমার বাণী মেনে চলবে, আর আমার পিতা তাকে ভালবাসবেন, এবং আমরা তার কাছে আসব ও তার কাছে করব আমাদের নিজেদের বাসস্থান। যে আমাকে ভালবাসে না, সে আমার বাণী মেনে চলে না; আর এই যে বাণী তোমরা শুনছ, তা আমার নয়, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তা সেই পিতারই বাণী।

এখনও তোমাদের সঙ্গে থাকতে থাকতেই আমি এই সমস্ত কথা তোমাদের বলেছি, কিন্তু সেই সহায়ক, সেই পবিত্র আত্মা, আমার নামে যাঁকে পিতা পাঠাবেন, তিনিই সবকিছু তোমাদের শিখিয়ে দেবেন, আর আমি যাকিছু তোমাদের বলেছি, তিনি তোমাদের তা স্মরণ করিয়ে দেবেন।'

('ক' বর্ষের পাঠ ব্যবহারযোগ্য)